সময়ের সাহসী দৈনিক

# স্বাধীন দেশ

THE DAILY SHADHIN DESH

আদালত সংস্করণ

বিজ্ঞাপন, আইন ও আদালত বিষয়ক সকল খবর ই-মেইল করুন
shadhindesh1999@gmail.com

৮ পৃষ্ঠা
৫ টাকা

রেজি: নং-ডিএ-১৫৯৪ ॥ সোমবার ॥ ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ ॥ ০৮ ফাল্গুন ১৪২৮ বাংলা ॥ ১৯ রজব ১৪৪৩ হিজরী ॥ বর্ষ ২০ ॥ সংখ্যা ২৯৩

Email : shadhindesh1999@gmail.com   তথ্য মন্ত্রণালয়, ডিএফপি'র মিডিয়া তালিকাভুক্ত   facebook.com/shadhindesh1999

## সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে আইনজীবীদের মিলনমেলা অনুষ্ঠিত

বিশেষ প্রতিবেদক

সর্বোচ্চ আদালতের আইনজীবীদের ঐতিহ্য হিসেবে প্রতি বছরের মতো এবারও সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে মিলনমেলায় অনুষ্ঠিত হোল। সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি আয়োজনে গত বৃহস্পতিবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে বার্ষিক এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এতে বার্ষিক ভোজ, সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ও র্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীসহ আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিগণসহ হাজারো আইনজীবীদের অংশগ্রহনে অনুষ্ঠিত হয় এই বার্ষিক মিলনমেলা। এছাড়া মন্ত্রী-এমপি, সুপ্রিম কোর্ট বারের সদস্য, সাংবাদিকসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরাও অংশ নেন এ আয়োজনে। সর্বোচ্চ আদালত প্রাঙ্গণের এই কর্মসূচিতে বাহারি রকমের খাবারের আয়োজন করা হয়।

## হঠাৎ ঢাকার নিম্ন আদালত পরিদর্শনে প্রধান বিচারপতি

তৌহিদুর রহমান হিসান

বিচারকার্য পর্যবেক্ষণে পুরনো ঢাকার জনসন রোডে ঢাকার নিম্ন আদালত পরিদর্শন করেছেন প্রধান বিচারপতি প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী। গত বুধবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে দুপুর সোয়া ২টার দিকে নিম্ন আদালত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন তিনি। এ সময় তার সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল আলী আকবর উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী প্রথমে মহানগর দায়রা জজের আদালত কক্ষের সামনে দিয়ে গিয়ে প্রথম অতিরিক্ত মহানগর দয়রা জজ আদালতে প্রবেশ করেন। এর পর চতুর্থ অতিরিক্ত মহানগর দয়রা জজ হয়ে তিনি তৃতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতে যান ও ঢাকার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন হয়ে হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী যান ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন আদালত ভবনে। ওই ভবনের কয়েকটি আদালত কক্ষে প্রবেশ

৭-এর পাতায় দেখুন

আইনজীবীদের সৎ থাকার তাগিদ প্রধান বিচারপতির

## 'আইনজীবী হওয়ার শর্টকাট কোনো পদ্ধতি নেই'

- প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী

বিশেষ প্রতিবেদক

ভালো আইনজীবী হওয়ার শর্টকাট কোনো মেথড নেই উল্লেখ করে প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী বলেছেন, পড়ার কোনো বিকল্প নাই। পড়াশোনা ছাড়া ভালো ল'ইয়ার হওয়ার কোনো বিকল্প নাই। কোনো মেডিসিন নাই। কোনো শর্টকাট মেথড নাই। পড়তে হবে এবং পড়তে হবে। প্রধান বিচারপতি আরো বলেন, মক্কেলের দুর্বলতার সুযোগে বেশি অর্থ নেয়া নৈতিকতার

৭-এর পাতায় দেখুন

## সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটির বিদায়ী ও নতুন চেয়ারম্যানকে সংবর্ধনা

আকিব আহমেদ

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার অধীন সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটির সভায় বিদায়ী এবং নতুন চেয়ারম্যানকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে গত মঙ্গলবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) বিদায়ী চেয়ারম্যান বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিমকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেনকে বরণ করে নেওয়া হয়। এসময় সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির পক্ষ থেকে বিচারপতিদ্বয়কে সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন সমিতির সম্পাদক ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল ও কার্যকরী কমিটির সদস্য মাহফুজুর রহমান রোমান। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটির চেয়ারম্যান বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম আপিল বিভাগে বিচারক হিসেবে নিয়োগ

৭-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ বিচার বিভাগীয় কর্মচারী এসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় কমিটির

## সভাপতি শাহ্ মোঃ মামুন, সাধারণ সম্পদক মোঃ আব্দুল্লাহ

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ বিচার বিভাগীয় কর্মচারী এসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় কমিটির নবগঠিত কমিটির সভাপতি শাহ্ মোঃ মামুন, সিনিয়র সহ-সভাপতি কাজী ছালাউদ্দিন দিদার, সাধারণ সম্পদক মোঃ আব্দুল্লাহ, যুগ্ম-সাধারণ সম্পদক-১ মোঃ জিয়াউদ্দিন ফারুক ও সাংগঠনিক সম্পদক আব্দুল হালিম নির্বাচিত হয়েছে। নবগঠিত কমিটির সদস্যবৃন্দরা আইন ও বিচার বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক এর সাথে ফুলের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। গত শুক্রবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ বিচার বিভাগীয় কর্মচারী এসোসিয়েশন-এর জেলা প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রতিনিধি সম্মেলন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন জেলার বক্তারা কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ায় উপস্থিত সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে নতুন কমিটি গঠনে অনুরোধ জানিয়ে বক্তব্য

৭-এর পাতায় দেখুন

## নওগাঁ তিনজন বিচারকের বিদায় সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদক

নওগাঁর তিনজন বদলী জনিত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। একজন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এম. সারওয়ার জাহান ও দুইজন সহকারী জজ হলেন বেগম

৭-এর পাতায় দেখুন

## মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি

আজ সোমবার, ২১ শে ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। মাতৃভাষা আন্দোলনের ৭০ বছর পূর্ণ হবে। রাজধানী ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং বিভিন্ন স্থানে আলোচনা সভাসহ নানা

৭-এর পাতায় দেখুন

## সুনামগঞ্জে পাঁচজন বিচারকের বিদায় সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদক

সুনামগঞ্জে পাঁচজন জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটবৃন্দের বদলি জনিত বিদায় উপলক্ষে সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ ওয়াহিদুজ্জামান শিকদারের সভাপতিত্বে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়। পাঁচজন বিচারকরা হলেন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো: খালেদ মিয়া, সহকারী জজ বেগম মরিয়ম আক্তার নিপা, সহকারী জজ মো: আবদুল আলীম, সহকারী জজ মুহাম্মদ ফারহান সাদিক (আন্ত জেলা) এবং সহকারী

৭-এর পাতায় দেখুন

## ফেনীর ছাগলনাইয়া থানা পরিদর্শনে সিজেএম মোহাম্মদ আতাউল হক

নিজস্ব প্রতিবেদক

বার্ষিক পরিদর্শনের অংশ হিসেবে ছাগলনাইয়া থানা পরিদর্শন করেছেন ফেনীর চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আতাউল হক। গত বুধবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) বিকালে ছাগলনাইয়া থানা পরিদর্শনের সময় সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. কামরুল হাসান উপস্থিত ছিলেন। ছাগলনাইয়ার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. শহীদুল ইসলাম অতিথিদের ফুলেল শুভেচ্ছায়

৭-এর পাতায় দেখুন

## রংপুর জেলা ও দায়রা জজ এর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক

রংপুর জেলার জেলা ও দায়রা জজ মো: শাহেনূর এর বদলি জনিত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার (১৭ ফেব্রুয়ারী) রংপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) মো; যাবিদ হোসেন এর সভাপতিত্বে রংপুর জেলা জজ আদালত প্রাঙ্গনে রংপুর জেলার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দদের আয়োজনে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়।

## রানীশংকৈল থানা পরিদর্শন করেন ঠাকুরগাঁও চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিত্যানন্দ সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঠাকুরগাঁও এর বিচারপ্রার্থী জনগণের দ্রুত বিচার ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত কল্পে ডায়নামিক নেতৃত্বে এগিয়ে চলছে ঠাকুরগাঁও জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসি। ঠাকুরগাঁও চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিত্যানন্দ সরকার ক্রিমিনাল রুলস এন্ড অর্ডারস এর বিধান মোতাবেক ঠাকুরগাঁও জেলার রানীশংকৈল থানা গত শনিবার (১২.০২.২০২২) তারিখে

৭-এর পাতায় দেখুন

## সরকারি কোষাগারে ২৫ লক্ষ টাকা জমা দিল মৌলভীবাজার চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

আদালত প্রতিবেদক

সকল প্রকার রাজস্ব আয় থেকে ও বিভিন্ন সময়ে মামলার জব্দকৃত আলামত নিলামে বিক্রি করে অর্জিত প্রায় সাড়ে ২৫ লাখ টাকা সরকারের কোষাগারে জমা প্রদান করেছে মৌলভীবাজার চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট

৭-এর পাতায় দেখুন

সময়ের সাহসী দৈনিক

স্বাধীন দেশ

Daily Shadhin Desh

তথ্য মন্ত্রণালয়, ডিএফপি'র মিডিয়া তালিকাভুক্ত

প্রিন্ট সংস্করণের পাশাপাশি হাতের মুঠোয় এক ক্লিকে পুরো পত্রিকা

প্রতি মুহূর্তের আপডেট পেতে ভিজিট করুন

www.shadhin-desh.com

ঘরে বসেই বিজ্ঞাপন দিন, পেমেন্ট করুন বিকাশে, আজই যোগাযোগ করুন

দৈনিক স্বাধীন দেশ প্রিন্ট ও অনলাইনে বিজ্ঞাপন দিন

দিন-রাত ২৪ ঘন্টা ক্লিক করুন প্রতি মুহূর্তের সর্বশেষ সংবাদ জানুন

The Daily Shadhin Desh | 01757019435/01316202137 | shadhindesh1999@gmail.com

সময়ের সাহসী দৈনিক
স্বাধীন দেশ
Daily Shadhin Desh

বিশেষ ক্রোড়পত্র

অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ◆ সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

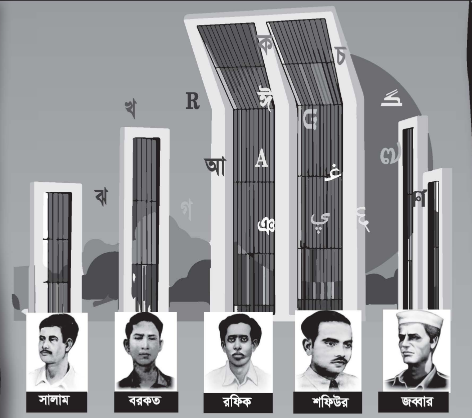


# ২১শে ফেব্রুয়ারি
## শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

## বাণী

২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আমি মাতৃভাষা বাংলার অধিকার আদায়ে জীবন উৎসর্গকারী ভাষা শহিদ রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার, শফিউরসহ নাম না জানা শহিদদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

মহান ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি ১৯৪৮ সালে মাতৃভাষার দাবিতে গঠিত 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' এর নেতৃত্ব দেন এবং কারাবরণ করেন। স্মরণ করি তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তসহ সকল ভাষা সংগ্রামীকে, যাঁদের দূরদৃষ্টি, অসীম ত্যাগ, সাহসিকতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। বাঙালি পায় মাতৃভাষার অধিকার। ভাষা আন্দোলন ছিল আমাদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজস্ব জাতিসত্তা, স্বকীয়তা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষারও আন্দোলন। আমাদের স্বাধিকার, মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে অমর একুশের অবিনাশী চেতনাই যুগিয়েছে অফুরন্ত প্রেরণা ও অসীম সাহস। ফেব্রুয়ারির রক্তঝরা পথ বেয়েই অর্জিত হয় মাতৃভাষা বাংলার স্বীকৃতি এবং এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে আসে বাঙালির চিরকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা, যাঁর নেতৃত্ব দিয়েছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৯৯ সালে কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশির প্রাথমিক উদ্যোগ এবং সর্বোপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও ঐকান্তিক চেষ্টায় জাতিসংঘ কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এটি জাতি হিসেবে আমাদের একটি অন্যতম গৌরবময় অর্জন। আমি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে বাংলাসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণ ও জাতিগোষ্ঠীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। মাতৃভাষা এবং নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে এ দিবসটি উদ্‌যাপন একটি অনন্য উদ্যোগ।

কালের আবর্তে পৃথিবীতে অনেক ভাষাই আজ বিপন্ন। একটা ভাষার বিলুপ্তি মানে একটা সংস্কৃতির বিলোপ, জাতিসত্তার বিলোপ, সভ্যতার অপমৃত্যু। তাই মাতৃভাষা ও নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশসহ সকল জাতিগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় বিশ্ববাসীকে সোচ্চার হতে হবে। বিশ্বের বিকাশমান ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলোর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় গবেষণার জন্য ২০০১ সালে ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর রয়েছে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি। এর মধ্যে অনেকগুলো ভাষার সুনির্দিষ্ট লিখিত রূপ নেই। এসকল ভাষার সংরক্ষণ ও উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। একই সাথে যে বাংলা ভাষার জন্য আমরা জীবন দিয়েছি তার উন্নয়নে সর্বস্তরে শুদ্ধ বাংলার প্রচলনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে আজ আমরা গ্লোবাল ভিলেজের বাসিন্দা। তাই উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হলে বর্তমান প্রজন্মকে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত বিভিন্ন ভাষার উপর প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে হবে। নিজ ভাষার উন্নয়ন ও সংরক্ষণের পাশাপাশি বহুভাষিক শিক্ষার মাধ্যমে টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় অমর একুশের চেতনা আজ অনুপ্রেরণার অবিরাম উৎস। এ চেতনাকে ধারণ করে পৃথিবীর নানা ভাষাভাষী মানুষের সাথে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হোক, লুপ্তপ্রায় ভাষাগুলো আপন মহিমায় নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে উজ্জীবিত হোক, গড়ে উঠুক নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির বর্ণাঢ্য বিশ্ব – মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এ কামনা করি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## বাণী

আমি মহান শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাসহ বিশ্বের সকল ভাষাভাষী ও সংস্কৃতির মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করছি। বাংলাদেশের সঙ্গে ইউনেস্কো ২০০০ সাল থেকেই এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করে আসছে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য- 'প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে বহুভাষায় জ্ঞানার্জন: সংকট এবং সম্ভাবনা'- যা আমার বিবেচনায় অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত হয়েছে। কারণ, আওয়ামী লীগ সরকার ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে।

বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, ভাষা-ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনের ভিত রচিত হয়েছিল। ১৯৫২ সালের এ দিনে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা'র মর্যাদা রক্ষা করতে প্রাণোৎসর্গ করেছিলেন আবুল বরকত, আবদুল জব্বার, আবদুস সালাম, রফিকউদ্দিন আহমদ, শফিউর রহমানসহ আরও অনেকে। আমি বাংলাসহ বিশ্বের সকল ভাষা-শহিদগণের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। সেই সঙ্গে পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করি বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল ভাষাসৈনিকদের, যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ এবং সংগ্রামের বিনিময়ে আমাদের মা, মাটি ও মানুষের মর্যাদা সমুন্নত হয়েছে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ বাঙালির গৌরবময় ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস যুগে যুগে আমাদের জাতীয় জীবনে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করছে। জাতির পিতা ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বার বার কারাবরণ করেছেন। ১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত হয়। ঢাকায় এ খবর পৌছা মাত্রই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনের সামনে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে। এর কিছুদিন পরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র শেখ মুজিব তার সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ঢাকায় ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে গণপরিষদের ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে এক সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি প্রত্যাখান করে খাজা নাজিমুদ্দিন আইন পরিষদে ঘোষণা দেয়, পূর্ব বাংলার জনগণকে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিতে হবে। কিন্তু নাজিমুদ্দিনের এই হঠকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে ছাত্রলীগ, তমুদ্দিন মজলিস ও অন্যান্য দলের সমন্বয়ে সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১১ মার্চের ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে শেখ মুজিবসহ অনেক ভাষাসৈনিক সচিবালয়ের সামনে থেকে গ্রেফতার হন এবং ১৫ মার্চ মুক্তি পান। মুক্তি পাওয়ার পরদিন অর্থাৎ ১৬ই মার্চ শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পুনরায় ছাত্ররা প্রাদেশিক পরিষদ ভবন ঘেরাও করে, সেখানে পুলিশের লাঠিচার্জে অনেকেই আহত হন। জিন্নাহ ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে উর্দুর পক্ষে বক্তব্য রাখে এবং ২৪শে মার্চ কার্জন হলে আয়োজিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা দিলে ছাত্ররা তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে।

ভাষা আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনে রূপদান করতে শেখ মুজিব দেশব্যাপী সফরসূচি তৈরি করে ব্যাপক প্রচারনায় অংশগ্রহণ করেন এবং সভা-সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। তিনি ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ফরিদপুর থেকে গ্রেফতার হন এবং ১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি মুক্তি পান। ১৯ এপ্রিল আবার গ্রেফতার হয়ে জুলাই মাসে মুক্তি পান। এরপর তিনি ১৯৪৯ সালের ১৪ অক্টোবর গ্রেফতার হলে ১৯৫২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পান। শেখ মুজিব ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্তরীণ থেকেও ভাষাসৈনিক ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন এবং আন্দোলনকে বেগবান করতে নানা পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ তিনজন দূত মারফত খবর পাঠান, ২১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী হরতাল ডাকতে হবে এবং মিছিল করে ব্যবস্থাপক পরিষদের সভাস্থল ঘেরাও করতে হবে। ৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের মিছিল শেষে এই ঘোষণা জানিয়ে দেওয়া হয়। এক পর্যায়ে শেখ মুজিব আমরণ অনশন ঘোষণা করলে ১৬ ফেব্রুয়ারি কারা কর্তৃপক্ষ তাকে ঢাকা থেকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তরিত করে।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব-বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের বাজেট অধিবেশনের জন্য নির্ধারিত ছিল। শেখ মুজিবের পরামর্শ ও নির্দেশ অনুযায়ী ঐদিন সারাদেশে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য মুসলীম লীগ সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকা শহরে এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি এবং সকল প্রকার সভা, সমাবেশ, মিছিল ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে এবং সেখানে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালালে কতগুলো তাজা প্রাণ নিমেষেই ঝরে যায়, অনেকে আহত হন, অনেকে গ্রেফতার হন। প্রাদেশিক পরিষদের কয়েকজন সদস্য অধিবেশন কক্ষ থেকে ওয়াকআউট করেন। পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালিত হয়। নিরুপায় হয়ে সরকার সেনাবাহিনী তলব করে, কার্ফু জারি করে এবং প্রাদেশিক পরিষদে বাংলা ভাষার প্রস্তাব গ্রহণ করে।

১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। আওয়ামী লীগ সদস্যগণ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। এরই মধ্যে ৩০ মে পাকিস্তানের গভর্নর ৯২(ক) ধারা জারি করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে ভেঙে দেয়। শেখ মুজিবসহ সকল নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হন। ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগ পুনরায় মন্ত্রিসভা গঠন করে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়, প্রথম ২১শে ফেব্রুয়ারি-কে শহিদ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে এবং এই দিনে সরকারি ছুটি ঘোষণা করে। সেই সরকারই শহিদ মিনার তৈরি, বাংলা একাডেমি থেকে সাহিত্য-বিজ্ঞানের বই প্রকাশ এবং বাংলা টাইপ-রাইটার উদ্ভাবনের জন্য প্রথম প্রকল্প গ্রহণ করে। দুর্ভাগ্য, ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সামরিক শাসন জারির ফলে সেই আকাঙ্ক্ষাগুলো আর পূরণ হয়নি।

স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা সকল দাপ্তরিক কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দেন। তিনি সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করেন। বাংলায় জাতিসংঘের ২৯তম সাধারণ অধিবেশনে বক্তৃতা দিয়ে আমাদের মাতৃভাষাকে বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন। আমাদের সরকারের ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে কানাডা প্রবাসী রফিক এবং ছালাম নামে দু'জন বাংলাদেশি কয়েকজন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সদস্য মিলে 'মাতৃভাষা সংরক্ষণ কমিটি' গঠন করে। ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপনের জন্য জাতিসংঘে প্রস্তাব প্রেরণ করে। জাতিসংঘ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রস্তাবটি ইউনেস্কোতে প্রেরণ করার পরামর্শ দেয়। আমরা দ্রুত মাতৃভাষা সংরক্ষণ কমিটির সঙ্গে যোগযোগ করে ১৯৯৯ সালের ৯ অক্টোবর ইউনেস্কোকে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তাবটি পুনরায় প্রেরণ করি। ফলে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি। বিলুপ্তপ্রায় ভাষা সংরক্ষণ ও তাদের মর্যাদা রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করেছি। নৃ-গোষ্ঠীদের ভাষা ও বর্ণমালাকে বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করার জন্য ২০১৭ সাল থেকে তাঁদের ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তন করেছি। এবছর তাঁদের নিজস্ব ভাষায় প্রায় ৩৩ হাজার বই বিতরণ করেছি। আমরা বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি নেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

ভাষা আন্দোলনে বাঙালি কৃতি সন্তানদের চরম আত্মত্যাগের মাধ্যমেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে পূর্ব বাংলার মানুষের জন্য একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর আদর্শকে ধারণ করে গত ১৩ বছরে দেশের আর্থসামাজিক খাতের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেছি। বাংলাদেশকে আমরা বিশ্বে উন্নয়নের রোলমডেল-এ পরিণত করেছি। সম্প্রতি আমরা এসডিজি প্রোগ্রেস অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছি। আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করেছি এবং মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন করছি। রূপকল্প-২০৪১ অর্জনকে সামনে রেখে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করেছি। বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়ন করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অচিরেই আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত, সমৃদ্ধ ও আত্মমর্যাদাশীল 'সোনার বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করব।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

## তোমাকে কী নামে ডাকি
### মিনার মনসুর

যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।
–আবদুল হাকিম (১৬২০-১৬৯০)

যখন নদীরা মরে পড়ে থাকে (যেমন ছিলেন পড়ে
রায়ের বাজারে কিংবা মিরপুর জল্লাদখানায়)
চক্রান্তের শরে বিদ্ধ– হস্তপদ বাঁধা–
জিহ্বাও কর্তিত; যার বুকখানি ছিল চিরায়ত এক নদী
(যখন জেনেছো তুমি) ছাতু হয়ে গেছে তাঁর বুকের পাঁজর
এবং আচমকা
ট্রামের তলায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ধানসিড়ি নদী
কে তখন বয়ে যায়, কে তখন গেয়ে ওঠে ভাটিয়ালি গান?

মানবের গর্ভজাত আদিহীন অন্তহীন রক্তঝড়ে ডুবে যেতে যেতে
যখন মাতম করে রুদ্ধবাক বঙ্গোপসাগর–
যখন জালালাবাদ (বুকে নিয়ে শত সন্তানের শব) মাথা কুটে মরে
ধ্যানমগ্ন বায়েজিদ বোস্তামির নিধুয়া পাথারে
যখন তোমাকে ঘিরে–আসমুদ্র হিমাচলজুড়ে–বিচিত্র শকুন ওড়ে
কে তখন– কে তখন গেয়ে ওঠে সঞ্জীবনী গান?

যখন পশ্চিমাকাশ ভেঙে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে
নেমে আসে পঙ্গপাল
ফাঁসিকাষ্ঠে বাংলাদেশ–বটমূলে বয়ে যাচ্ছে রক্ত-অশ্রুধারা
নন্দিভৃঙ্গি নৃত্য করে (এবার নিশ্চিত পদ্মা-ষড়যন্ত্র-জলে
যাবে ভেসে মুজিবের সোনার বাংলার নাও!) তখন– তখন
আইফেল টাওয়ারে, জাতিসংঘ সদর দপ্তরে
ইথিওপিয়ার কোনো বিরাণ প্রান্তরে
আলাওল, আবদুল হাকিমের সুবর্ণ অক্ষরে
কী আশ্চর্য সম্মোহনী সুরে দামামার মতো বেজে ওঠো তুমি।

তোমাকে কী নামে ডাকি– বলো– কোথায় তোমাকে রাখি!
করোটির অন্ধকারে ফুটে থাকা ঝিঁঝি পোকা, ঘাসফুল, লজ্জাবতী লতা
সমস্বরে কয়, তুমি তুমি তুমিছাড়া আমি কিছুই নয়রে...

## ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও তারপর
### অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী

বাঙালি মুসলমানদের ভাষা বাংলা কি উর্দু হবে সে বিতর্ক ১৯১১ সাল থেকে দৃশ্যমান হলেও কার্যত: পাকিস্তান সৃষ্টির কিছু আগ থেকেই তার তীব্রতা অবলোকন করা যায়। এই সময় বাংলার অভিজাত মুসলমান বিশেষত: খাজাগজা, জমিদার তালুকদারদের পারিবারিক ভাষা ছিল উর্দু। তাদের অনেকেই আলীগড়ে শিক্ষা লাভ করে আভিজাত্য বজায় এবং চাষাভূষাদের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার অভিপ্রায়ে বাঙালি মুসলমানের ভাষা হিসেবে উর্দুর পক্ষেই ওকালতি করে আসছিল। তার বিপরীতে সৈয়দ নওয়াব আলী, ড. মুহম্মদ শহীদউল্লাহ, মাওলানা আক্রাম খা, রেনেসা সোসাইটি এবং সলিমুল্লাহ হলের সাহিত্য সম্মেলন থেকে বাংলাকে ভারতের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উচ্চারিত। ১৯৪৭ সালের ২৯ জুলাই আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করলে ভাষা বিতর্ক ক্রমশ: আন্দোলনে রূপ নিতে থাকে।

১৯৪৭ সালের ১১ আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম সভায় গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে বসলেন যে, এ দেশের মানুষের পরিচয় মুসলমান বা হিন্দু নয়, তাদের পরিচয় হবে 'পাকিস্তানি'। জিন্নাহর এই বক্তব্যের কিছুদিন পর অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে করাচীতে পাকিস্তান এডুকেশনাল কনফারেন্স থেকে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা করার জোরালো দাবি জানানো হয়। বাংলাভাষী বা বাংলা অঞ্চলের বসবাসকারী তথাকথিত বিশিষ্টগণের কেউ কেউ তাতে সমর্থনও দিলেন। এটাকে ভিত্তি ধরে সাধারণ মানুষের মতামতকে তোয়াক্কা না করে কেন্দ্রের কাজকর্মে, পোস্ট কার্ড, মানি অর্ডার ফরম ইত্যাদিতে উর্দুর প্রচলন হয়ে যায়। পূর্ববঙ্গে কর্মরত মোহাজের ও অতিউৎসাহী দেশীয় কর্মচারীরা শুদ্ধ-অশুদ্ধ উর্দুতে 'বাতচিত' এবং চাষাভূষা ও শিক্ষিত বাঙালিদের প্রতি নাক সিটকানো শুরু করে। এত দ্রুত উর্দুর দাবিকে কার্যকরী করা ও 'পাকিস্তানি' জাতি সৃষ্টির সাথে নিশ্চয়ই একটি যোগসূত্র ছিল। যোগসূত্রটি হচ্ছে জিন্নাহকে মুসলমান জাতির পিতা হিসেবে গ্রহণে অপারগতা। কারণ মুসলমান জাতির পিতা হলেন হযরত ইব্রাহিম (আঃ)। মুসলমান জাতির পিতা হতে পারেন না বলে চতুর জিন্নাহ তাৎক্ষণিক পাকিস্তানি জাতিসত্তার প্রবক্তা হয়ে এই জাতিসত্তার সাধারণ ভিত্তি সৃষ্টির প্রয়াসে 'উর্দু' নামক একটি ভাষাকে পাকিস্তানের সব মানুষের ভাষা বানাতে প্রয়াসী হন।

১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে; যার প্রতিবাদ করে নীলক্ষেতে বসবাসকারি বাংলাভাষী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীগণ। কার্যত: সে মাসেই ঢাকা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীগণ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে দাবিনামা পেশ করে। ডিসেম্বর মাস জুড়ে সভা ও সমাবেশ হতে থাকে যার সাথে মাওলানা আক্রাম খা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ একাত্মতা প্রকাশ করেন। এই মাসেই তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার দাবি পেশ করলেন। ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি শেখ মুজিবের নেতৃত্বে মুসলিম ছাত্রলীগের জন্ম হলে তারাও ভাষার প্রশ্নে এক ধরনের চরমপন্থী ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উত্থাপিত বাংলা ভাষাকে সঠিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার দাবি পাকিস্তানিদের কাছে অগ্রহণযোগ্য হলে তা পূর্ববঙ্গের কতিপয় শিখন্ডী ছাড়া বলতে গেলে সর্বস্তরে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

একে কেন্দ্র করে ছাত্র গণবিক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করলে ২৯ ফেব্রুয়ারি অনেককেই গ্রেফতার করা হয়। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১১ মার্চ ভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালন করে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির পূর্ব পর্যন্ত এই ১১ মার্চ 'ভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হতো। ১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় আবারও ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভিন্নরূপে ভাষার প্রশ্নটি নিয়ে আসেন।

১৯৪৮ সালে পূর্ববঙ্গ সফরে এসে মিঃ জিন্নাহ একুশে মার্চ লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে 'উর্দু এবং উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে' বলে দম্ভোক্তি করেন। ১৯৪৮ সালের ২৮ মার্চ ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে মিঃ জিন্নাহ উর্দুর প্রশ্নে তার সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। ২৭ শে জানুয়ারি ১৯৫২ সালের পল্টনের জনসভায় পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল নাজিমুদ্দিন কর্তৃক উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা পূর্ণঘোষিত হলে ঢাকা শহরের বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক নেতা, ছাত্রসমাজ ও সাধারণ মানুষ আন্দোলনে অধিকহারে সংযুক্ত হতে থাকে। ২১ ফেব্রুয়ারিতে সরকারের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে শিক্ষার্থীরা ধর্মঘটে যোগ দিলে পুলিশের গুলিতে সেদিন ও পরবর্তী দিনগুলোতে ছাত্রজনতা হত্যার প্রেক্ষাপটে আন্দোলনের ব্যাপকতা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর আন্দোলন স্তিমিত হলেও থেমে থাকেনি যার প্রতিফলন ঘটে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের অভূতপূর্ব নির্বাচনি বিজয় দিয়ে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের কালেই ২১ ফেব্রুয়ারিকে ছুটির দিন বলে ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত হয়।

১৯৪৯ সালের ১৪ আগস্ট থেকে লিয়াকত আলী ও নাজিমুদ্দিনের প্রত্যক্ষ প্ররোচণায় উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার তোড়জোড় বহুমাত্রায় বেড়ে যায়। ১৯৫২ সালের ২৮ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন কর্তৃক জিন্নাহর মতোই উস্কানিমূলক বক্তব্যের রেশ ধরে ৩০ জানুয়ারি আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে 'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্র ভাষা কমিটি' গঠিত হয় যা পরবর্তীতে গোলাম মাহবুবের নেতৃত্বে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা কর্মপরিষদ' নামে আবির্ভূত হয়। সে বছর ১১ মার্চ ভাষা দিবস পালনের প্রস্তুতিকালে সরকার, সরকারি দল মুসলিম লীগ এবং সরকার সমর্থক পত্রিকাগুলো অতিশয় বৈরী অবস্থান গ্রহণ করে। মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের নেতৃত্বে আন্দোলনকারীদের ভারতের দালাল, হিন্দুর চর, কমিউনিস্ট এবং পাকিস্তান ও মুসলমানের শত্রু আখ্যায়িত করে নির্যাতনের স্টিমরোলার চালানো হয়। ১৯৫২ সাল থেকে শুরু করে পরবর্তী পর্যায়ে ভাষা আন্দোলনের শিখাটি যারা প্রজ্বলিত রেখেছিল তারা হলো আওয়ামী লীগের মতো মধ্যমপন্থীরা বা বামপন্থীরা। ১৯৬৯ সালে এসে ভাষা আন্দোলন আর ভাষায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১১ দফা আন্দোলন ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাঙালি ধারা অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে ১৯৭১ সালে মাটির অধিকার আন্দোলনে বাম-মধ্যমদের বিভক্তির নিরসন টেনে হাজার বছরের বিশাল অর্জন স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনে। ভাষা আন্দোলন ও তৎপরবর্তী ইতিহাসের এই নাতিদীর্ঘ বর্ণনা একটি কথাকে স্পষ্ট করে যে ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার বিভিন্ন লক্ষ্য ছিল। ভাষা আন্দোলনের যে ধারাটি এটাকে একটি End itself হিসেবে বিবেচনা করেছিল, তারা বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির পর তার প্রয়োগ ও উৎকর্ষের কাজে হাত দেয়। রেনেসাঁ সোসাইটি ও তমদ্দুন মজলিসকে এই দলে ফেলা হয়। তারা পাকিস্তানের কাঠামোতে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমানের ভাষা বাংলাকে সংস্কৃতের কবল থেকে উদ্ধার করে আরবি ফারসি উর্দু দিয়ে সমৃদ্ধ করতে চায়। এদের কাছাকাছি কিছু ব্যক্তি বন্ধু বেশে ভাষা আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার জন্য কারও এজেন্ট বা পোষ্য হিসেবে অবস্থান করে। তাদেরকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও তাদের তস্য দালাল পাকিস্তানের গুপ্তচর হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়। ভাষা আন্দোলনের আর একটি স্রোত আন্দোলনটিকে একটি Means হিসেবে গ্রহণ করে। তাদের একটি উপধারা পাকিস্তানের সকল জাতিসত্তার সাবলীল বিকাশে ভাষার ভূমিকার স্বীকৃতি দিয়ে একটি মানবিক পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখত। নিঃসন্দেহে গোপন কমিউনিস্ট পার্টি বা যুবলীগ পরবর্তীতে ন্যাপ ছাত্র ইউনিয়ন এবং সেকালের গণতন্ত্রী পার্টি এই উপধারায় ছিল। তারা পাকিস্তানের প্রতিটি জাতিসত্তার অস্তিত্বসহ তাদের স্বতন্ত্র ভাষা, সাহিত্য,সংস্কৃতি, ধর্ম ও জীবনবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। তাই তারা বাংলাকে পূর্ববাংলার এবং উর্দুকে পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা না বলে সব জাতিসত্তার ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার দাবি জানায়।

এ দুটো স্রোত বাদ দিলে ভাষা আন্দোলনকারী শক্তির একাংশ প্রথম থেকেই একে একটি চূড়ান্ত গন্তব্যে নিয়ে যাবার প্রত্যাশী ছিল। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম আওয়ামী লীগের একাংশের কথাই এখানে বলা হচ্ছে। প্রথমদিকে সোহ্‌রাওয়ার্দী, আবুল মনসুর আহমদ, আবদুস সালাম খান প্রমুখের প্রচণ্ড দাপটে তারা মনের কথাটি প্রকাশ করতে পারেনি। তবে ক্রমশঃ উপরিউক্ত উপধারাটা বাস্তবতা ও তারুণ্যের আঘাতে দুর্বল হয়ে যায়, শেখ মুজিবের নেতৃত্ব মেনে নেয় বা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন বাঙালি যে ধারাটির কথা বললাম তা বাস্তবতার কষাঘাতে উপলব্ধি করেছিল যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে তাদের নিজস্ব পরিচিতি, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অসাম্প্রদায়িক মানবিক জীবনবোধ ও শোষণহীন সমাজ স্বপ্ন বাস্তবায়ন অসম্ভব। তাই ৬ দফা ও ১১ দফাকে সামন্তরাল রাখলেও প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি এক দফার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ইতিহাস বলছে যে বঙ্গবন্ধু এই অগ্রযাত্রায় তার এককালের সহকর্মী এবং পরবর্তীতে ভিন্ন ক্যাম্পে অবস্থানকারীদের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় একাকার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

**স্বাধীনতাই ছিল বঙ্গবন্ধুর ধ্যান, জ্ঞান, সাধনা ও কর্ম-যজ্ঞ**

আমাদের জাতির মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রাবস্থায় পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তবে সেই পাকিস্তান ছিল লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক পাকিস্তান যেখানে অন্তত: পূর্বাংশে এবং পশ্চিমাংশে একটি করে স্বায়ত্বশাসিত রাষ্ট্র থাকবে বলে সিদ্ধান্ত ছিল। পূর্বাংশে যাতে যুক্ত বাংলা থাকতে পারে তার চেষ্টাও কেউ কেউ করেছিলেন যদিও মিঃ জিন্নাহ ও মিঃ জওয়াহের লাল নেহেরুর পরোক্ষ বিরোধিতার কারণে এই উদ্যোগ ব্যহত হয়। তবে লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে দিল্লী প্রস্তাব ভিত্তিক পূর্ব ও পশ্চিমাংশ মিলিয়ে এক কেন্দ্রিক পাকিস্তান সৃষ্টির কারণেই অনেকের সাথে শেখ মুজিব আশাহত হলেন। শেখ মুজিব নবসৃষ্ট পাকিস্তানে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪৭ সালে ভর্তি হন।

তবে ১৯৪৮ সালে দ্বিতীয় বারের মত তার ধারনায় গভীর চিড় ধরল। বাধ্য হয়ে তিনি ভাষা আন্দোলনে শরীক হলেন এবং কারাবরণ করেন। তিনি কারারুদ্ধ অবস্থায়ই আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক নিয়োজিত হলেন। ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারিতে তিনি জেলে ছিলেন কিন্তু সে দিনটির সফলতার মূলে রাজবন্দি শেখ মুজিবের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ভাষা বিতর্কের মধ্যে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' জাতীয় স্লোগানের পাশাপাশি 'বাংলা ভাষার রাষ্ট্র চাই', জাতীয় একটা বোধ তাকে নাড়া দিতে থাকে। সাম্প্রতিক তথ্যে জানা যায় যে শেখ মুজিব ১৯৫৪ সাল থেকে জামালপুরে গঠিত বাংলাদেশ মুক্তিফ্রন্টকে বৈষয়িক, তাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক সাহায্য দিয়ে এই লক্ষ্যে এগোচ্ছিলেন।

১৯৫৪ সালের যুক্ত ফ্রন্ট নির্বাচনে, সোহ্‌রাওয়ার্দী ও মাওলানা ভাসানির প্রিয় নেতা ছিলেন শেখ মুজিব। যুক্ত ফ্রন্টের শাসনামলে তিনি মন্ত্রীত্ব পেয়ে অনেকটা পদ-প্রদীপের আলোতে উদ্ভাসিত হচ্ছিলেন। মন্ত্রীত্ব ছেড়ে এ'পর্যায়ে তিনি দলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন যার মতলবটা ছিল সুস্পষ্ট। স্মরণীয় যে ১৯৫৫ সালে মুজিব পাকিস্তান গণপরিষদে পূর্ব পাকিস্তান শব্দটির পরিবর্তে পূর্ববঙ্গ কথাটি ব্যবহারের দাবি জানান।

শেখ মুজিব ১৯৬৬ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে পূর্ববঙ্গের পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্ব শাসনের রূপরেখা স্বরূপ ৬ দফা দাবি পেশ করেন। ৬ দফা দাবি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এর মাধ্যমে লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন সম্ভব হলেও অন্তিমে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম সত্তা সৃষ্টিও সম্ভব। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা দাবি পেশের পূর্বে শেখ মুজিব ত্রৈলোক্যনাথ মহারাজ্যের মাধ্যমে ভারতের সরকার ও ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সংযোগের নতুন দ্বার উন্মোচন করেন।

৬ দফাকে কবর দেবার মানসে আইয়ুব খান তাকে ও তার দলের অধিকাংশ শীর্ষ নেতাদের জেলে প্রেরণ করে এবং আওয়ামী লীগকে কার্যত: বিলোপ করার কর্মসূচি গ্রহণ করে। তদুপরি, ১৯৬৪ সালের সশস্ত্র অভ্যুত্থান আকাঙ্ক্ষি ৩৪ জনের সাথে শেখ মুজিবকে ১ নম্বর আসামি করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করা হয়। প্রচণ্ড গণ-আন্দোলনে আইয়ুব সরকার এই মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় এবং পূর্ব বাংলার জনগণ শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৬৯ সালের ১১ দফা আন্দোলনটি ছিল রূপান্তরিত ৬ দফা আন্দোলন। মুক্তিলাভের পর বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীনের জন্যে নিয়মতান্ত্রিক ধারা ও সমান্তরাল সশস্ত্র ধারার কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। ১৯৬৯ সালের শেষভাগে চিকিৎসার নামে লন্ডনে গমন করেন। স্পষ্ট ভাষায় তিনি ইন্দিরাকে তার চূড়ান্ত অভিপ্রায়ের কথা ব্যক্ত করলে ইন্দিরা স্বাধীনতাকামীদের ভারতে প্রশিক্ষণ, অর্থায়ন, অস্ত্র সম্ভার প্রদান ও প্রচার সুবিধার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। এই পর্যায়ে চিত্ত সুতারকে যোগসূত্রের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৭০ এর নির্বাচনে ভূমিধ্বস বিজয়ের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন এবং মার্চে ইন্দিরা ভারতের ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী প্রেস-কনফারেন্সে জনৈক সাংবাদিকের স্বাধীনতা সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে তিনি 'Not Yet' বলে তাকে থামিয়ে দেন। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সংসদের নির্বাচিত সদস্যদের ১৯৭১ এর ৩রা জানুয়ারির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ও বক্তব্যে তিনি ৬ দফার প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের চরম শাস্তির ব্যবস্থা ঘোষণা করেন। তখনই বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্টের নাম বদলিয়ে বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স রাখা হয়। এই ফোর্স কথাটির মধ্যে তার যুদ্ধ-প্রস্তুতির বিষয়টি স্পষ্ট হয়। ক্রমে বিভিন্ন নামে ও কমাণ্ডে বিভক্ত বিভিন্ন বাহিনী একটি কেন্দ্রীয় কমান্ডে নিয়ে আসার কৌশল হিসেবে পুর্ণগঠিত বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্সের (বিএলএফ) এর দায়িত্ব শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমদকে দেওয়া হয়। মার্চ মাসের কোন এক সময় ডাক্তার আবু হেনাকে গোপনে চিত্ত সুতারের সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রেরণ করা হয়। সবকিছু পাকাপাকি করে তিনি ফিরে আসেন। ভারতীয় হাই কমিশনের কর্তা ব্যক্তিদের সাথে তাজউদ্দিন আহমদের নিবিড় পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া হয়। জহিরুল কাইউমের মাধ্যমে ত্রিপুরা হয়ে আর একটি সংযোগের উদ্যোগ নেয়া হয়। ভারতীয় দূতাবাসের কর্তাব্যক্তি দিল্লীতে খবর পৌছিয়ে আসতে আসতে ক্র্যাকডাউনের লগ্ন এসে যায়।

পাকিস্তানিদের অপারেশন সার্চলাইট শুরুর সাথে সাথেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তারপর তাঁকে বন্দি করা হলেও যুদ্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য সহকর্মীদের নেতৃত্বে নয় মাসের সশস্ত্র যুদ্ধে জয়ী হয়ে বাঙালি 'বাংলা ভাষার রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে'।

স্পষ্টত: দেখা যাচ্ছে ভাষা আন্দোলনের মাঝে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনা বিস্ফোরিত হয় এবং পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠ ও মৃত্যুজয়ী প্রয়াসে বাঙালি এগিয়ে যায়। ১৯৫২ সাল থেকে টানা ১৯ বছরের আন্দোলন সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে ও সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কৌশলী পরিচালনায় স্বাধীন সার্বভৌম দেশের অভ্যুদয় বটে।

নির্দ্বিধায় বলা যায় ভাষা আন্দোলনের ন্যায় একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপকার হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। এর থেকে স্বাধিকার ও পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্বশাসন বোধ পরিপক্কতা অর্জন করে। এরি ধারাবাহিকতায় সকল আন্দোলনের নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের হাতেই চলে যায়। সশস্ত্র যুদ্ধের মত চরম সিদ্ধান্তও বাঙালিকে উদ্দীপ্ত করে।

বাংলাদেশ কায়েমের পর সর্বস্তরে বাংলাকে প্রচলন সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবে গৃহীত হয় এবং ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে বাংলায় বক্তৃতা দেন। ১৯৯৯ সালে শেখ হাসিনার শাসনামলে ২১ শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পায়। তারই শাসনামলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই দেখা যায়, আন্দোলন এখনও শেষ হয়নি, এখনও বাংলাকে সার্বজনীন করার দায়িত্ব রয়েছে, দায়িত্ব রয়েছে অপর ভাষাভাষিদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বাংলাকে জাতিসংঘের ভাষা হিসেবে গ্রহণীয় করা। বিশ্লেষণে দেখা যায় ভাষা আন্দোলন একটা চলমান প্রক্রিয়া, তার সূচনা চিহ্নিত করা যায়; তবে তাকে ২১ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে নিগড়বদ্ধ করা অবিমৃশ্যকারিতার লক্ষণ। ❑

*লেখক : অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা।*

প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর নেতৃত্বে আপিল বেঞ্চ

# রাজশাহীতে ২২ বছর আগে চেয়ারম্যান খুন : ২ জনের ফাঁসি বহাল

**আদালত প্রতিবেদক :** ২২ বছর আগে রাজশাহী বাগমারার শুভডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গোলাম রব্বানীসহ দুই জনকে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। সে মামলায় আপিল বিভাগ দুই জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রেখেছেন। আর দুই জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বাতিল করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন। গত বুধবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) চূড়ান্ত শুনানি শেষে প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর নেতৃত্বে আপিল বেঞ্চ এ রায় দেন। আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বিশ্বজিৎ দেবনাথ। জানা গেছে, চেয়ারম্যান থাকা অবস্থায় ২০০০ সালের ১৬ই জানুয়ারি সন্ধ্যায় সর্বহারা দলের সন্ত্রাসীরা তাকে নির্মমভাবে জবাই করে হত্যা করে। এ সময় গ্রামবাসী মাইকে ঘোষণা দিয়ে প্রতিরোধ করতে গেলে আইয়ুব আলী নামে এক জনকেও হত্যা করে তারা। এ ঘটনার বিচার শেষে ২০০৫ সালে বিচারিক আদালত ৬ জনকে মৃত্যুদণ্ড এবং ৫ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। পরে ২০১০ সালে হাইকোর্ট বিভাগ যাবজ্জীবন প্রাপ্তদের খালাস দিয়ে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্তদের দণ্ড বহাল রাখেন। এরপর আসামিরা আপিল করেন। সেই আপিলের শুনানি শেষে গত বুধবার এ রায় দেন আপিল বিভাগ। রায়ের পর ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বিশ্বজিৎ দেবনাথ জানান, মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্তদের মধ্যে বিকাশ পলাতক ছিলেন। তিনি কখনও আপিল করেননি। আর মতিউর রহমান নামের আরেক জন আসামি মারা যায়। ফারুক ও গফুর নামের দুই জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ আজকের আপিল বিভাগের রায়ে বহাল থাকলো। আর সেতাব ও সামানের মৃত্যুদণ্ডাদেশ কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

বিচারপতি জাফর আহমেদ ও কাজী জিনাত হকের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে

# ভুয়া পরোয়ানায় ১০০ দিন কারাবাস ভুক্তভোগীকে ক্ষতিপূরণ দিতে রুল

**আদালত প্রতিবেদক :** দেশের বিভিন্ন জেলায় আট মামলায় ভুয়া গ্রেফতারি পরোয়ানামূলে আটকের পর বিনা দোষে ১০০ দিন হাজতবাসের ঘটনায় ভুক্তভোগী কৃষককে ৮০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। এ সংক্রান্ত রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে গত বুধবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) হাইকোর্টের বিচারপতি জাফর আহমেদ ও কাজী জিনাত হকের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই রুল জারি করেন। ভুক্তভোগী কৃষকের নাম আজিজুর রহমান ওরফে আবদুল আজিজ। তিনি সাভারের ভাকুর্তার ফিরিঙ্গীকান্দা গ্রামের গেদু মিয়ার ছেলে। একইসঙ্গে রুলে আজিজুর রহমান ওরফে আবদুল আজিজের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন থানা থেকে জাল, মিথ্যা পরোয়ানা জারির বিষয়টি তদন্ত করে আদালতে প্রতিবেদন দিতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, সেই সঙ্গে ভুয়া পরোয়ানা জারির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ভুয়া পরোয়ানার বিষয় তদন্ত করতে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। তদন্ত শেষে আগামী দুই মাসের মধ্যে এ বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছন আদালত। স্বরাষ্ট্র সচিব, পুলিশের মহাপরিদর্শক, অপরাধ তদন্ত বিভাগ ও বিশেষ শাখার প্রধান (অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক), পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) উপ মহাপরিদর্শক, পুলিশের গোয়েন্দা শাখার যুগ্ম কমিশনার, ঢাকা, চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের কমিশনার, মাদারীপুর, জামালপুর, গাজীপুরের পুলিশ সুপার, জয়দেবপুর থানার উপ-পরিদর্শক মো. জামাল উদ্দিনকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। আদালতে এদিন রিট আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী সৈয়দ ইউনুস আলী রবি। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল নওরোজ মো. রাসেল চৌধুরী।

**আইনজীবী সূত্রের খবর :** গাজীপুরের জয়দেবপুর থানায় ২০১৭ সালের ২০ মার্চ আবদুল আজিজের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা হয়। পরে ২০১৮ সালের ৬ মার্চ তাকে গ্রেফতার করে সাভার থানা পুলিশ। পরে তাকে ঢাকার চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সোপর্দ করা হয়। শুনানি শেষে আদালত তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেন। কয়েক দিন সেখানে থাকার পর আবদুল আজিজকে গাজীপুর জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

এর তিন দিন পর সেখান থেকে পাঠানো হয় কাশিমপুর কারাগারে। এভাবে দেশের বিভিন্ন কারাগারে ১০০ দিন কারাভোগ করার পর ২০১৮ সালের ১৩ মে তার জামিন হয়। পরে ১২ জুন তিনি মুক্তি পান। ওই মামলার বিবরণে বলা হয়, ২০১৭ সালের ১৯ মার্চ জয়দেবপুর থানার পুবাইল তালুটিয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে ৪০০টি ইয়াবা বড়িসহ রিপা ও আমেনা নামে দুই মাদক কারবারিকে পুলিশ গ্রেফতার করে। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে আজিজসহ নয়জন পালিয়ে যান। মামলার নথি থেকে জানা যায়, কাশিমপুর কারাগারে থাকা অবস্থায় তাকে চট্টগ্রাম কোতোয়ালি ও চান্দগাঁও থানার চারটি মামলায়, রাজধানীর মিরপুর থানার দুইটি মামলায়, জামালপুরের বকশীগঞ্জ থানার একটি মামলায় ও মাদারীপুর সদর থানার একটি মামলায় পরোয়ানার মাধ্যমে গ্রেফতার দেখানো হয়। এসব মামলায় তাকে চট্টগ্রাম কারাগার, মাদারীপুর কারাগার ও জামালপুর কারাগারে থাকতে হয়। সর্বশেষ তিনি ছিলেন কেরানীগঞ্জে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে।

**চট্টগ্রাম আদালতের আদেশ :** চট্টগ্রাম মহানগর যুগ্ম দায়রা জজ তৃতীয় আদালতের বিচারক বিলকিছ আক্তার গত বছর ২৯ মে এক আদেশে বলেন, চট্টগ্রাম কোতোয়ালি থানার মামলায় আজিজুর রহমান ওরফে আবদুল আজিজ নামে কোনো আসামি নেই। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে আজিজুরের অন্তর্বর্তীকালীন হাজতি পরোয়ানার ফটোকপিতে শুধু দায়রা নম্বর ছাড়া আর কোনো কিছুর মিল নেই এবং আদালত (চট্টগ্রাম মহানগর যুগ্ম দায়রা জজ তৃতীয় আদালত) থেকে তার নামে কোনো গ্রেফতারি পরোয়ানা ইস্যু করা হয়নি। এছাড়া অন্য কোনো মামলায় আটকাদেশ না থাকলে তাকে (আবদুল আজিজ) মুক্তির নির্দেশ দেন আদালত।

**মাদারীপুর আদালতের আদেশ :** মাদারীপুর চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত গত বছরের ৩১ মে এক আদেশে বলেন, আবদুল আজিজকে (আজিজুর রহমান) হয়রানির জন্য বিচারক ও আদালতের সিল-স্বাক্ষর জাল করে মাদারীপুর সদর থানার একটি মামলায় তার নামে হাজতি পরোয়ানাসহ এক পাতার আদেশনামা তৈরি করা হয়েছে।

আদালতে উপস্থাপন করা ওই আদেশনামায় অনেক অসঙ্গতি আছে বলে আদালত উল্লেখ করেন। এরপর আদালত আজিজুর রহমানের ওই পরোয়ানা বাতিল ও অকার্যকর সাব্যস্ত করে অন্য কোনো মামলায় আটকাদেশ না থাকলে মাদারীপুর সদর থানার মামলাতেও তাকে মুক্তির আদেশ দেন। এভাবে আটটি মামলাতেই আবদুল আজিজের মুক্তির আদেশ দেন আদালত।

**ভুক্তভোগী ও তাঁর আইনজীবীর বক্তব্য :** সাভারের স্থানীয় কোনো একটি প্রভাবশালী মহল ভুয়া পরোয়ানা তৈরি করে তাকে হয়রানি করছে বলে দাবি আব্দুল আজিজের। তিনি বলেন, আদালতের নির্দেশে ১০০ দিন হাজত খাটার পর ২০১৮ সালের ১২ জুন আমি ছাড়া পাই। ছাড়া পেয়ে হয়রানির প্রতিকার চেয়ে ২০১৮ সালের ৩ জুলাই পুলিশের মহাপরিদর্শকের (আইজিপি) কাছে লিখিত অভিযোগ করি। পরে ভুয়া পরোয়ানা ও পুলিশি হয়রানি থেকে প্রতিকার পেতে ২০১৯ সালের ১১ জুলাই গাজীপুর পুলিশ সুপারের কাছে আবেদন করি। কিন্তু কারও কাছ থেকে কোনো জবাব বা প্রতিকার পাইনি। যে কারণে চলতি মাসে হাইকোর্টে রিট করি। আইনজীবী সৈয়দ ইউনুস আলী রবি জানান, আদালতের নির্দেশে সাতটি মামলা থেকে আবদুল আজিজ মুক্তি পেলেও গাজীপুরের জয়দেবপুর থানার মাদকের মামলায় তিনি এখনো হাজিরা দিয়ে যাচ্ছেন। গাজীপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলাটি সাক্ষ্য গ্রহণ পর্যায়ে রয়েছে।

# সিলেটে তাবলিগের আমির খুন: স্ত্রীর মৃত্যুদণ্ডাদেশ স্থগিত

*আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের আদালতে*

**আদালত প্রতিবেদক :** সিলেটের তাবলিগ জামাতের ধোপাদিঘির উত্তরপাড় আঞ্চলিক শাখার আমির ইব্রাহিম আবু খলিল (৫৫) হত্যা মামলায় তার স্ত্রী ফাতিহা মাশকুরার মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রেখে হাইকোর্টের দেওয়া রায় ছয় সপ্তাহের জন্য স্থগিত করেছেন চেম্বার আদালত। ফাতিহা মাশকুরার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত মঙ্গলবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি ওবায়দুল হাসান এ আদেশ দেন। আদালতে আবেদনের পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী খুরশীদ আলম খান। জানা যায়, সিলেটের ধোপাদিঘির উত্তরপাড় আঞ্চলিক শাখার আমির ইব্রাহিম খলিলের নিজ বাসার শয়নকক্ষ থেকে ২০১৫ সালের ১৮ মে গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়। লাশ উদ্ধারের পর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তার স্ত্রী ফাতিহা মাশকুরাকে আটক করে পুলিশ। এরপর মাশকুরা আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। পরে কোতোয়ালি থানায় মামলা দায়ের করা হয়। একই বছরের ২৪ আগস্ট ফাতিহার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ। বিচার শেষে ২০১৬ সালের ৬ জুন সিলেট মহানগর দায়রা জজ আকবর হোসেন মৃধা একমাত্র আসামি খলিলের স্ত্রী ফাতিহা মাশকুরাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। এরপর মৃত্যুদণ্ডাদেশ অনুমোদনের জন্য ডেথ রেফারেন্স হাইকোর্টে পাঠানো হয়। পাশাপাশি আসামি জেল আপিল ও ফৌজদারি আপিল করেন। এরপর মৃত্যুদণ্ডাদেশ অনুমোদনের জন্য ডেথ রেফারেন্স গ্রহণ এবং আসামির আপিল খারিজ করে সোমবার বিচারপতি সহিদুল করিম ও বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামানের হাইকোর্ট বেঞ্চ ৩১ জানুয়ারি রায় দেন। পরে রায় স্থগিত চেয়ে আপিল বিভাগে আবেদন করেন মাশকুরা।

# মিন্টুর ছেলে তাফসিরের অবস্থান জানতে চান হাইকোর্ট

**বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের হাইকোর্ট বেঞ্চে**

**আদালত প্রতিবেদক :** বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি আবদুল আউয়াল মিন্টুর দ্বিতীয় ছেলে তাফসির আউয়ালের বর্তমান অবস্থান হলফনামা আকারে দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। গত বুধবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের হাইকোর্ট বেঞ্চ ২৩ ফেব্রুয়ারি দাখিল করতে বলেছেন। আদালতে তাফসিরের পক্ষে আইনজীবী ছিলেন ব্যারিস্টার সাকিব মাহবুব। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পক্ষে ছিলেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট খুরশীদ আলম খান। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এ কে এম আমিন উদ্দিন মানিক। গত বছরের ৫ মে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি আবদুল আউয়াল মিন্টুর দ্বিতীয় ছেলে তাফসির আউয়ালকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন হাইকোর্ট। এক রিট আবেদনের শুনানি নিয়ে বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি সরদার মো. রাশেদ জাহাঙ্গীরের হাইকোর্ট বেঞ্চ রুলসহ আদেশ দেন। তিন মাসের জন্য এই অনুমতি দেওয়া হয়েছে। রুলে তাকে বিদেশ যেতে দুদকের নিষেধাজ্ঞা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন। একটি অভিযোগের অনুসন্ধান চলমান থাকায় তার বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল দুদক।

ওই নিষেধাজ্ঞা চ্যালেঞ্জ করে রিট করেছিলেন তাফসির আউয়াল। পরে আমিন উদ্দিন মানিক জানান, এখনো দেশে ফিরে না এসে সময় বর্ধিত করার আবেদন করেন তাফসির। তার আইনজীবী জানান তিনি বর্তমানে যুক্তরাজ্যে আছে। এরপর হাইকোর্ট তার বর্তমান অবস্থা হলফ আকারে আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি জানাতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি জন্মসূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। যুক্তরাষ্ট্রের পাশপাশি পড়াশোনা করেছেন যুক্তরাজ্যেও। বর্তমানে তাফসির পারিবারিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান মাল্টিমোড লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

# মেজর সিনহা হত্যা : খালাস চেয়ে প্রদীপ-লিয়াকতের আপিল

**আদালত প্রতিবেদক :** কক্সবাজারের টেকনাফে পুলিশের গুলিতে নিহত সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত টেকনাফ থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) প্রদীপ কুমার দাশ ও পরিদর্শক লিয়াকত আলী হাইকোর্টে খালাস চেয়ে আপিল করেছেন। গত মঙ্গলবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) এ তথ্য জানিয়েছেন তার আইনজীবী রানা দাশ গুপ্ত। তিনি জানান, সোমবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) খালাস চেয়ে আপিল করেছেন। আপিল শুনানিতে প্রদীপের পক্ষে থাকবেন দুইজন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী। লিয়াকতের পক্ষে থাকবেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এস এম শাহজাহান। এর আগে, ৮ ফেব্রুয়ারি (মঙ্গলবার) টেকনাফ থানার সাবেক ওসি প্রদীপ কুমার দাশ ও পরিদর্শক লিয়াকত আলীর মৃত্যুদণ্ডাদেশ অনুমোদনের জন্য (ডেথ রেফারেন্স) মামলার সব ধরনের কার্যক্রম হাইকোর্টে পাঠানো হয়েছিল। ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসারে বিচারিক আদালতে মৃত্যুদণ্ডাদেশ হলে মৃত্যুদণ্ডাদেশ অনুমোদনের জন্য মামলার সব ধরনের কার্যক্রম উচ্চ আদালতে পাঠাতে হয়। এছাড়া আসামিরা আইনানুযায়ী উচ্চ আদালতে আপিল করতে পারবেন। গত ৩১ জানুয়ারি বিকেলে কক্সবাজার জেলা ও দায়রা জজ আদালত দুইজনের মৃত্যুদণ্ড, ছয়জনকে যাবজ্জীবন ও সাতজনকে খালাস দিয়ে রায় দিয়েছিলেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন- বাহারছড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের তৎকালীন পরিদর্শক বরখাস্ত লিয়াকত আলী ও টেকনাফ থানার বরখাস্তকৃত ওসি প্রদীপ কুমার দাশ। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন- বাহারছড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের বরখাস্ত উপ-পরিদর্শক (এসআই) নন্দ দুলাল রক্ষিত, সাগর দেব, রুবেল শর্মা, টেকনাফ থানায় পুলিশের করা মামলার সাক্ষী টেকনাফের বাহারছড়া ইউনিয়নের শামলাপুরের মারিশবুনিয়া গ্রামের নুরুল আমিন, মো. নেজামুদ্দিন ও আয়াজ উদ্দিন। ২০২০ সালের ৩১ জুলাই রাতে টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের শামলাপুর চেকপোস্টে পুলিশের গুলিতে নিহত হন সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান। ৫ ফেব্রুয়ারি দুপুরে কক্সবাজার কারাগার থেকে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত প্রদীপ কুমার দাশ ও মো. লিয়াকত আলীকে বিশেষ ব্যবস্থায় চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে আসা হয়েছিল। পরে তাদের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের কনডেম সেলে রাখা হয়েছে।

বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি এস এম মনিরুজ্জামানের হাইকোর্ট বেঞ্চে

# বিপজ্জনক বায়ু থেকে রক্ষায় এলার্ট সিস্টেম চালুর নির্দেশ

**আদালত প্রতিবেদক :** বায়ুদূষণের প্রধান উৎসসমূহ চিহ্নিতকরণ ও তা হ্রাসের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং অস্বাস্থ্যকর, অতি অস্বাস্থ্যকর ও বিপজ্জনক বায়ু থেকে জনসাধারণকে রক্ষায় এলার্ট সিস্টেম প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে পোড়ানো ইটের বিকল্প কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রতিবেদন আদেশ পাওয়ার ৪ মাসের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন। এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি শেষে গত মঙ্গলবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি এস এম মনিরুজ্জামানের হাইকোর্ট বেঞ্চ রুলসহ এ আদেশ দেন। রুলে বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষায় বিবাদীদের ব্যর্থতা সংবিধান ও প্রচলিত আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন হওয়ায় কেন বেআইনি, আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ও জনস্বার্থ পরিপন্থি ঘোষণা করা হবে না এবং একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং বায়ুর মান উন্নয়নের নির্দেশ কেন দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়েছেন হাইকোর্ট।

বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) করা রিটের শুনানি শেষে এ আদেশ দেন উচ্চ আদালত।

বেলার পক্ষ থেকে জানানো হয়, ২০২২ সালের শুরু থেকেই বায়ুদূষণের দিক থেকে ঢাকা প্রায়ই উঠে আসছিল বিশ্বের শীর্ষে। শিকাগো ইউনিভার্সিটির এনার্জি পলিসি ইনস্টিটিউট প্রকাশিত 'এয়ার কোয়ালিটি লাইফ ইনডেক্স' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে অনুযায়ী বায়ুদূষণের কারণে বাংলাদেশে মানুষের গড় আয়ু কমেছে প্রায় পাঁচ বছর চার মাস এবং ঢাকায় কমেছে প্রায় সাত বছর সাত মাস। বায়ুর মান বা একিউআই স্কোর ২০১ থেকে ৩০০ হলে তা খুবই অস্বাস্থ্যকর এবং তা স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা হিসেবে বিবেচিত হয়। এ অবস্থায় শিশু, প্রবীণ ও অসুস্থ রোগীদের বাড়ির ভেতরে এবং অন্যদের বাড়ির বাইরের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। বায়ুর মান ৩০০-এর বেশি থাকা মানে ওই স্থানের বায়ু 'বিপজ্জনক', যা সবার জন্য ক্ষতিকর। ডিসেম্বর, ২০২১ এবং জানুয়ারি ২০২২-এ ২-২৩ ঘণ্টা বায়ুর মান ৩০০ থেকে ৪৪৯-এ ছিল। বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা এয়ার ভিজ্যুয়াল অনুযায়ী, জানুয়ারিতে বিশ্বের ১০০টি শহরের মধ্যে ঢাকার অবস্থান শীর্ষে ছিল আট দিন। জানুয়ারি, ২০২২-এ ২০ দিনের মধ্যে ১১ দিনই ঢাকা বায়ুদূষণের তালিকায় এক নম্বরে ছিল। এমন পরিস্থিতিতেও কোনোরকম স্বাস্থ্য সতর্কতা ছাড়াই নগরবাসী স্বাভাবিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং দূষিত বায়ুই সেবন করছে।

স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের দূষণ অধ্যায়ন কেন্দ্রের (ক্যাপস)-এর তথ্যমতে, বিগত ৬ বছরে সর্বমোট ৩৮ দিন বিশুদ্ধ বাতাস পাওয়া গেছে যার অর্থ বছরে ৭ দিনেরও কম বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করতে পারছে এ নগরবাসী।

বায়ুদূষণ পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ জরুরি স্বাস্থ্য সতর্কতা জারি করে থাকলেও, এ দেশে কখনও জারি হয়নি কোনোরূপ স্বাস্থ্য সতর্কতা। তার ফলে প্রতিবছর বায়ুদূষণজনিত রোগে প্রায় ১.৫৩ লক্ষের অধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করে থাকে।

বেলার পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন অ্যাডভোকেট সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এবং রাষ্টপক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সমরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস। বিবাদীরা হলেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; স্থানীয় সরকার বিভাগ; স্থানীয় সরকার; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; শিল্প মন্ত্রণালয়; গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়; স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ; সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, অর্থ বিভাগের সচিব; ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ ১৫ জন।

# রাজশাহীতে ২২ বছর আগে চেয়ারম্যান খুন : ২ জনের ফাঁসি বহাল

**ইভ্যালির ভবন মালিককে হাইকোর্টে তলব**

**বিচারপতি মুহাম্মদ খুরশীদ আলম সরকারের একক হাইকোর্ট বেঞ্চে**

**আদালত প্রতিবেদক :** ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ইভ্যালির ভবন মালিককে তলব করেছেন হাইকোর্ট। আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি তাকে হাইকোর্টে হাজির হতে বলা হয়েছে। অন্যথায় তাকে গ্রেফতার করে হাজির করতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ইভ্যালির এমডি মো. রাসেল ও চেয়ারম্যান শামীমা নাসরিনের নামে থাকা শেয়ারের ৫০ শতাংশ শেয়ার রাসেলের শ্বশুর-শাশুড়ি ও তার ভায়রাকে হস্তান্তর করার বিষয়ে অনুমতি দিয়েছেন হাইকোর্ট। আইজি প্রিজনকে এ বিষয়ে সহযোগিতা করতে বলেছেন আদালত। তবে শেয়ার হস্তান্তরের পর নতুন গ্রহীতারা আদালতের অনুমতি ছাড়া শেয়ার হস্তান্তর করতে পারবে না।

তারা হাইকোর্টের গঠিত বোর্ডের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন। এ বিষয়ে অডিট কর্তৃপক্ষকেও সহযোগিতা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ মামলায় রাসেলের শ্বশুর-শাশুড়ি ও তার ভায়রা মামুনুর রশিদকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন আদালত। গত বৃহস্পতিবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) বিচারপতি মুহাম্মদ খুরশীদ আলম সরকারের একক হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন। আদালতে ইভ্যালির বোর্ডের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার মোরশেদ আহমেদ খান। রিটের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার সৈয়দ মাহসিব হোসাইন ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার তাপস কান্তি বল। এর আগে গত ৯ ফেব্রুয়ারি ইভ্যালির এমডি মো. রাসেল ও চেয়ারম্যান শামীমা নাসরিনের কিছু শেয়ার তার আত্মীয়-স্বজনের নামে হস্তান্তরে সহযোগিতা করতে নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। ইভ্যালির অন্তর্বর্তী পরিচালনা বোর্ডকে এ সহযোগিতা করতে বলা হয়।

রাসেল ও শামীমার আত্মীয়-স্বজনের মৌখিক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ওই দিন বিচারপতি মুহাম্মদ খুরশীদ আলম সরকারের একক হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন।

# বিচারকদের নিরাপত্তা দিন

**মো. নজরুল ইসলাম**

চট্টগ্রামে বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট অলি উল্লাহ মহোদয়কে রাস্তায় গাড়ি দ্বারা আঘাত করার প্রতিবাদ করায় উল্টো স্ত্রীর সামনে তাঁকে রক্তাক্ত আঘাত করা হয়। লাঞ্ছিত করা হয় মহোদয়ের স্ত্রীকেও। এজলাসে বিচার করে অন্য সব জায়গায় চোখ বন্ধ করে রাখা অনেকসময় সম্ভব হয় না। চলতে ফিরতে বিচারকের সাথে কেউ না থাকুক, কিছু না থাকুক জজিয়তি মানসটিতো নিজের অজান্তে বয়ে বেড়ান তিনি। স্টিফেন হকিং বলেছিলেন, "পরিচয় গোপন করে পৃথিবীর কোথাও যাওয়া সম্ভব না, পরচুলা আর কালো চশমা যথেষ্ট নয়; হুইল চেয়ারটি সব ফাঁস করে দেয়।" ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবেরও হয়তো এ হুইল চেয়ার রূপী মনটা এদিন বাঁধ সাধল। তাই প্রতি আঘাতে জর্জরিত হলেন। রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ বিচার বিভাগ যদি এভাবে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে তাহলে বিচারকদের কাজ করা অত্যন্ত দুরূহই নয় তা রাষ্ট্রের জন্য বিপদজনকও। কেননা শেষ আশ্রয়টি মানুষ যে বিচারকের কাছে চায় তিনি যদি আশ্রয়ের জন্য দৌড়াতে থাকেন তাহলে তা স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য লজ্জার। রাষ্ট্রের অন্য অনেক বিভাগই নিজেরা তাদের সুযোগ-সুবিধা, নিরাপত্তা ইত্যাদি আদায় করে নিয়েছে। বিচারকরা তাতে মোটেও ঈর্ষান্বিত নয়। বিচারকরা অন্যকে দেয়া/প্রদেয় ন্যায্য সুবিধার বিরুদ্ধে নয়, তবে স্ট্রংলি বৈষম্যের বিরুদ্ধে। বিচারকেরা সংখ্যায় কম এবং বলতে পারেও কম। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর বিখ্যাত উক্তিকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে-

"কেউ যদি ন্যায্য কথা বলে আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও সে একজনও যদি হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।" জজ সাহেবরা রক্ত মাংসেরই কেউ। তাদেরও চাওয়া-পাওয়া, ব্যাথা-বেদনা থাকতে পারে। তা যেন শোনা হয়। তাদের মূল্যায়ন করা হোক। তাদের ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হোক। নিরাপত্তাতো বটেই। কোন বিচারককে যেন অন্যকে দেয়া সীমাহীন সুবিধাদি দেখে জীবনানন্দ দাশের পংক্তিতে ডুব দিতে না হয়-

"জীবনের বিবিধ অত্যাশ্চর্য, সফলতার উত্তেজনা অন্য সবাই বহন করে করুক; আমি প্রয়োজনবোধ করি নাঃ আমি এক গভীরভাবে অচল মানুষ হয়তো এই নবীন শতাব্দীতে নক্ষত্রের নীচে।"

**লেখক: মো. নজরুল ইসলাম,**
**যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ**

# পুরুষের যত অর্জন আছে, তা সম্পূর্ণই নারীর অবদানের ফসল বঙ্গবন্ধুর মা সাহারা খাতুন, স্ত্রী ফজিলাতুন্নেছা মুজিবই যার প্রমাণ

**সৈয়দা রাশিদা বারী**

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের ভাষায় 'এ পৃথিবীতে যত মহান কাজ আছে অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।' কিন্তু না আমি নারী, তাই আমি মনে করি বা বলবো, পুরুষের যতো অর্জন আছে তা সম্পূর্ণই নারীর অবদানের ফসল। এখানে উদাহরণটা এ দেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দিয়েই ধরা যাক। তার এতো বিশালভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে আমার সাংস্কৃতিক মনের দৃষ্টিকোণ থেকে আমি মনে করি, তার মা শেখ সাহারা খাতুনের অবদান সর্বপ্রথম। এরপরেই রয়েছে মুজিবের স্ত্রী ফজিলাতুন্নেছার অবদান। এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান যেমন পেয়েছিলেন যথা সময়ে বিশেষ করে তার শিশু থেকে বেড়ে ওঠা ও জীবন গড়ার শুরুতে মায়ের হতে সঠিক আদর্শ জ্ঞান ও আর্শিবাদ ইত্যাদি। তেমন ফজিলাতুন নেছার মতোন নির্ভেজাল নির্লোভী নিঃস্বার্থ পরায়ণ স্ত্রী পেয়েছিলেন। আর এ দু'জনই তো নারী। যে জন্যই কিন্তু পেরেছিলেন বাংলা ও বাংলাদেশকে দুষ্কৃতদের কবল থেকে উদ্ধার বা জয় করতে। পেরেছিলেন পাকিস্তানী মুনাফিকদের পরাস্ত করতে। বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও, মা ফজিলাতুন নেছার মতোন ত্যাগী গর্ভধারিণীর গর্ভে জন্ম লাভ করেছিলেন বলেই কিন্তু তিনিও নিঃস্বার্থভাবে বাবার প্রতিষ্ঠিত সেই বাংলাদেশের ভার বহন করে চলেছেন। তবে অবশ্য বঙ্গবন্ধুর রক্ত তার দেহে বইছে বলেও এতো সাহস নিয়ে এগিয়ে চলেছেন, মাটি ও মানুষের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়ে। বেঁচে থাকা ছাড়া মা ফজিলাতুন নেছার মতোন তিনিও তো কিছু চান না? বাবার হাল ধরে জনগণের স্বার্থে কাজ করে বাকি জীবন কাটাতে চান শেখ হাসিনা দেশকে ভালবেসে দেশের মাটিতে থেকে। আর তিনি বাঙালী রান্না ভর্তা, ভাজি, ছোট মাছ যেমন খান, পরিধানও করেন বাঙালী বস্ত্র, তাঁত, সিল্ক, সূতি প্রভৃতি শাড়ি। সব থেকে বড় কথা হলো সেটা হতে হবে বাংলাদেশী পণ্য। সত্যি তার চাহিদা অতি মনোরম, সামান্য ও অমায়িক। সব কিছুতেই তার পছন্দ নিজের দেশকে ঘিরে। এটি একটি ভালো দিক। বাংলাদেশী খাবার, পরিধান ও ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশী পণ্যে তিনি তুষ্ট। একজন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তার মধ্যে কোন ভাব বা আত্ম অহংকারের ছাপ নেই। এটাও কিন্তু তার দাদী এবং মায়ের থেকেই অর্জিত প্রতীক। অর্থাৎ এই রুচি আদর্শ পছন্দ ও অভ্যাস কি না জন্মসূত্রে প্রাপ্ত। আমার গর্ব এই জন্য যে, আমি কিন্তু শেখ সাহারা খাতুন এবং শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ত্যাগ, হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে উপলব্ধি করি এবং বুঝতে পারি। প্রকৃতই মা ও স্ত্রীর সহযোগিতা ছাড়া পৃথিবীর কোন পুরুষ, এমন অমর স্বাক্ষর বা অমরত্ব লাভ করেছেন বলে মনে হয় না। প্রতিটা মানুষেরই লক্ষে পৌছাতে প্রথমে লাগে গর্ভধারিণী মায়ের সহযোগিতা। পুরুষের ক্ষেত্রে, পরবর্তিতে লাগে স্ত্রীর সহযোগিতা। নারী হলে মায়ের পরে, লাগে স্বামীর সহযোগিতা। আমাদের দেশে সাধারণত নারীরা স্বামীর সহযোগিতা করেন, তাই পুরুষের রমরমা সফলতা। সেই ক্ষেত্রে পুরুষরা স্ত্রীর সহযোগিতা করেন না। তাই নারীদের রমরমা সফলতা নেই বা হয় না। আমরা যদি পিছনের কাল বা যুগের জরীপ সাধিত করি তাহলেই ধরতে পারবো পুরুষ এবং নারীর সফলতার প্রকৃততা। আজ সেই সহযোগিতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, অকৃত্রিম ভাবেই স্বামীকে দিয়েছিলেন। ফজিলাতুন নেছা জীবনের বিলাসিতা ও সুখ শান্তির প্রতি বিন্দুমাত্রও ভ্রুক্ষেপণ করেন নাই। তাই তো তিনি হাসি মুখেই স্বামীকে জনগণের কাজ করতে দিয়েছিলেন, জরুরী ভিত্তিতে মুখ্য ভূমিকায় থেকে। কখনোই পরিবারের দায়িত্ব পালন করা নিয়ে চাপ সৃষ্টি করেন নাই। অশান্তি বাঁধান নাই বরং সকল ভাবেই ছাড় দিয়ে চেয়েছিলেন, যে স্বামীটি তার সোনায় সোহাগা ভাবে, বঙ্গবন্ধুতে পরিণত হওয়া। জাতির পিতাতে পরিণত হওয়া। তাই তিনি কখনোই স্বামীর প্রতি অসন্তুষ্টর প্রকাশ, মুখ ভার ইত্যাদি করেন নাই। কৃতজ্ঞই থেকে কৃতজ্ঞ করেছেন! এটা যে কত বড় ত্যাগ স্বামীর প্রতি একজন স্ত্রীর, এ বলার অপেক্ষা রাখে না। আর একজন মা তো ছেলের উন্নতির জন্য, বিশ্ব বরেণ্যকারে গড়ে তুলতে নিজের প্রাণটা দিতেই প্রস্তত থাকেন। এভাবে শেখ সাহারা খাতুনও ছাড় না দিলে ছেলেকে দিয়ে আয় ইনকামের ধান্দা করতেন। আয় ইনকামের পথ দেখাতেন। সম্পদ গড়তে চাইতেন ছেলের উঠন্ত বা প্রাপ্ত বয়সে। কিন্তু সেটা না করিয়ে তিনি নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়াতে, দেশ ও দশের জন্য কাজ করতে, আরো উৎসাহ দেন। প্রকৃতভাবে এটা শিশুলব্ধি থেকেই বঙ্গবন্ধু মায়ের আদর্শে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছেন। ঐ মায়ের হাতেই গড়া বা মানুষ হওয়া ফজিলাতুন্নেছা। কাজেই এই দুইজন ত্যাগী মহিয়সী নারীর প্ররণা বা উৎসা দেওয়া থেকে, ছাড় দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই কিন্তু খোকা, শেখ মুজিব থেকে হয়েছিলেন জাতির পিতা, হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। আর শেখ হাসিনাও হয়েছেন- শেখ হাসিনা থেকে রাষ্ট্রনায়ক, দেশরত্ন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আমি বলতে চাই- পৃথিবীর বুকে শেখ সাহারা খাতুন ও শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব অবিস্মরণীয় মহান দুইজন মহীয়ান ব্যক্তিত্ব! যিনারা বঙ্গবন্ধু সৃষ্টির কারিগড়! তাই বাংলাদেশের বুকে এই দুই তনয়াই বিশাল!! এমন যে যার মাপ তারা দুই ডায়মণ্ডই সমানে সমান!! বাংলাদেশে যাদের এই অবদানের কোন তুলনাই হয় না। আমি তাদের পবিত্র আত্মার প্রতি জানাই বিনম্র থেকে বিনম্র শ্রদ্ধা। আল্লাহ এই দুই কৃতি অমর মহিয়সীর বেহেস্ত নসীব করুন। আমিন ॥

# নেপালের প্রধান বিচারপতি বরখাস্ত

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** নেপালের সংসদে অভিশংসিত হওয়ার প্রস্তাবে আইনপ্রণেতাদের ভোটের পর দেশটির সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি চোলেন্দ্র শমশের রানাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। স্বজনদের রাজনৈতিক পদ পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে গত বছর তিনি নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলিকে সরিয়ে দিয়ে পার্লামেন্ট পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে বিচারপতি রানার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। এরপর পার্লামেন্টে অভিশংসন প্রস্তাবে ভোটাভুটির পর গত রোববার (১৩ ফেব্রুয়ারি) তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। ২০২০ সাল থেকেই নেপালের রাজনীতিতে দুর্যোগের ঘনঘটা চলছে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে বরখাস্তের ঘটনা প্রমাণ করছে, দিন দিন সেই সংকট গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। এদিকে, নেপালকে ঘিরে চীন এবং যুক্তরাষ্ট্র মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে। প্রধান বিচারপতিকে বরখাস্ত করার ফলে নেপালের বর্তমান পার্লামেন্টও এখন হুমকির মুখে রয়েছে। জোটের শরিকদের মধ্যে বিরোধের জেরে এর আগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ওলি এক বছরের মধ্যে দুইবার পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়েছিলেন।

পরে সুপ্রিম কোর্ট ওই বিরোধে হস্তক্ষেপ করে এবং প্রধান বিচারপতি রানা গত বছর জুলাই মাসে ওলিকে সরিয়ে দিয়ে পার্লামেন্ট পুনর্বহালের নির্দেশ দেন। তার কয়েক দিনের মধ্যেই নেপালের আইনজীবী সমিতি প্রধান বিচারপতি রানার বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ তোলে। ওই সমিতিতে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীরাও আছেন। নেপালের বার অ্যাসোসিয়েশন থেকে বলা হয়, রানা কয়েকজন রাজনীতিবিদের কাছ থেকে তার আত্মীয়দের মন্ত্রণালয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ওলিকে সরিয়ে দেওয়া এবং পার্লামেন্ট পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিভিন্ন মামলার রায়ের বিষয়ে অন্যান্য বিচারপতিদের প্রভাবিত করার অভিযোগও উঠেছে রানার বিরুদ্ধে। প্রধান বিচারপতি রানা ?অবশ্য তার বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। গত বছর অক্টোবরে রানার আত্মীয় গজেন্দ্র বাহাদুর হামাল নেপালের শিল্প, বাণিজ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের প্রধানের পদে নিয়োগ পান। কিন্তু আইনজীবীদের প্রতিবাদের মুখে মাত্র তিন দিনের মাথায় তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। কাঠমাণ্ডুর ওই বিক্ষোভে আইনজীবীরা রানার অভিশংসনের দাবিও করেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা কয়েক সপ্তাহ বেঞ্চ বয়কট করেন। ফলের বেশিরভাগ মামলার বিচার কার্যক্রম থমকে যায়। হয়রানির শিকার হতে হয় বিচারের আশায় থাকা সাধারণ মানুষদের। সমালোচকরা বলেন, প্রধান বিচারপতি পদে রানার থাকা নিয়ে বিরোধের কারণে দেশটির ?সাধারণ নাগরিকরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তারপরও পার্লামেন্টে রোববার প্রধান বিচারপতির পদে রানাকে অভিশংসন করা নিয়ে ভোটাভুটিতে বিস্ময়কর ফল এসেছে। অভিসংশনের পক্ষে পড়েছে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভোট; যেখানে প্রস্তাব পাসের জন্য উপস্থিত আইনপ্রণেতাদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন পড়ে।

রানাকে বরখাস্তের বিষয়ে আইনমন্ত্রী দিলেন্দ্র প্রসাদ বাদু সাংবাদিকদের বলেন, ''দীর্ঘদিন ধরে বিচার ব্যবস্থায় যে অচলাবস্থা চলছে তার অবসানে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। "ক্ষমতা পৃথকীকরণের অধীনে বিচার বিভাগ ন্যায়বিচার দিতে ব্যর্থ হওয়ায় আমরা আমাদের ভূমিকা পালন করেছি।"এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য রয়টার্সের পক্ষ থেকে রানার সঙ্গে যোগযোগের চেষ্ট ?করা হলে তাকে পাওয়া যায়নি। রানা বরখাস্ত হওয়ায় তার জায়গা নেবেন সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী সর্বজ্যেষ্ঠ বিচারপতি দীপক কুমার কারকি।

আর অভিশংসনের জন্য যে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন সেটার জন্য আবারও পার্লামেন্টে ভোট হবে। প্রধান বিচারপতির বরখাস্তের ঘটনায় নেপালের সরকার এবং বিরোধীদলের মধ্যে বিরোধ আরো গভীর হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। এদিকে, দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার কারণে যুক্তরাষ্ট্র সরকার নেপালকে ৫০ কোটি মার্কিন ডলারের যে আর্থিক সহায়তা দিতে চেয়েছিল তা পাওয়া এখন হুমকির মুখে পড়েছে। ২০১৭ সাল থেকে ওই আর্থিক সহায়তা প্রক্রিয়া আটকে আছে।

অথচ পর্যটন নির্ভর অর্থনীতির দেশ নেপালের রাস্তাঘাট উন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিরবিচ্ছিন্ন করতে দেশজুড়ে বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন প্রকল্পের জন্য ওই সহায়তা খুবই প্রয়োজন। যদিও নেপালের বিরোধীদল যুক্তরাষ্ট্র নয় বরং চীন ঘনিষ্ঠ হতে চাইছে। দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নে তারা চীনের সহযোগিতা নিতে আগ্রহী। চীনও নেপালের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে রাজি। যার প্রমাণ, ২০১৯ সালে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিংয়ের নেপাল সফর। ওই সফরে শি তার উচ্চাভিলষী বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ'র অধিনে নেপালের সড়ক, রেলপথ, আকাশপথ এবং যোগযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

সূত্র : বিডিনিউজ

# সাম্প্রতিককালে আত্মহত্যা ও এমিল ডুর্খেইমের আত্মহত্যা ধারণার বিশ্লেষণ

**মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম**

ব্যবসায়ী মহসিন খান লাইভে এসে নিজের লাইসেন্স করা পিস্তল দিয়ে মাথায় নিজে গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন। বিষয়টি টক অব দ্য কান্ট্রি মূলত দুটি কারণে; এক. তিনি ফেসবুক লাইভে এসে নিঃসঙ্গতা বা একাকিত্বকে দোষারোপ করেছেন, দুই. আত্মহননের পথ বেছে নেওয়া মহসিন খান হলেন চিত্রনায়ক রিয়াজের শ্বশুর। এখন মহসিন খানের আত্মহত্যার ঘটনাটি সমসাময়িককালে হলেও সমাজ বিজ্ঞানী এমিল ডুর্খেইমের আত্মহত্যা তত্ত্বটি আবার সামনে এসেছে। যেটি বিশ্লেষণের জোর দাবি রাখে। মূলত আত্মহত্যার ধরন বা তত্ত্বের মর্মকথা যাই বলি না কেন, যেকোনো আত্মহত্যা সমাজ, রাষ্ট্র বা পরিবারের জন্য কলঙ্ক ও অমঙ্গলজনক। সে কারণে কেন আত্মহত্যা করে এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা কি হবে সে বিষয় গবেষণার জোর দাবি রাখে। তাছাড়া সমাজবিজ্ঞান, অপরাধ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতা ও আত্মহত্যা সম্পর্কিত জ্ঞান বৃদ্ধিতে লেখাটি কাজে লাগবে হয়তো। এমিল ডুর্খেইমের মতে, আত্মহত্যা একটি সামাজিক ঘটনা। তিনি সামাজিক সংহতি এবং সামাজিক সচেতনতার সঙ্গে আত্মহত্যা সম্পর্ক নিরূপণ করেছেন। অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও পরিসংখ্যানগত পদ্ধতির মাধ্যমে তিনি আত্মহত্যা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি তাঁর Suicide গ্রন্থে আত্মহত্যার জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং ভৌগোলিক কারণসমূহকে যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করে সামাজিক কারণসমূহকে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেন। তিনি আত্মহত্যাকে সামাজিক সংহতির সঙ্গে সম্পর্কিত করেন। তিনি মূলত অন্যের যুক্তি খণ্ডন করেন তারপর আলোচ্য বিষয়ে নিজের যুক্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আত্মহত্যাকে শ্রমবিভাজনের নেতিবাচক দিক হিসেবে ব্যাখ্যা করেন, যা সামাজিক সংহতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। আত্মহত্যা প্রসঙ্গে এ্যারোন বলেন, আত্মহত্যা হলো আত্মহত্যাকারী কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইতিবাচক বা নেতিবাচক ঘটনা, যা মৃত্যু ঘটায়। (Suicide is every case of death resultiry directly or indirectly from a positive or negative act performed by the victim himself and which strives to produce this result)। তাই বলা যায়, আত্মহনন করা তথা নিজের জীবন নিজের দ্বারা নিঃশেষ হওয়া হলো আত্মহত্যা। আত্মহত্যা প্রসঙ্গে ডুর্খেইম বলেন, যারা সমাজের সঙ্গে অতিমাত্রায় সম্পৃক্ত তারা আত্মহত্যা করে। আবার যারা সমাজ থেকে অতিমাত্রায় বিচ্ছিন্ন তারাও আত্মহত্যা করে। এ কারণে বিভিন্ন ধরনের আত্মহত্যার ধারণা তিনি দেন। তিনি প্রধানত তিন ধরনের আত্মহত্যার উল্লেখ করেছেন।

এগুলো হলো :

(১) আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা (Egoistic Suicide),
(২) পরার্থপর আত্মহত্যা (Altruistic Suicide) এবং
(৩) নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা (Anomic Suicide)।

(১) আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা: সমাজ বা গোষ্ঠীর সঙ্গে সংহতির অভাব দেখা দিলে এ ধরনের আত্মহত্যা ঘটে। সমাজ থেকে ব্যক্তি যখন নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করে তখন এ ধরনের আত্মহত্যা ঘটে। সচরাচর যে সকল সমাজে সামাজিক সংহতি কম থাকে সে সকল সমাজে আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি হয়। ডুর্খেইম পরিসংখ্যানের মাধ্যমে দেখান যে, বিবাহিতদের চেয়ে অবিবাহিতদের মধ্যে, মহিলাদের চেয়ে পুরুষদের মধ্যে, গ্রামবাসীর চেয়ে নগরবাসীর মধ্যে এ ধরনের আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি।মহসিন খানের আত্মহত্যা হতে দেখলাম উনি নগরে একাকী বসবাস করতেন এবং তিনি মনে করতেন যে, তিনি মারা গেলেও কেউ তাকে দেখতে আসবে না, যা তিনি লাইভে বলেছেন। তার মানে তিনি নিজেকে সমাজ থেকে শুধু নয়, পরিবার থেকে নিঃসঙ্গ ভাবা শুরু করেছিলেন, আর তারই ফলাফল হলো আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা বা (Egoistic Suicide)।

মহসিন খান একজন সফল ব্যবসায়ী যার কোনো অভাব ছিল না। তাঁর স্ত্রী একমাত্র ছেলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া বসবাসরত আর বড় মেয়ে জামাতার সঙ্গে ঢাকাতেই বসবাস করেন। কিন্তু কেন এই মৃত্যু? ওনার লাইভ থেকে যেটুকু জানা গেল, তা হলো শুধুই নিঃসঙ্গতা। আর সে কারণে তিনি তাঁর অসুস্থতা বা রোগযন্ত্রণাকে সহ্য করতে না পেরে জীবনের মায়া ত্যাগ করে আত্মহননের পথ বেছে নিলেন। আত্মহত্যাকে কাপুরুষোচিত কাজ মনে করা হয়। যেকোনো ধর্মীয় বিশ্বাস হলো আত্মহত্যা মহাপাপ যা সকল বয়সী মানুষের জন্যই প্রযোজ্য। কিন্তু ইগজাগতিকরা অনেকে আত্মহত্যাকে ব্যক্তিস্বাধীনতা মনে করে। এমিল ডুর্খেইম মনে করেন, যখন সমাজে ব্যক্তির ওপর মূল্যবোধের প্রভাব হারিয়ে ফেলে তখন তাকে নৈরাজ্যমূলক অবস্থা বলে। এ ধরনের পরিস্থিতি হলে ব্যক্তি তার নিজ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী আচরণ করে, যা সামাজিকভাবে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় যার প্রভাবে বা কারণে অনেকে আত্মহত্যা করে। এ রকম পরিস্থিতিতে আত্মহত্যা করাকেই নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা বলে। সাধারণত যেকোনো বিপ্লব বা দুর্যোগের পর এ ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। যেমন ফরাসি বিপ্লব পরবর্তী সময়ের ফ্রান্সের সমাজ ব্যবস্থা, যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর এ ধরনের অবস্থা তৈরি হতে পারে।এ ছাড়া তিনি আরো এক ধরনের আত্মহত্যার কথা বলেন, তা হলো নিয়তিবাদী আত্মহত্যা। এ ধরনের আত্মহত্যর ক্ষেত্রে নিয়ম-কানুনের অতিরিক্ত কড়াকড়ি আরোপ হয়ে থাকে। বিজ্ঞ বিচারক রাশেদুজ্জামান রাজা স্যার তার ফেসবুক ওয়ালে লিখেছেন, রোগযন্ত্রণাক্লিষ্ট অথবা অশীতিপর একজন লোকের আত্মহত্যা করাকে সবাই কি কাপুরুষোচিত কাজ বলবে? বেঁচে থেকে তিনি কী সাহসী কাজ করতে পারতেন? "শুধু দুবেলা ভাতের বিনিময়ে পড়াতেচ চাওয়া আলমগীর যদি বেকারত্বের তাড়নায় আত্মহত্যা করতো সেটাকে সবাই কাপুরুষোচিত কাজ বলতো। কারণ, সেটা হতো বেকারত্বের অভিশাপ মোকাবিলা করে বেঁচে থাকার চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করতে না পারা। এটাকে যৌবন এবং তারুণ্যের অপমান হিসেবে দেখার সুযোগ আছে। মহসিন খানের মতো অনেকেই নীরবে-নিভৃতে হয়তো স্বেচ্ছামরণের পথ বেছে নিচ্ছেন। অনেকেই পারিবারিক যত্ন-আত্তিতে সুখে দিনাতিপাত করছেন। এই পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতার বিষয়টিই মহসিন খান উল্লেখ করেছেন যা তাঁকে নিঃসঙ্গ করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে।

কিছু দিন আগে মুনিয়া নামের একটি মেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। ঘটনাটি পারিবারিক বন্ধনের এবং একজন অভিভাবকের গুরুত্ব সম্পর্কে আমাকে ভাবতে বাধ্য করছে। মুনিয়ার মতো আমিও পরিবারের সবচেয়ে ছোট সন্তান, স্কুল পার হওয়ার আগে আমারও বাবা-মা দুজনেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, ওর মতোই অসহায়ত্ব আমার কৈশোরকে ছেয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি পেয়েছিলাম আমার ভাইয়ের আশ্রয়, ভাইয়ের ছায়া, আমার ভাই আর্থিকভাবে সচ্ছল ছিলেন না, তবুও আমাকে ছেড়ে দেননি, হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করলেও ভাইয়েরা খোঁজখবর রেখেছেন এবং আর্থিকভাবে, মানসিকভাবে সহযোগিতা করেছেন, কমপক্ষে অনার্সে ভর্তি পর্যন্ত সকল দায়-দায়িত্ব পালন করেছেন। আমিও চেষ্টা করেছি ভালো-মন্দ যাই হোক ভাইদের মাধ্যমেই সমাধান করতে। কিন্তু মুনিয়া মেয়েটার দুর্ভাগ্য সে একজন ভাই পেলেও দায়িত্বশীল ভাই পাননি, বোনটি হয়তো বা দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট সক্ষম ছিলেন না। এজন্য পড়ালেখাও হয়তো বা ঠিকমতো করেননি আবার তার সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল তার সৌন্দর্য, এরকম মেয়ে পেলে ভোগের চেষ্টা করবে না এমন পুরুষ খুব কমই আছেন, ফেসবুকে বড় বড় হুজুর আর নীতিবাক্য বলা লাখ লাখ লোক আছে তবে স্যুোগ পেলে তারা যে কি করবেন এটা যদি মনের স্ক্যানার থাকতো তবে বের করা যেতো। এই মেয়েটি একেবারেই যখন একা তখন তার সবচেয়ে বড় সম্পদ তার সৌন্দর্য, এ বয়সে ভাবনার সুযোগ বা মেধা/জ্ঞানও ছিল না। স্বপ্নের রাজ্যে হাঁটা শুরু করেছিল সে, তবে সংসার, অর্থ, প্রেম, প্রেসার এত কিছু সামলানোর এবিলিটি তার ছিল না, তাই তার করুণ পরিণতি। অথচ তার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, সরকারি চাকরিও করতেন, মাও সরকারি চাকরি করতেন, মেয়েটি বাবা-মায়ের চাকরির পেনশন থেকে যে ভাতা পেতো তা দিয়েই ভাই বা বোনের পরিবারে থেকে লেখাপড়া করে সুন্দর জীবন বেছে নিতে পারতো, কিন্তু ভাইবোন সেই সুযোগ দেননি, উল্টো সম্পত্তি নিয়ে নাকি দ্বন্দ্বও হয়েছে, এরকম অবস্থায় তার যে পরিণতি সেটা খুব স্বাভাবিক। ভাইবোন যদি দায়িত্ব নিতো এবং তাদের সঙ্গে থাকতো মুনিয়া তবে তার দুনিয়া এরকম হয়তো হতো না। মুনিয়া মারা গেছে, তার আত্মহত্যার মামলায় কি বিচার হবে জানি না, তবে এর মধ্যে আছে মুনিয়ার লোভী ভাই/বোন/দুলাভাই, তারা হয়তো লাভবান হবেন কিন্তু এই লাভবান হওয়া আসলে লাভবান হওয়া না, বেঁচে থাকা মুনিয়া ছিল আরো অনেক লাভজনক। পারিবারিক বন্ধনের দৃঢ়তা আইন করে রাষ্ট্র ফিরিয়ে আনতে পারে না।

রাষ্ট্র তো আইন করে দিয়েছে বৃদ্ধ পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সন্তানের ওপর দিয়ে। কিন্তু কোনো বাপ-মা কি যাবেন ভরণ-পোষণ না দেওয়ার কারণে সন্তানের বিরুদ্ধে মামলা করতে? বরং সন্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ না করে বৃদ্ধ মাকে দেখা যায় গোয়ালঘরে গরুর সাথে বসবাস করতে। আসলে এই দায়িত্ব রাষ্ট্রের নিলে ভালো হয়।

অনেক রাষ্ট্রই নিয়েছে। সক্ষমতা অর্জিত হলে হয়তো আমাদের রাষ্ট্রও নিবে।পারিবারিক সহিংসতার শিকার হওয়া ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে একটি আদেশ দিতে পারেন যা RESTRAINT ORDER নামে পরিচিত। পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ এর ৩০ ধারার অধীনে এ আদেশ লঙ্ঘন করার শাস্তি হচ্ছে অনধিক ৬ মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। উক্ত শাস্তি ভোগ করার পর পুনরায় RESTRAINT ORDER লঙ্ঘন করার শাস্তি হচ্ছে ২ বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ১ লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। অর্থাৎ একবার শাস্তি ভোগ করার পর এরকম ভাবার কোনো সুযোগ নেই যে, যেহেতু শাস্তি ভোগ করা হয়ে গেছে, সেহেতু পুনরায় পারিবারিক সহিংসতায় লিপ্ত হতে কোনো আইনি বাধা নেই। আইন সেক্ষেত্রেও ব্যবস্থা রেখেছে। পারিবারিক সহিংসতা রোধের লক্ষ্যে প্রতি বছর এ বিষয়ে একটি জরিপ হওয়া প্রয়োজন। ২০১৮ সালের প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায় যে, প্রায় ৭২% ভিকটিম নারী এ বিষয়টি প্রকাশ করে না। সারা দেশে এটা প্রচার হওয়া উচিত যে, পারিবারিক সহিংসতা যখন চরম আকার ধারণ করে, তখন সেটাকে শুধুমাত্র নিজের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ব্যাপারে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। বিষয়টিকে অবশ্যই আইনের আওতায় এনে সমাধান করা প্রয়োজন। আর যতদিন তা না হয় ততদিন পর্যন্ত সমাজে ধর্মীয় মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো উচিত। আর মহসিন খানের মতো বিত্তশালীদের উচিত কোনো এক বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় নেওয়া যেখানে তাঁর নিঃসঙ্গতা দূর করার অন্যতম মাধ্যম হতে পারে। আত্মহত্যার অন্যতম কারণ হিসেবে দায়ী রয়েছে ডিপ্রেশন বা হতাশা। অনেকে বলে থাকে স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্কের দূরত্ব তৈরি হলে শুধু তারাই ডিপ্রেশনে ভোগে। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রমাণিত মতবাদ অনুযায়ী ডিপ্রেশন মূলত এক ধরনের মানুষিক রোগ যা সেই মানুষটির স্বাভাবিক জীবন কারণে বা অকারণে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিনের ঝামেলা, মানুষিক আঘাত, অফিসের কাজের চাপ বা ব্যবসায়িক কাজের চাপের কারণে ডিপ্রেশন তৈরি হয়।

এভাবে দীর্ঘদিন মানুষিক চাপে থাকতে থাকতে একসময় যখন অযথাই মানুষিক চাপ তৈরি হয় এবং তা থেকে নিজেকে মুক্ত করা অসাধ্য মনে হয় তখন এমন ডিপ্রেশন মূলত এক ধরনের মানুষিক রোগ। এমন মানুষিক রোগ থেকে নিরাময়ের জন্যে আশপাশের ঘনিষ্ঠ মানুষের সঙ্গে অধিক সময় কাটানো প্রয়োজন। আসুন আত্মহত্যা সম্পর্কিত আইন-কানুন জেনে রাখি। দণ্ডবিধি-১৮৬০ এর ৩০৯ ধারা অনুযায়ী, যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করিবার উদ্যোগ করে এবং অনুরূপ অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে, সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে। অপরদিকে, কোনো ব্যক্তিকে আত্মহত্যা করতে সহায়তা করিলে একই আইনের ৩০৬ ধারা মোতাবেক দশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে। কিন্তু ৩০৫ ধারা মোতাবেক আঠার বছরের কম বয়স্ক কোনো ব্যক্তি, কোনো উন্মাদ ব্যক্তি, কোনো বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি, কোনো জড় বুদ্ধির ব্যক্তি অথবা কোনো প্রমত্ততাগ্রস্ত ব্যক্তি আত্মহত্যা করলে অনুরূপ আত্মহত্যা অনুষ্ঠানে সহায়তাকারী ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে, কারাদণ্ডে বা অনধিক দশ বছরকাল মেয়াদি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

পরিশেষে এমিল ডুর্খেইমের আত্মহত্যার তত্ত্ব ছাড়াও তিনি আরও এক ধরনের আত্মহত্যার কথা বলেন, তা হলো নিয়তিবাদী আত্মহত্যা (Fatalistic Suicide)। মহসিন খানের আত্মহত্যার বিষয়টিও এক ধরনের নিয়তিবাদী আত্মহত্যা (Fatalistic Suicide) বললে অত্যুক্তি হয় না। এ ধরনের আত্মহত্যর ক্ষেত্রে নিয়ম-কানুনের অতিরিক্ত কড়াকড়ি আরোপ হয়ে থাকে। নিয়ম-কানুনের অতি কড়াকড়িতে মানুষের জীবন যখন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং নিজের জীবন হনন করে তখন তাকে নিয়তবাদী আত্মহত্যা বলে। যেমন দাস সমাজে দাসগণ অতিরিক্ত অত্যাচার-নিপীড়নে আত্মহত্যা করে। অতিরিক্ত শাসনে কেউ আত্মহত্যা করতে পারে। মহসিন খান, মুনিয়া বা অন্য কেউ যখনই আত্মহত্যা করে তখনই একটু-আধটু লেখালেখি চলে। কিছুদিন পরপর টপিক হারিয়ে অন্য কোনো টপিকে কেউ লিখে আবার কেউ লিখে না। এভাবেই লেখালেখিরও আত্মহত্যা ঘটে আর মানুষের অগোচরে সব হারিয়ে যায়। কেউ আইন মানে আর কেউ বা মানে না। তবে নৈতিক শিক্ষার উন্নয়ন ঘটিয়ে ব্যক্তির ধর্মীয় চেতনার উন্মেষ ঘটানো যায় কি না ভেবে দেখা যায়। যেকোনো ধর্মীয় মূল্যবোধে যেহেতু আত্মহত্যা মহাপাপ তাই ধর্মের শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবনে আত্মহত্যা প্রতিরোধে চেষ্টা করতে দোষ কোথায়?

বি.দ্র: লেখায় ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্তসহ সকল উৎসের প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল।

**লেখক: কলামিস্ট, কবি ও আইন গবেষক।**

# একাকিত্ব, স্বার্থপরতায়, ও অবহেলায়

**তৌহিদুর রহমান হিসান**

> "বেইমান কখনো কাঁদে না, আর স্বার্থপর কখনো স্মৃতি মনে রাখে না
> -হুমায়ুন ফরিদী

বুধবার রাত পৌনে ১০টা। নিজের বাসা থেকে ফেসবুক লাইভে আসেন ব্যবসায়ী মহসিন খান। এই লাইভের ১৬ মিনিটের দিকে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে আত্মহত্যা করেন মহসিন খান। খুব হৃদয়বিদারক একটি দৃশ্য। ভিডিওটির পিছনের গল্প সত্যি খুব মর্মান্তিক। তার কথাগুলো আমার কাছে আত্মহত্যার চেয়ে ভয়াবহ লেগেছে। একটি আত্মহত্যা নাড়িয়ে দিলো সবাইকে। লাইভে এসে জলজ্যান্ত একজন মানুষ সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে, দোয়া-দুরুদ পড়ে, মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করে নিজের জীবন শেষ করে দিচ্ছেন। ফেসবুক লাইভে আত্মহত্যা করার আগে সব কষ্টের কথা, নিজের বার্ধক্যের নিঃসঙ্গতা এবং পরিবার নিয়ে হতাশার কথা জানান আবু মহসিন খান। আত্মহত্যার আগে তার বলে যাওয়া কথা প্রতিটি হৃদয়ে দাগ কেটেছে ! আবু মহসিন খানের আত্মহত্যার ঘটনাটা হৃদয়ে একটু নাড়া দেয়ই। মানুষ হিসেবে তার অসহায়ত্ব, অবহেলার প্রতি একটু সহানুভূতি চলেই আসে। এই ঘটনা বাংলাদেশের মানুষকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে। কেউ কেউ লাইভে আত্মহত্যার সেই দৃশ্য দেখে হতবাক এবং বিচলিত হয়েছেন। অনেকে কেঁদেছেন। রাতভর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এটাই ছিল প্রধান খবর। একজীবনে একবুক হাহাকার, শূন্য হৃদয়ের একজন মানুষকে কোথায় ভাসিয়ে নিতে পারে, তা মাত্র ১৬ মিনিট ২৫ সেকেন্ডে তিনি বর্ণনা করেছেন।

জীবনের এত কঠিন বাস্তবতার নিখাদ বর্ণনা আর হতে পারে না। এ কেমন অসহায় ভাষ্য। জানি না আর কখনো শুনব কি না। জীবনই মানুষের কাছে সবচেয়ে প্রিয়। অথচ মৃত্যুর আগে নোটবুকে লিখে গেছেন, 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়'।

মহসিন খানের কষ্ট বোঝার কেউ ছিল না। মহসিন খানের কষ্টের কথা, অবহেলার কথা খুব বুঝতে পারি আমরা। এমন কষ্টে যাদের হৃদয় আছে তাদের চোখ গড়িয়ে তো জল আসেই। অনেক কষ্ট তার বুকে চাপা ছিল। এমন অভিজ্ঞতা কারও জীবনে না আসুক। মহসিন খানের কষ্ট বোঝার কেউ ছিল না। এমন হাজারো মহসিনের বাস বাংলাদেশে। এটা মহসিনের একার গল্প নয়, হাজারো অবহেলা আর কষ্টের গল্প। প্রায় সব হারিয়েছেন, প্রতারিত হয়েছেন বন্ধু-বান্ধবদের

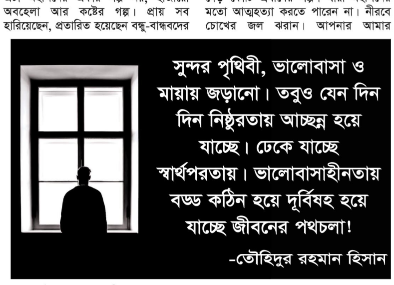


কাছে। কষ্ট পেয়েছেন পরিবারের লোকদের কাছেও। ফেসবুক লাইভে কষ্টের কথা বলতে গিয়ে বারবার থেমে যান, আর কিছু বলতে পারছিলেন না। চোখ গড়িয়ে জল ঝরছিল। কষ্টটা বোধহয় অনেক বেশিই ছিল তার। এক সময় কান্না চেপে বলতে শুরু করেন- 'আমার এক ছেলে থাকে অস্ট্রেলিয়ায়। আমি ক্যান্সার আক্রান্ত। ফ্ল্যাটে একাই থাকি। আমার ভয় করে যে আমি বাসায় মরে পড়ে থাকলে, লাশ পচে গেলেও কেউ হয়তো খবর পাবে না...।' কতটা অবহেলা আর গুরুত্বহীন হয়ে মহসিন খান এসব কথা বলছিলেন। মহসিনের কষ্ট বোঝার কেউ কি ছিল না? ভাবতেই কেমন লাগছে। ঢাকার বাসায় একা থাকেন জানিয়ে মহসিন বলেন, 'একা থাকা যে কি কষ্ট যারা একা থাকে তারাই একমাত্র বলতে পারে বা বুঝে। আমার আসলে এখন আর পৃথিবীর প্রতি, মানুষের প্রতি... ।'

মহসিন খানের কষ্টে কথা, অবহেলার কথা খুব বুঝতে পারি আমরা। আসলে মহসিন খানের কষ্ট বোঝার কেউ ছিল না। এ গল্প এদেশের দেড় কোটি প্রবীণের গল্প। যারা মহসিনের মতো আত্মহত্যা করতে পারেন না। নীরবে চোখের জল ঝরান। আপনার আমার অনেকের মনের কথাগুলো বলে গেলেন মহসিন খান। শূন্যতায় ডুবে ডাচ্ছে সব !! মনের কথা মন খুলে কলা হয়ে উঠছে না আপনজনকে, কোননা আপনজনরা যেন শুধুই সুসময়ের সঙ্গী; দুঃসময়ের পাশে নাই। তবু তাদের পাশে পাওয়ার অপেক্ষায় দিন কাটে আমাদের। বেদনার, দুঃখের, কষ্টের-এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবু এ সত্য আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। একজন মানুষ যে কত একা, তা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন মহসিন খান। মাঝে মাঝে মনে হয় মহসিন সাহেবের কথাগুলো, 'পৃথিবীতে আপনিই আপনার। ছেলে বলেন, মেয়ে বলেন, স্ত্রী বলেন কেউই আপনার না'। আবু মহসিন খানের কথাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিছু জিনিস খুবই কষ্টের, অপমানের ও খুব বেদনাদায়ক। যেটি হয়তো ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

মহসিন খানের ছোট ভাই আবু হাসান মো. ওয়াহিদুজ্জামান লিপু বলেন, 'ওনার একাকিত্ব ওনাকে খেয়ে ফেলেছে। মানুষ একা বাঁচতে পারে না। একটা মানুষ তিন থেকে চার বছর একটা ফ্ল্যাটে একা থাকেন। তার ওয়াইফ, ছেলে দেশের বাইরে। মহসিন খান অনেক কষ্ট নিয়ে আত্মহনন করে পৃথিবী ছেড়েছেন। শেষ বিদায়েও তিনি ছেলে-স্ত্রীকে কাছে পাননি।

আত্মহত্যা মহাপাপ। আত্মহত্যাকে আমরা কোনোভাবেই সমর্থন করতে পারি না। আত্বহত্যা কখনই কোন সমস্যার সমাধান হতে পারেনা। তবুও মানুষ করে ফেলে, সে ভাবে সে বুঝি মুক্তি পেয়ে গেল !!

না পাওয়ার বেদনায় আশাহত জীবনে অভিমান জমতে জমতে পাহাড়সম হতশায় কালো মেঘে ঢেকে যায় জীবনের আনন্দ। ফেলে আসা সেই সুময়ের দিন গুলো ফিরে পাওয়ার আক্ষেপে দিনগুলো কেটে যায়। সময় থাকতে আমরা প্রিয় মানুষকে ভালোবাসি। ভালোবাসার মানুষটির পাশে থাকার মতো মন হোক আমাদের, সুখে-দঃখে, সুসময়ে কিংবা দুঃসময়ে আমরা আপনজনরা এক অপরের পাশে মায়ার বন্ধনে অবিচল থাকার অঙ্গিকার নিয়েই প্রিয়জনদের ভালোবাসতে চাই।

সব নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্ত হতে চায় মন, খাঁচায় বন্দী থাকা ঐ পাখির মতন। হয়রে জীবন !!

ভালোবাসলেই ভালোবাসা পাবে, এটা ভাবা ভুল ! কারন দুনিয়ার মানুষগুলো স্বার্থপর, শুধুই নিতে জানে দিতে না। এই শহরে আপন বলে শুধু নিজের ছায়া !!

তাই ভালোবাসা হোক নির্মল, নিঃস্বার্থ, আমরন... অস্থির পথচলা একসময় পালাতে চায় জীবন থেকে, হার মানে সব যুক্তির কাছে। মনে হয়-সব সুখ বুঝি ওপারে !

*লেখক ঃ-*
*তৌহিদুর রহমান হিসান*
*ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, দৈনিক স্বাধীন দেশ*

**স্পেশাল জজ মোহাম্মদ সামছুল হকের আদালতে**

# নড়াইল জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানসহ ১১ জনকে কারাদণ্ড

**আদালত প্রতিবেদক :** দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় নড়াইল জেলা পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান ও নড়াইল পৌরসভার সাবেক মেয়র সোহরাব হোসেন বিশ্বাসসহ ১১ জনকে ৫ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেছে যশোরের একটি আদালত। একই সাথে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) স্পেশাল জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ সামছুল হক এ রায় দেন। দণ্ডপ্রাপ্ত অন্যরা হলেন- নড়াইল পৌরসভার তৎকালীন কাউন্সিলর খন্দকার আল মনসুর বিল্লাহ, আহম্মদ আলী খান, তেলায়েত হোসেন, ইজারাদার রফিকুল ইসলাম, রাধে কুন্ডু, ইজাজুল হাসান বাবু, জিল্লুর রহমান, এইচএম সোহেল রানা, পৌরসভার তৎকালীন সচিব শফিকুল আলম ও সহকারী প্রকৌশলী ওয়াজিহুর রহমান। নড়াইলের রূপগঞ্জ হাট ইজারা দুর্নীতি মামলায় আদালত এ রায় দিয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছেন দুদকের পিপি অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম। দণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে এজাজুল হাসান, জিল্লুর রহমান ও রকিবুল হাসান বাদে সবাই কারাগারে আটক রয়েছেন। মামলার বিবরণ থেকে জানা যায়, আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে বিশ্বাস ভঙ্গ করে আসামিরা বাংলা ১৪১২ সালে হাট বাজার ইজারা দেন। তারা নড়াইল পৌরসভার রূপগঞ্জ সাধারণ হাট ও নড়াইল বাস টার্মিনাল ইজারা দিয়ে ৭ লাখ ৮১ হাজার ২০ টাকা ও ১৪১১ সালে একই হাট ৪ লাখ ৪১ হাজার টাকা আদায় করেন। মোট ১২ লাখ ২২৮০ টাকা পৌরসভায় জমা না দিয়ে আসামিরা আত্মসাৎ করেন। এ ব্যাপারে দুদকের যশোর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক ওয়াজেদ আলী গাজী ২০০৮ সালের ৭ আগস্ট নড়াইল সদর থানায় একটি মামলা করেন। পরে এ মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ১১ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট জমা দেন। এরপর মামলাটি বিচারের জন্য স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল জজ আদালতে প্রেরণ করা হয়। সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত আসামিদের প্রত্যেককে ৫ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬ মাস করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। একইসাথে আত্মসাৎ করা ১২ লাখ ২২৮০ টাকার মধ্যে আসামি জিল্লুর রহমান ১ লাখ ৮৬ হাজার ৬০, সোহেল রানা ৩ লাখ ৫২ হাজার ১২০ টাকা, রাধেকুন্ডু ৩ লাখ ৫০ হাজার, রকিবুল ইসলাম ১ লাখ ৮৫ হাজার এবং ইজাজুল হাসানকে ১ লাখ ৪৮ হাজার ৯০০ টাকা পরিশোধ করতে আদেশ দিয়েছেন আদালত।

**নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৭ এর বিচারক বেগম ফেরদৌস আরার আদালতে**

# চট্টগ্রামে নারী নির্যাতনের মিথ্যা মামলা করে কারাগারে বাদী

**আদালত প্রতিবেদক :** নারী নির্যাতনের মিথ্যা মামলা করে প্রতিপক্ষকে হয়রানি করায় বাদী আছিয়া খাতুনকে (৫২) কারাগারে পাঠানো হয়েছে। গত বুধবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে চট্টগ্রামের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৭ এর বিচারক বেগম ফেরদৌস আরা তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। আছিয়া খাতুন, ফটিকছড়ি উপজেলার ভূজপুর থানার পোড়াটিলা এলাকার অমূল্য দত্ত বাড়ির আবুল বসরের স্ত্রী। আদালত সূত্রে জানা যায়, আছিয়া খাতুন নারী নির্যাতনের অভিযোগে গত ২০২০ সালের ৯ আগস্ট চট্টগ্রামের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৭ এ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে অভিযোগ করা হয়। আদালত আছিয়া খাতুনের জবানবন্দি গ্রহণ করে প্রকৃত ঘটনা উদঘাটনের জন্য পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) চট্টগ্রাম জেলার পুলিশ সুপারকে তদন্তের নির্দেশ দেন। অভিযোগটি মামলা আকারে আদালত গ্রহণ করেন। মামলায় কে এম এনায়েত উল্লাহ খোকনকে আসামি করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পিবিআই উপ পরিদর্শক (এসআই) মো. শাহাদাত হোসেন সরজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং মামলার আলামত জব্দের চেষ্টা করেন। কিন্তু অভিযোগকারী মামলা সম্পর্কে কোনো আলামত ও স্বপক্ষে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেন নি। বাদী আছিয়া খাতুনের অভিযোগে, ২০২০ সালের ১ জুলাই ফটিকছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। কিন্তু চিকিৎসার কোনো প্রকার চিকিৎসার ছাড়পত্র উপস্থাপন করেননি। মোহাম্মদ নুরুদ্দিন, নাছিমা আকতার, মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন, মো. পারভেজ, মো. ইসমাইল ও মো. আইয়ুব প্ররোচনায় আছিয়া খাতুন মিথ্যা মামলা করেন। প্রকৃত বিষয় জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে কে এম এনায়েত উল্লাহ খোকনকে হয়রানি করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা মামলা দায়ের করেন।

আদালত মামলার তদন্ত প্রতিবেদন ও জবানবন্দি গ্রহণ করেন। যেহেতু খোকনকে হয়রানি করার উদ্দেশ্যে ৭ জন মিলে যৌথভাবে মিথ্যা মামলা করেন। পরবর্তী খোকন বাদী হয়ে ২০২১ সালের ৩১ মে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন-২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর ১৭ ধারায় মামলা করেন। আদালতের বেঞ্চ সহকারী কফিল উদ্দীন বলেন, নারী নির্যাতনের মিথ্যা মামলা করে হয়রানি করার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় আছিয়া খাতুন আদালতে বুধবার জামিনের আবেদন করেন। আদালত শুনানি শেষে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

# গৃহকর্ত্রী খুনের দায়ে গৃহকর্মীর যাবজ্জীবন

**আদালত প্রতিবেদক :** প্রায় ১১ বছর আগে রাজধানীর শ্যামপুর এলাকায় হাসনা বেগম নামে এক গৃহকর্ত্রীকে খুনের দায়ে গৃহকর্মী আঞ্জুয়ারা বেগমকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। গত মঙ্গলবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত- ৯ এর বিচারক শেখ হাফিজুর রহমান এ রায় ঘোষণা করেন। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পাশাপাশি তাকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬ মাস কারাভোগ করতে হবে।

**ঢাকার বিশেষ জজ আদালত- ৯ এর বিচারক শেখ হাফিজুর রহমানের আদালতে**

তবে আসামি পলাতক থাকায় আদালত তার নামে সাজাসহ গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন। জানা যায়, নিহত হাসনা বেগমের শ্যামপুর থানাধীন ৪০/বি সতিশ সরকার রোডস্থ বাসায় গৃহকর্মীর কাজ করতেন আঞ্জুয়ারা বেগম। ২০১১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর বেলা ১১টার দিকে বাসার আলমারি খুলে ৯০ হাজার টাকার স্বর্ণ এবং নগদ ৫০ হাজার টাকা চুরি করেন আঞ্জুয়ারা। হাসনা বেগম তা দেখ ফেললে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে আঞ্জুয়ারা পাথরের শীল দিয়ে মাথায় ও মুখে আঘাত করলে গুরুতর আহত চারটি দাঁত ভেঙে যায় হাসনা বেগমের। পরে তাকে রুমে আটকে রেখে তালা দিয়ে চলে যান আঞ্জুয়ারা বেগম।

এদিকে হাসনা বেগমের ছেলে হাজী মো. জামাল উদ্দিন খান বাসায় ফিরে মাকে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি করেন। পরে রুমের তালা খুলে মাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে বড় মগবাজারের রাশমনো হাসপাতালে নেন। এ ঘটনায় জামাল উদ্দিন ২৫ সেপ্টেম্বর হত্যা চেষ্টা ও চুরির অভিযোগে শ্যামপুর থানায় মামলা করেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসনা বেগম ২৭ সেপ্টেম্বর মারা যান। পরে হত্যাচেষ্টাসহ চুরির মামলাটি হত্যা মামলায় রূপান্তরিত হয়। মামলাটি তদন্ত করে ২০১২ সালের ২২ নভেম্বর আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন শ্যামপুর থানার তৎকালীন উপ-পরিদর্শক মাসুদুর রহমান।

# রাজশাহীতে প্রেমিকার অশ্লীল ছবি ভাইরাল, শেকৃবি ছাত্রের ৫ বছর জেল

**আদালত প্রতিবেদক :** ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে শের-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রকে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং তিন লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এছাড়া অপর একটি ধারায় দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২ লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। গত সোমবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে রাজশাহী সাইবার ট্রাইব্যুনাল আদালতের বিচারক জেলা ও দায়রা জজ মো. জিয়াউর রহমান এ রায় দেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রেমিকার অশ্লীল ছবি ভাইরাল করে পরিবারের কাছে চাঁদা দাবি মামলায় তাকে এই সাজা দিয়েছেন আদালত।

**সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. জিয়াউর রহমানের আদালতে**

সাজাপ্রাপ্তের নাম ইমরান হোসেন ওরফে ইমন (২৭)। বাড়ি নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার বিলগোপালহাটি গ্রামে। বাবার নাম আবদুল খালেক।

২০১৯ সালে যখন মামলাটি দায়ের হয়, তখন ইমরান ঢাকার শের-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। রায় ঘোষণাকালে আসামি আদালতের কাঠগড়ায় উপস্থিত ছিলেন। পরে তাকে আদালত থেকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যায় পুলিশ। রাজশাহী সাইবার ট্রাইব্যুনাল আদালতের রাষ্ট্রপক্ষের কৌশুলি অ্যাডভোকেট ইসমত আরা এ তথ্য জানিয়েছেন। আদালত সূত্রে জানা গেছে, বগুড়ার এক তরুণীর সঙ্গে ইমরানের প্রেমের সম্পর্ক ছিল।

পরবর্তীতে ইমরানের আচরণ ভাল না লাগার কারণে ওই তরুণী যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ২০১৯ সালের জুলাই মাসে ওই তরুণীর ছবি এডিট করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়াতে শুরু করেন ইমরান।

শুধু তাই নয় ওই তরুণীর বান্ধবীসহ বিভিন্নজনের ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে তিনি বিভিন্ন অশ্লীল ছবি পাঠাতে শুরু করন। পরবর্তীতে ওই তরুণীর মাকে ফোন করে পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। টাকা না দেওয়ায় তিনি আরও বেশি ছবি ছড়াতে থাকেন।

এনিয়ে ওই তরুণীর বাবা চাঁদা দাবি ও অশ্লীল ছবি ছড়ানোর অভিযোগে ২০১৯ সালের ১৫ জুলাই ইমরানের নামে বগুড়া সদর থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে একটি মামলা করেন। আদালত মোট ৭ জনের সাক্ষীর সাক্ষ্য নেন। পরে আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সোমবার এ রায় দেন। অ্যাডভোকেট ইসমত আরও জানান, আসামিকে সাজার পাশাপাশি নগদ অর্থও জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানাও ওই টাকা ভুক্তভোগী তরুণীকে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

# সাদিয়া ইন্টারন্যাশনালের স্বত্বাধিকারীর ৫ বছর কারাদণ্ড

**আদালত প্রতিবেদক :** প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের মামলায় মেসার্স সাদিয়া ইন্টারন্যাশনালের স্বত্বাধিকারী নাজমুল হককে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। গত বৃহস্পতিবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৯ এর বিচারক শেখ হাফিজুর রহমান এ রায় দেন।

কারাদণ্ডের পাশাপাশি নাজমুল হককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন আদালত। রায় ঘোষণার সময় আসামি নাজমুল হক পলাতক থাকায় তার বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানাসহ গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত।

জানা যায়, মেসার্স সাদিয়া ইন্টারন্যাশনাল, ৯-এইচ, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা এর স্বত্বাধিকারী নাজমুল হক ১৯৯৬ সালের ২৮ নভেম্বর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাইম ব্যাংক মতিঝিল শাখায় একটি চলতি হিসাব খোলেন। নাজমুল হক ভারত থেকে অ্যাগ্রিকালচার ডিজেল ইঞ্জিনের স্পেয়ার পার্টস আমদানির জন্য ২৫ শতাংশ মার্জিনে দুটি এলসির জন্য আবেদন করে পাঁচ লাখ ২৩ হাজার টাকা জমা দেন। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ওই বছরের ৭ সেপ্টেম্বর ২৫ হাজার ১০০ মার্কিন ডলার যা দেশীয় মুদ্রায় ১০ লাখ ২৪ হাজার ৪৯১ টাকা মূল্যের এলসি ভারতীয় সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স বনানী এন্টারপ্রাইজের অনুকূলে রাখা হয়। মালামাল আমদানির পর ব্যাংক থেকে বার বার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও গ্রাহক ও আমদানিকারক নাজমুল হক ব্যাংক থেকে আমদানি করা মালামালের শিপিং ডকুমেন্ট ছাড়

**ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৯ এর বিচারক শেখ হাফিজুর রহমানের আদালতে**

করেননি এবং কাস্টমস থেকে মালামাল খালাস করেননি। শিপিং ডকুমেন্ট ছাড় না করে এবং কাস্টমস থেকে মালামাল খালাস না করে ২৫ শতাংশ মার্জিনে ৪৯ হাজার ২০০ মার্কিন ডলার যা দেশীয় মুদ্রায় ২০ লাখ ৮৭ হাজার ৭২৭ টাকা মূল্যের দুটি এলসি খুলে পাঁচ লাখ ২৩ হাজার টাকা বাদে ব্যাংকের পাওনা বাবদ ১৫ লাখ ৬৪ হাজার ৭২৭ টাকা প্রতারণা ও ক্ষতিসাধনের মাধ্যমে আত্মসাৎ করেন। এ অভিযোগে ২০১১ সালের ২৯ ডিসেম্বর দুদকের তৎকালীন উপ-পরিচালক গোলাম মোস্তফা মতিঝিল থানায় মামলা করেন। মামলাটি তদন্ত করে একই ব্যক্তি ২০১৮ সালের ৪ এপ্রিল আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। এরপর আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের মাধ্যমে বিচার শুরুর আদেশ দেন। মামলার বিচার চলাকালে আদালত ১০ জন সাক্ষীর মধ্যে সাতজনের সাক্ষ্যগ্রহণ করেন।

# ফেনীতে মাদক মামলায় ৩ জনের যাবজ্জীবন

**আদালত প্রতিবেদক :** ফেনীতে ১১ বছর আগের মাদক মামলায় তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। গত বৃহস্পতিবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) ফেনীর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ সৈয়দ মো. কায়সার মোশাররফ ইউসুফ এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডিতরা হলেন- ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার পাঠাননগর এলাকার রহিম উল্লাহর ছেলে সামছুজ্জাহান, ফেনী শহরের পুলিশ কোয়ার্টার এলাকার আমিন উল্লাহর ছেলে নুর উল্লাহ ও ফেনী সদর উপজেলার মজলিশপুর ভূঞা বাড়ির এছাক মিয়ার ছেলে হাজী মোহাম্মদ উল্লাহ। রায় ঘোষণার সময় আসামিরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন। যাবজ্জীবনের পাশাপাশি তাদের প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড দিয়েছেন বিচারক। অনাদায়ে তাদের আরও দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

মামলার বরাতে আদালতের বেঞ্চ সহকারী একরামুল হক জানান, ২০১১ সালের ১৬ অক্টোবর মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি দল শহরের জামান রোডের সৈয়দিয়া মার্কেটে অভিযান চালায়। এ সময় নিজ নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান

**অতিঃ জেলা ও দায়রা জজ সৈয়দ মো. কায়সার মোশাররফ ইউসুফের আদালতে**

থেকে সামছুজ্জাহান, মোহাম্মদ উল্লাহ ও নুর উল্লাহকে বিক্রয় নিষিদ্ধ মাদকসহ আটক করা হয়। এ ঘটনায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের তৎকালীন পরিদর্শক (এসআই) জাহিদুল ইসলাম তালুকদার বাদী হয়ে ফেনী মডেল থানায় মামলা দায়ের করেন।

# আশুলিয়ায় পোশাককর্মী হত্যা মামলায় ৪ জনের মৃত্যুদণ্ড

**আদালত প্রতিবেদক :** পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে খুন হওয়া আশুলিয়ার গার্মেন্টস অপারেটর মো. তানিম হত্যা মামলায় চারজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। গত বুধবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) ঢাকার দ্বিতীয় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ইসমত আরা এ রায় দেন। দণ্ডিতরা হলেন- গার্মেন্টস কর্মী সোহেল রানা, ফরহাদ হোসেন, আশিকুর রহমান ও নজরুল ইসলাম। রায়ের পর নিহতের মা ও মামলার বাদী সাঈদা সুলতানা সাংবাদিকদের বলেন, আমরা রায়ে সন্তুষ্ট। রায় যেন দ্রুত কার্যকর করা হয়। মামলার বিবরণ থেকে জানা যায়, ২০১৭ সালের ২২ জুলাই সকাল ৯ টায় নিখোঁজ হন তানিম।

এর তিনদিন পরে আশুলিয়ার খাগান গ্রামের জঙ্গল থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ বেওয়ারিশ হিসেবে মরদেহটি উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠায় এবং বাদী হয়ে একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করে। অপরদিকে তানিমকে খুঁজে না পেয়ে তার স্ত্রী নূরুন্নাহার ওই বছরের ১০ আগস্ট কাফরুল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন।

পরে দণ্ডিত সোহেলসহ আসামিদের বিরুদ্ধে ঢাকার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে নিহতের মা সাইদা সুলতানা অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়ের অভিযোগ এনে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলাটি এজাহার হিসাবে গণ্য করার জন্য আশুলিয়া থানাকে নির্দেশ দেন আদালত। এই মামলার তদন্তকালে পুরো ঘটনা প্রকাশিত হয়। দণ্ডিতরা তানিমের কণ্ঠ মোবাইল ফোনে ধারণ করে তার মাকে শুনিয়ে মুক্তি দেওয়ার আশ্বাসে বিকাশের মাধ্যমে টাকা আদায়

**ঢাকার দ্বিতীয় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ইসমত আরার আদালতে**

করেন। দণ্ডিতরা তখন বলেন, টাকা দিলে ছেলেকে ফেরত পাবেন। সেই মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে প্রথমে গ্রেফতার হন সোহেল। তিনি আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়ে হত্যার কারণ এবং হত্যাকাণ্ডে অংশ নেওয়া বাকিদের নাম বলে দেন। আদালতে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শাকিলা জিয়াসমিন মিতু জানান, মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে ৩০ জন সাক্ষীর মধ্যে ১৬ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে বিচারক এ রায় দেন। এ মামলায় দণ্ডিতদের বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের ৫ নভেম্বর অভিযোগ গঠনের মাধ্যমে বিচার শুরু হয়। দণ্ডিতদের সবাইকে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে ছয় মাস করে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আর চাঁদাবজির ঘটনায় সবাইকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে।

**ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৭-এর বিচারক এ এম জুলফিকার হায়াতের আদালতে**

# কলাবাগানে কিশোরীকে ধর্ষণ-হত্যা মামলায় বন্ধু দিহানের বিচার শুরু

**আদালত প্রতিবেদক :** রাজধানীর কলাবাগানে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলছাত্রীকে (১৭) ধর্ষণের পর হত্যা মামলায় তার বন্ধু ফারদিন ইফতেখার ওরফে দিহানের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছেন আদালত। ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৭-এর বিচারক এ এম জুলফিকার হায়াত গত বুধবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) এই আদেশ দেন। আগামী ১৬ মার্চ সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ঠিক করেছেন আদালত।

ট্রাইব্যুনালের স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) ফারহানা আহমেদ জানান, অভিযোগ গঠনের শুনানির আগে কারাগারে থাকা আসামি দিহানকে আদালতে হাজির করা হয়। অভিযোগ গঠনের শুনানিতে আসামি দিহান নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন।

আদালতের অভিযোগ গঠনের মধ্য দিয়ে এ মামলার বিচার শুরু হলো। গত বছরের ৭ জানুয়ারি রাতে ওই স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় ফারদিন ইফতেখার দিহানকে আসামি করে কলাবাগান থানায় মামলা করেন ওই ছাত্রীর বাবা। এই মামলায় গত বছরের ৮ নভেম্বর আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয় পুলিশ। অভিযোগপত্রে বলা হয়, দিহানের 'পাশবিক নির্যাতনে' কিশোরীর মৃত্যু হয়। মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, ২০২১ সালের ৭ জানুয়ারি সকাল আনুমানিক সাড়ে ৮টার দিকে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর মা কর্মস্থলের উদ্দেশে বাসা থেকে বের হন। এর এক ঘণ্টা পর তার বাবাও ব্যবসায়িক কাজে বের হন। দুপুর পৌনে ১২টার দিকে ওই ছাত্রী তার মাকে ফোন করে কোচিং থেকে পড়ালেখার পেপারস আনার কথা বলে বাসা থেকে বেরিয়ে যান। আসামি দিহান দুপুর আনুমানিক ১টা ১৮ মিনিটে ফোন করে ওই শিক্ষার্থীর মাকে জানান, মেয়েটি তার বাসায় গিয়েছিল। হঠাৎ অচেতন হয়ে পড়ায় তাকে আনোয়ার খান মডার্ন হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেয়া হয়। অফিস থেকে বের হয়ে আনুমানিক দুপুর ১টা ৫২ মিনিটে শিক্ষার্থীর মা হাসপাতালে পৌঁছান। হাসপাতালের কর্মচারীদের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন, আসামি তার কলাবাগান ডলফিন গলির বাসায় ডেকে নিয়ে মেয়েটিকে ধর্ষণ করেন। প্রচুর রক্তক্ষরণের কারণে অচেতন হয়ে পড়লে বিষয়টি ভিন্ন খাতে নেয়ার জন্য আসামি নিজেই তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে হাসপাতালে ওই শিক্ষার্থীকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

# লক্ষ্মীপুরে কৃষক হত্যা : ৫ জনের ফাঁসি

**আদালত প্রতিবেদক :** লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে আলী আকবর কারী (৭০) নামে এক কৃষককে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় ৫ জনের ফাঁসির রায় দিয়েছেন আদালত। গত বুধবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) বেলা সোয়া ১১টার দিকে জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ রহিবুল ইসলাম এ রায় দেন। একই মালায় তিন আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও তিন জনকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়।

**জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ রহিবুল ইসলামের আদালতে**

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন, মো. জসিম উদ্দিন (৩২) নুর মিয়া (৬৮), সফিকুর রহমান (৫২), মো. তৌহির হোসেন (৩৫) ও মো. রুবেল হোসেন (২৮)। যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্তরা হলেন, মো. জুয়েল (২৯), রাহেলা বেগম (৩৮), মোক্তার হোসেন (৩০)। খালাসপ্রাপ্তরা হলেন, উম্মে হাবিবা, ওসমান কবিরাজ ও মোশারফ হোসেন মশু। দণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে জুয়েল ও মোক্তার হোসেন ছাড়া বাকি আসামিরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন। এরা সবাই রায়পুর উপজেলার এবং দণ্ডপ্রাপ্ত সফিকুর রহমান চাঁদপুরের হাইমচর এলাকার বাসিন্দা। রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলা জজ আদালতের পিপি অ্যাডভোকেট মো. জসীম উদ্দিন। তিনি বলেন, বিজ্ঞ আদালত স্বাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে পাঁচ জনের ফাঁসির আদেশ, তিন জনের যাবজ্জীবন ও তিন জনকে খালাস দেন। রায়ে রাষ্ট্রপক্ষ এবং বাদিপক্ষ সন্তুষ্ট। বাদি পক্ষের আইনজীবী মিজানুর রহমান মুন্সী বলেন, বাদি পক্ষ ন্যায় বিচার পেয়েছেন। নিহত আলী আকবরের বড় পুত্র ও মামলার বাদি মো. তহিরুল ইসলাম (৩৯) বলেন, আদালতের দেওয়া রায়ে আমরা সন্তুষ্ট। রায় যেন দ্রুত কার্যকর হয়, আমরা সে দাবি জানাচ্ছি।

আদালত ও মামলা সূত্রে জানা গেছে, লক্ষ্মীপুরে রায়পুর উপজেলার উত্তর চর বংশী ইউনিয়নের চর বংশী গ্রামের কৃষক আলী আকবর ২০১৮ সালের ৭ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ৭টা দিকে তার গাছ থেকে ডাব পাড়তে যান। এ সময় পূর্ব বিরোধের জের ধরে অভিযুক্তরা তার ওপর হামলা চালিয়ে তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করেন। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে প্রথমে রায়পুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও পরে জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ওইদিন নিহতের বড় ছেলে তহিরুল ইসলাম বাদি হয়ে ১০ জনকে আসামি করে রায়পুর থানায় মামলা দায়ের করেন। ২০১৯ সালের ১ এপ্রিল পুলিশ এজাহারভুক্ত ১০ জনসহ মোট ১১ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

আদালত ১৮ জন স্বাক্ষীর স্বাক্ষ নিয়ে তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে ৫ জনের ফাঁসির আদেশ ও তিন জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় দেন। এ সময় তিন জনকে বেকসুর খালাস দেয় আদালত। এদিকে বিবাদী পক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মঞ্জুর জিলানী রায়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, আমরা ন্যায় বিচার পাইনি। রায়ের বিরুদ্ধে আমরা উচ্চ আদালতে যাবো।

# দুদকের মামলায় বন্দর কর্মকর্তার স্ত্রীর ৫ বছরের কারাদণ্ড

**আদালত প্রতিবেদক :** অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলায় চট্টগ্রাম বন্দরের সাবেক কর্মকর্তা জসিম উদ্দিনের স্ত্রী কোহিনূর বেগমকে ৫ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। গত মঙ্গলবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে চট্টগ্রাম বিভাগীয় বিশেষ জজ মুন্সী আব্দুল মজিদের আদালত এ রায় দিয়েছেন। রায় ঘোষণার আদালতে উপস্থিত ছিলেন কোহিনূর বেগম। পরে আদালত কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০০৯ সালের ২২ মার্চ সম্পদ বিবরণী দাখিলের জন্য কোহিনুর বেগমকে নোটিশ দেয় দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সম্পদ বিবরণীতে তিনি ইস্টার্ন ভিউ আবাসিক হোটেল নির্মাণে ৩২ লাখ ২০ হাজার টাকা ব্যয় উল্লেখ করেন। কিন্তু দুদক অনুসন্ধানের ভিত্তিতে এর ব্যয় নির্ধারণ করে ৫২ লাখ ৮৩ হাজার ২২৪ টাকা। অবশিষ্ট ২০ লাখ ৬৩ হাজার ২২৪ টাকা অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদ উল্লেখ করে দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. জালাল উদ্দিন বাদী হয়ে ২০০৯ সালের ১০ আগস্ট নগরের ডবলমুরিং থানায় কোহিনূর বেগমের বিরুদ্ধে মামলা করেন। ২০১২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। ওই বছরের ১০ সেপ্টেম্বর আদালত আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন। অভিযোগ প্রমাণে দুদক নয়জনকে সাক্ষী হিসেবে আদালতে উপস্থাপন করেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আইনজীবী মাহমুদুল হক বলেন, সাবেক চট্টগ্রাম বন্দর কর্মকর্তা জসিম উদ্দিনের স্ত্রী কোহিনূর বেগমের বিরুদ্ধে ২০ লাখ ৬৩ হাজার ২২৪ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬ (২) ধারায় এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, এক লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। একই আইনের ২৭ (১) ধারায় ৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, ৫ লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। উভয় কারাদণ্ড এক সঙ্গে চলবে। এছাড়া অবৈধভাবে অর্জিত ২০ লাখ ৬৩ হাজার ২২৪ টাকার সম্পদ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

**চট্টগ্রাম বিভাগীয় বিশেষ জজ মুন্সী আব্দুল মজিদের আদালতে**

**পরিবেশ আপীল আদালতের (বিশেষ দায়রা আদালত) বিচারক এস. এম. এরশাদুল আলমের আদালতে**

# ইয়াবার প্রথম মামলায় ২০ বছর পর রায়

**আদালত প্রতিবেদক :** ইয়াবা উদ্ধারের ঘটনায় প্রথম মামলা হয় রাজধানীর গুলশান থানায়। সেই মামলা দায়েরের প্রায় ২০ বছর পর বিচারকাজ শেষে রায় ঘোষণা করা হয়েছে। যেই রায়ে দুই ভাইসহ পাঁচজনকে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। গত বৃহস্পতিবার (১০ ফেব্রুয়ারি) পরিবেশ আপীল আদালতের (বিশেষ দায়রা আদালত) বিচারক এস. এম. এরশাদুল আলম এই রায় দেন। দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- শরিয়তপুরের নড়িয়া থানার ছোটপাড়া গ্রামের সামছুল ইসলামের ছেলে সফিকুল ইসলাম ওরফে জুয়েল, তার ভাই সফিকুল ইসলাম ওরফে রফিকুল ইসলাম, একই গ্রামের মরহুম অনু মাস্টারের ছেলে সামছুল ইসলাম, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও থানার মোগড়াপাড়া গ্রামের বাদল সাহার ছেলে সোমনাথ সাহা ওরফে বাপ্পী এবং ডেমরা থানার মাতুয়াইল দক্ষিণপাড়া মৃধা বাড়ির মোজাম্মেল হকের ছেলে এমরান হক। তাদের মধ্যে সফিকুল ইসলামকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এছাড়া মাদক আইনের আরেক ধারায় তাকে আরও তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড, দুই হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে তাকে আরও তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অপর চার আসামিকে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও দুই হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে তাদের আরও তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন আদালত। আসামিদের মধ্যে জুয়েল ও রফিকুল ইসলাম রায় ঘোষণার সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন। অপর তিন আসামি পলাতক রয়েছেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর এ. এফ. এম রেজাউল করিম হিরণ সাজার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, রায়ে মামলায় মাদক বিক্রির জব্দ করা দুই লাখ ৩৯ হাজার ৮০০ টাকা ও দুটি মোবাইল সেট রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তের আদেশ দেওয়া হয়েছে। ২০০২ সালের ১৮ ডিসেম্বর সফিকুল ইসলামের গুলশান থানার নিকেতনের বাসায় তল্লাশি চালায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। সেখান থেকে ইয়াবা ছাড়াও ৪০০ গ্রাম টেট্রা হাইড্রোক্যানাবি-নল, তিনটি হেরোইন সেবনের পাইপ, দুই পিস যৌন উত্তেজক এডেগ্রা ট্যাবলেট ও ১২০ পিস মরফিন ও অ্যামফিটামিনযুক্ত মাদক বিক্রির দুই লাখ ৩৯ হাজার ৮০০ টাকা, ২১টি পর্ন সিডি, দুটি মোবাইল সেট উদ্ধার করে। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক এনামুল হক গুলশান থানায় মামলা করেন। মামলাটি তদন্ত করে ২০০৩ সালের ১৪ জানুয়ারি ৬ জনকে অভিযুক্ত করে চার্জশিট দাখিল করেন। পরে হাইকোর্ট এ মামলার আসামি মোসফিক রহমান ওরফে তমালের বিরুদ্ধে মামলার কার্যক্রম বাতিল করেন। ২০১০ সালের ৫ এপ্রিল পাঁচ আসামির বিরুদ্ধে চার্জগঠন করে বিচার শুরু করেন আদালত। মামলার বিচার চলাকালে আদালত ১৫ জন সাক্ষীর মধ্যে ১০ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করেন আদালত।

পাবনার বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. আহসান তারেকের আদালতে

# পাবনায় চাঞ্চল্যকর শাহীন হত্যা মামলায় ৩ ভাইয়ের যাবজ্জীবন

**আদালত প্রতিবেদক :** পাবনা সদর উপজেলায় শাহীন হোসেন (৩০) নামে এক যুবককে হত্যার দায়ে ৩ ভাইয়ের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাদের প্রত্যেককে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেয়া হয়েছে। গত মঙ্গলবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ২টার দিকে পাবনার বিশেষ জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. আহসান তারেক এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- কাশিনাথপুরের চরপাড়ার গ্রামের মো. শাহেদ আলীর তিন ছেলে মো. বাবু (৩৮), মো. মোস্তফা (৩২) এবং মো. আবু (৩৫)। সাজাপ্রাপ্ত সবাই পলাতক রয়েছেন। নিহত শাহীন পাবনা সদর উপজেলার মালঞ্চি ইউনিয়নের কাশিনাথপুরের চরপাড়া গ্রামের মৃত আবুল হোসেনের ছেলে। তিনি পেশায় কাঠমিস্ত্রী ছিলেন। মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০১০ সালের ২৭ জুলাই রাতে কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে মালঞ্চির রামানন্দপুরের কালভার্ট রোডে পৌঁছামাত্র পূর্বপরিকল্পিতভাবে ওৎ পেতে থাকা আসামিরা চাপাতি, টাংগি, লাঠি, লোহার রড, তলোয়ার দিয়ে কুপিয়ে ও পিটিয়ে জখম করে শাহীনকে। এ সময় আশপাশের লোকজন তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় পাবনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনার পরেরদিন নিহতের স্ত্রী মোছা. সিমা খাতুন ১০ জনের নামোল্লেখ করে পাবনা সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলার দীর্ঘ তদন্ত শেষে ৭ জনকে বাদ দিয়ে ৩ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই আসামিরা পলাতক রয়েছেন। দীর্ঘ শুনানির পর আদালত হত্যার সঙ্গে সরাসরি জড়িত ও পরিকল্পনাকারী ৩ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

# কুমিল্লায় অস্ত্র উদ্ধারের ১১ বছর পর দুই আসামির কারাদণ্ড

**আদালত প্রতিবেদক :** অস্ত্র মামলায় কুমিল্লায় দুই আসামির ১০ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

জেলা ও দায়রা জজ আদালত-২ এর বিচারক নাসরিন জাহানের আদালতে

গত বৃহস্পতিবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) কুমিল্লার জেলা ও দায়রা জজ আদালত-২ এর বিচারক নাসরিন জাহান এই রায় ঘোষণা করেন। সাজাপ্রাপ্ত দুই আসামি হলেন- মধ্যে আদর্শ সদর উপজেলার শুভপুর এলাকার মৃত নিলু ড্রাইভারের ছেলে মোহাম্মদ কায়উম (২৬) ও একই এলাকার আবুল হোসেনের ছেলে বাবলু মিয়া। মামলার রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আবুল কালাম আজাদ বিষয়টি নিশ্চিত করেন। জানা গেছে, ২০১১ সালের ২৪ আগস্ট কুমিল্লা নগরীর শুভপুর পুরাতন গোমতী নদীর রাস্তার পাড়ের পশ্চিম পাশে কাইউমের হোটেলে বাবলু, জয়নাল ও হাসিব নামে একদল সন্ত্রাসী অবৈধ অস্ত্র নিয়ে অবস্থান করে। স্থানীয়রা র‌্যাবকে বিষয়টি জানালে র‌্যাব ঘটনাস্থলে আসে। র?্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে সন্ত্রাসীরা দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় সন্ত্রাসী বাবলু ও জয়নালকে আটক করে। পরে তাদের স্বীকারোক্তিতে আসামি কাইউমের হোটেলের ক্যাশ বক্সের নিচে লাল কাপড়ে পেঁচানো একটি সিক্স রিভালবার ও দুই রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার করে। কুমিল্লার র‌্যাব-১১, সিপিসি-২ এর ডিএডি মো. মোস্তাফা বাদী হয়ে ২০১১ সালের ২৫ আগস্ট মামলাটি করেন।

# নড়াইলে ছাত্রী ধর্ষণের দায়ে শিক্ষকের যাবজ্জীবন

**আদালত প্রতিবেদক :** নড়াইলে ছাত্রীকে ধর্ষণের দায়ে প্রাইভেট টিউটরের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে তাকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়। এছাড়া এ ঘটনায় ওই যুবককে পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনের ৮ (১) ধারায় পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড করা হয়। অনাদায়ে আরও এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনের ৮ (২) ধারায় তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের ও এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড করা হয়, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের বিনা-শ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। গত বৃহস্পতিবার (১০ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক সানা মো. মাহ্‌রুফ হোসাইন এ রায় দেন। আসামির দণ্ড পর্যায়ক্রমে একটির পর একটি কার্যকরের ও নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। সাজাপ্রাপ্ত যুবক আশরাফুজ্জামান রানা (৩১) নড়াইলের লোহাগড়া পৌর এলাকার গোপীনাথপুরের মৃত মনিরুজ্জামান শেখের ছেলে। নড়াইল আদালতের পুলিশ পরিদর্শক খন্দকার জিয়াউর রহমান ওই রায়ের বিষয়ে নিশ্চিত করেন। মামলা সূত্রে জানা গেছে, ধর্ষণের শিকার মেয়েটি লোহাগড়া পৌর এলাকার বাসিন্দা। বর্তমানে তিনি কলেজে এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। তার এসএসসি পরীক্ষার আগে ওই যুবকের বাড়িতে গিয়ে মেয়েটি প্রাইভেট পড়াতেন। এ সুযোগে তাকে বিভিন্ন সময়ে ওই যুবক ধর্ষণ করেন। এছাড়া ধর্ষণের নগ্ন ভিডিওচিত্র ধারণ করে রাখেন ওই যুবক। তিনি মেয়েটিকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। মেয়েটি রাজি না হওয়ায় ভিডিওচিত্র ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেন। ভয়ে মেয়েটি কারো কাছে ঘটনা বলেননি। এরপর মেয়েটির অন্য জায়গায় বিয়ে ঠিক হয়। তখন ওই যুবক বিয়ের পাত্রের বাড়িতে গিয়ে ওই ভিডিওচিত্র দেখিয়ে জানান, মেয়েটির সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। এরপর বিষয়টি জানাজানি হয়। ২০২১ সালের ২১ মার্চ মেয়েটির বাবা লোহাগড়া থানায় এ ঘটনায় মামলা করেন। এ মামলায় গ্রেফতার রানা আদালতে নিজের অপরাধ স্বীকার করে জবানবন্দী দেয়। মামলার তদন্ত শেষে পুলিশ ওই বছরের ৩০ আগস্ট আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা দেয়। মামলাটির বিচার কাজ চলাকালীন মোট ১০জনের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আসামির বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হওয়ায় আদালত বৃহস্পতিবার এ রায় দেন।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক সানা মো. মাহ্‌রুফ হোসাইনের আদালতে

# কুষ্টিয়া ইয়াবা মামলায় বাবার কারাদণ্ড, পেছলে খালাস

**আদালত প্রতিবেদক :** কুষ্টিয়ায় মাদক মামলায় আমিন উদ্দিন নামের এক আসামিকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। সেই সঙ্গে তাকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) বিকালের দিকে কুষ্টিয়া অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. তাজুল ইসলাম এ রায় দেন। কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আমিন উদ্দিন (৫৬) কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার হলুদবাড়ীয়া মিরপুর গ্রামের জামির উদ্দিনের ছেলে। রায় ঘোষণার সময় তিনি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। রায় ঘোষণার পরপরই পুলিশ পাহারায় জেলা কারাগারে পাঠানো হয় তাকে। এ মামলার অপর আসামি শরিফ উদ্দিন (৩৬) কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আমিন উদ্দিনের ছেলে। শরিফকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে। দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আমিন মাদকদ্রব্যের ব্যবসা করতেন। মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর দুপুর একটার দিকে দৌলতপুর উপজেলার হলুদবাড়ীয়া মিরপুর গ্রামের আমিন উদ্দিনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ২৪২ পিস ইয়াবা এবং পাঁচ গ্রাম অর্ধগলিত ইয়াবা উদ্ধার করে দৌলতপুর থানা পুলিশ। এ ঘটনায় বাবা আমিন উদ্দিন ও ছেলে শরিফ উদ্দিনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দৌলতপুর থানায় মামলা হয়। মামলার তদন্ত শেষে ২০১৬ সালের ২৯ অক্টোবর তদন্তকারী কর্মকর্তা চাকলাদার মো. আসাদুজ্জামান আসামির বিরুদ্ধে আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। এরপর আদালত এ মামলায় পাঁচজন সাক্ষীর সাক্ষ্য-প্রমাণ শেষে ১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯(১) টেবিলের ৯(খ) ধারার অধীনে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় আসামি আমিন উদ্দিনকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় দণ্ডপ্রাপ্ত আসামির ছেলে শরিফ উদ্দিনকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে। আদালতের পিপি অনুপ কুমার নন্দী বলেন, মাদক মামলায় দোষী প্রমাণিত হওয়ায় আসামি আমিন উদ্দিনকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। তাকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এ মামলার অপর আসামি ও দণ্ডপ্রাপ্ত আসামির ছেলে শরিফ উদ্দিনকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে।

অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. তাজুল ইসলামের আদালতে

*মৌলভীজার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের সাবেক পি,পি ও জি, পিদের বিদায়ী সংবর্ধনা ও নবনিযুক্ত জিপি এডভোকেট আব্দুল খালিক ও পি,পি এডভোকেট রাধাপদ দেব সজল বরণ করা হয়। গত রোবব-ার (১৩ ফেব্রুয়ারি) মৌলভীজার জেলা ও দায়রা জজ আদালত কর্তৃক আয়োজিত বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা ও দায়রা জজ আল মাহমুদ ফয়জুল কবির, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মুহম্মদ আলী আহসান ও অন্যান্য বিচারকবৃন্দ।*

# চট্টগ্রামে জিল্লুর ভাণ্ডারি হত্যা মামলায় ২ জনের ফাঁসি

**আদালত প্রতিবেদক :** চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া থানার জিল্লুর ভাণ্ডারি হত্যা মামলায় ২ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি ৬ আসামিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরো ১ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ জনকে খালাস দেওয়া হয়েছে। গত মঙ্গলবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে চট্টগ্রামের প্রথম অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ শেখ ছামিদুল ইসলাম আদালত এ রায় দেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দুই আসামি হলেন, মো. খোকন ও মো. ইসমাইল প্রকাশ পিস্তল ইসমাইল। যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ৬ আসামি হলেন মো. আবু, মো. কামাল, মো. জসিম, মো. তোতা মিয়া, মো. নাসির ও মো. সুমন প্রকাশ সিএনজি সুমন। যারা খালাস পেয়েছেন তারা হলেন, মো. শাহাবুদ্দিন প্রকাশ সাইফু, মো. আজিম, মো. নাজিম, রমিজউদ্দিন প্রকাশ রঞ্জু ও মো. জাহাঙ্গীর।
বিষয়টি নিশ্চিত বাদীপক্ষের আইনজীবী আবদুস সাত্তার। আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১৫ সালের ২১ জানুয়ারি রাঙ্গুনিয়া থানার রানীরহাট প্রাথমিক বিদ্যালয় গেটের সামনে কিছু দুষ্কৃতকারী জিল্লুর ভাণ্ডারিকে গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করে। এ ঘটনায় ভাণ্ডারীর ছোট ভাই মোহাম্মদ আজিম উদ্দিন রাঙ্গুনিয়া থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নম্বর-৮(১)১৫, দায়রা মামলা নম্বর-২১৬৪/১৭ এবং জিআর নম্বর-০৮/১৫। পরে ২০১৬ সালের ৯ অক্টোবর ১৩ জনকে আসামি করে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয় পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ-সিআইডি।
২০১৯ সালের ২৮ মে ১৩ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরু হয়। মামলার অভিযোগপত্রে মোট ২৫ জন সাক্ষীর মধ্যে ২৩ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

প্রথম অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ শেখ ছামিদুল ইসলামের আদালতে

জেলা ও দায়রা জজ মুন্সী মো. মশিয়ার রহমানের আদালতে

# নড়াইলে হেরোইন পাচারের দায়ে নারীর যাবজ্জীবন

**আদালত প্রতিবেদক :** নড়াইলে হেরোইন পাচারের দায়ে অহিদা বেগম ওরফে টিয়া নামে এক নারীকে আমৃত্যু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। গত সোমবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সকালে নড়াইল জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মুন্সী মো. মশিয়ার রহমান এ আদেশ দেন।

অহিদা বেগম যশোরের কোতোয়ালি থানার শংকরপাশা গ্রামের শরিফুল খানের স্ত্রী। মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৫ সালের ১৩ অক্টোবর মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে নড়াইল-যশোর সড়কের সীতারামপুরে পুলিশের চেকপোস্ট বসে। সেখানে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ একটি প্রাইভেটকার থেকে (ঢাকা মেট্রো খ-১১-৬২৫৫) আসামি অহিদা বেগম ওরফে টিয়াকে আটক করে। পরে তার দেহ তল্লাশি করে সালোয়ারের ভেতর লুকানো ১শ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করে। ঘটনাস্থল থেকে অহিদার স্বামী শরিফুল খানসহ অপর ৪ জনকে আটক করে। এ ঘটনায় নড়াইল সদর থানায় মামলা করে পুলিশ। মামলাটি তদন্ত শেষে পুলিশ আদালতে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেয়। পরে দীর্ঘ শুনানি শেষে আদালত ওহিদাকে যাবজ্জীবন ও তার স্বামীসহ অপর আসামিদের অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় বেকসুর খালাস দেন।

দৃষ্টি আকর্ষণ
'দৈনিক স্বাধীন দেশ'-এর অফিসিয়াল যোগাযোগ নম্বার দেওয়া হলো
সংবাদ, বিজ্ঞাপন বা যেকোন প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন
● ০১৭৫৭-০১৯৪৩৫ ● ০১৬৩২-৩৬৭৬৪৫
● ০১৬৮৬-৯০৭৭১২ ● ০১৩১৬-২১২১৩৭
● ০১৯৮৯-৬০৩৯০৪
ই-মেইল : shadhindesh1999@gmail.com
বার্তা ও বিজ্ঞাপন পাঠানোর ঠিকানা : ১৪৭/৭/এ, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী (যাত্রাবাড়ী মোড়ের ডান দিকে, ওয়াপদা কলোনীর বিপরীতে মুন সিএনজি'র সাথের সাংবাদিক গলি) ঢাকা-১২০৪।

## চট্টগ্রাম কোর্ট হিলে নতুন শহীদ মিনার নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিবেদক

চট্টগ্রাম কোর্ট হিলের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের নিচের এক পাশে নির্মাণ করা হয়েছে শহীদ মিনার। গত এক মাস ধরে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে শ্রমিকরা এটি নির্মাণ করেন। এখন তারা রং করাসহ আনুষঙ্গিক কাজ করছেন। চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের নাজির আবু তাহের বলেন, কখন উদ্বোধন করা হবে স্যাররা এখনো এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়নি। তাই ঠিক কবে উদ্বোধন হচ্ছে তা বলতে পারব না। কাজ যেহেতু প্রায় শেষ হয়েছে, তাই ধারণা করছি খুব শীগ্রই এটি উদ্বোধন হবে। তিনি বলেন, কোর্ট পাড়ায় শহীদ মিনার নেই। যার কারণে অনুমতি নিয়ে এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এখন থেকে ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর এমনকি ২১ ফেব্রুয়ারি এখানেই উদযাপন করা যাবে।

অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ রবিউল ইসলামের আদালতে

# চাঁপাইনবাবগঞ্জে ভারতীয় নাগরিকের যাবজ্জীবন

**আদালত প্রতিবেদক :** চাঁপাইনবাবগঞ্জে অস্ত্র মামলায় মিলন সিংহ (৪২) নামে ভারতীয় এক নাগরিকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আসামির উপস্থিতিতে গত বৃহস্পতিবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ রবিউল ইসলাম এ রায় দেন। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার বৈষ্টমনগর থানার সুখদেবপুর গ্রামের মৃত রতন সিংহর ছেলে মিলন সিংহ। অতিরিক্ত সরকারি কৌঁসুলি আঞ্জুমান আরা জানান, গোপন তথ্য পেয়ে ২০১৮ সালের ৩১ জানুয়ারি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার বিনোদপুর ইউনিয়নের ক্যাপড়াটোলা এলাকায় অভিযান চালায় র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‌্যাব) একটি দল। অভিযানে এলাকাটির একটি আমবাগান থেকে সাতটি পিস্তুল, ১৪টি ম্যাগজিন ও ৪৭ রাউন্ড গুলিসহ মিলন সিংহকে আটক করা হয়। এ ঘটনায় তার নামে শিবগঞ্জ থানায় অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করা হয়। মামলাটি ওই থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. গোলাম সারোয়ার বাদী হয়ে দায়ের করেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা র‌্যাবের এসআই মাহমুদুল হাসান তদন্ত শেষে ২০১৮ সালের ০১ মার্চ উক্ত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। সাক্ষ্য প্রমাণ শেষে দুপুরে মিলনকে দোষী সাব্যস্ত করে উপরোক্ত রায়ে দণ্ডিত করেন আদালতের বিচারক।

# রাঙ্গামাটিতে শিশুকে ধর্ষণচেষ্টায় বৃদ্ধের কারাদণ্ড

**আদালত প্রতিবেদক :** রাঙ্গামাটিতে দ্বিতীয় শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণচেষ্টা ও নির্যাতনের মামলায় শহীদ মল্লিক (৬২) নামে এক বৃদ্ধকে আট বছরের কারাদণ্ড ও তিন ললাখ টাকা জরিমানা করেছেন রাঙামাটির নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল।
গত সোমবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে মামলার রায় ঘোষণা করা হয়।
একই মামলায় ডিএনএ আলামত গ্রহণে গাফিলতির দায়ে সিআইডির ডিএনএ পরীক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০২০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর রাঙামাটির নানিয়ারচর উপজেলার বুড়িঘাট ইউনিয়নের বগাছড়ি গ্রামের দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া এক শিশু আসামি শহীদ মল্লিকের মুদি দোকানে ঘরের পণ্য কিনতে গেলে ধর্ষণচেষ্টা ও নির্যাতনের শিকার হয়।
পরে মেয়ের বাবা নানিয়ারচর থানায় মামলা দায়েরের পর দেড় বছরের মধ্যে আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় রাঙ্গামাটির জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক এস ই এম ইসমাইল হোসেন এ রায় ঘোষণা করেন। রাঙ্গামাটি জজ কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর রফিকুল ইসলাম বলেন, শহীদ মল্লিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে আট বছরের কারাদণ্ড এবং তিন লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানার প্রাপ্ত টাকা বাদীর পরিবারকে দেওয়া হবে। আসামি আগামী ৬০ দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধ করতে না পারলে সম্পত্তি ক্রোক করে প্রাপ্ত টাকা বাদীকে দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া মামলায় ব্যবহারযোগ্য আলামতের ডিএনএ পরীক্ষায় গাফিলতির কারণে সিআইডির ফরেনসিক ল্যাবরেটরি বিভাগের ডিএনএ পরীক্ষক সৌরভ দে সরকারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছে আদালত।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল বিচারক এস ই এম ইসমাইল হোসেনের আদালতে

অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক আবদুল্লাহ আল মামুনের আদালতে

# কক্সবাজারে বন্ধু হত্যায় ৫ জনের যাবজ্জীবন

**আদালত প্রতিবেদক :** কক্সবাজারে আলোচিত মেহেদী হত্যা মামলায় পাঁচ বন্ধুর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। একই সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের ৫ লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও তিন বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। কক্সবাজার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক আবদুল্লাহ আল মামুন গত বৃহস্পতিবার (১০ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে এ রায় দেন। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী (পিপি) মোজাফফর আহমদ হেলালী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন কক্সবাজার শহরের বাহারছড়ার মোহাম্মদ ফারুক প্রকাশ ওমর ফারুক, শাহেদ, মধ্যম বাহারছড়ার সাগর, মিঠু ও ওয়াসিম। রায় ঘোষণার সময় আসামি মোহাম্মদ ফারুক ও শাহেদ আদালতে উপস্থিত ছিলেন। অন্য তিন আসামি সাগর, মিঠু ও ওয়াসিম পালাতক। মামলার বরাতে পিপি মোজাফফর জানান, বন্ধুদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডার জেরে ২০১০ সালের ২০ এপ্রিল রাত ১০টায় কক্সবাজার শহরের শহীদ মিনার রোডে হামলার শিকার হন মধ্য বাহারছড়া এলাকার মেহেদী হাসান।
পরে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু হয় তার। এ ঘটনায় একই বছরের ২২ এপ্রিল সদর থানায় পাঁচজনের নামে মামলা করেন নিহত মেহেদীর বাবা। তদন্ত শেষে এজাহারভুক্ত আসামি হুমায়ুনকে বাদ দিয়ে মধ্যম বাহারছড়ার সাগরকে যুক্ত করে পাঁচজনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেন তদন্ত কর্মকর্তা। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বৃহস্পতিবার দুপুরে তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় আদালত।

# শেরপুরে ধর্ষণ ও অপহরণ মামলায় যুবকের ৪৪ বছরের সাজা

**আদালত প্রতিবেদক :** শেরপুরে স্কুলছাত্রীকে অপহরণ ও ধর্ষণের মামলায় শফিকুল ইসলাম (৩৭) নামে এক যুবককের ৪৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। গত বুধবার (৯ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে শেরপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. আখতারুজ্জামান আসামির অনুপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন। রায়ে ধর্ষণের দায়ে শফিকুল ইসলামকে যাবজ্জীবন বা ৩০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং অপহরণের দায়ে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদন্ডণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তবে উভয় সাজা একইসঙ্গে কার্যকর হবে। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় জয়নাল আবেদীন নামে অপর এক আসামিকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়। শফিকুল ইসলাম ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার গোয়ালবর এলাকার আব্দুল জলিলের ছেলে। রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করে ট্রাইব্যুনালের স্পেশাল পিপি অ্যাডভোকেট গোলাম কিবরিয়া বুলু বাংলানিউজকে জানান, শফিকুল ইসলাম তার মামাতো বোন ঝিনাইগাতী উপজেলার ভারুয়া গ্রামের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীকে (১২) নানাভাবে উত্ত্যক্ত করে আসছিল। একপর্যায়ে ২০১৫ সালের ১০ আগস্ট সকাল ১০টার দিকে ওই শিক্ষার্থীকে স্কুলে যাওয়ার পথে অপহরণ করে। এরপর বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে তাকে ধর্ষণ করে। পরিবারের লোকজন তাকে খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে ১৮ আগস্ট শফিকুলসহ ৩ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন। পরবর্তীতে ঝিনাইগাতী থানার এসআই ইউনুস আলী বিশ্বাস ২০১৬ সালের ১৬ জানুয়ারি প্রধান আসামি শফিকুল ও তার সহযোগী জয়নাল আবেদীনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। কিন্তু মামলার শুরু থেকেই উভয় আসামি পলাতক থাকেন। বিচারিক পর্যায়ে সংবাদদাতা বাদী, ভিকটিম, জবানবন্দি গ্রহণকারী ম্যাজিস্ট্রেট, চিকিৎসক ও তদন্ত কর্মকর্তাসহ ৭ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. আখতারুজ্জামানের আদালতে

মৌলভীবাজারে বাচ্চা হাতিকে নিষ্ঠুর প্রশিক্ষণ

# আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন সিজেএম মুহম্মদ আলী আহসান

বিশেষ প্রতিবেদক

সম্প্রতি মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার গোয়ালবাড়ী ইউনিয়নের কুচাইটল এলাকায় কথিত বাচ্চা হাতিকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়টি মৌলভীবাজার চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের দৃষ্টি গোচর হয়েছে। মৌলভীবাজার চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মুহম্মদ আলী আহসান বাচ্চা হাতির ওপর শারীরিক নির্যাতনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইউটিউভ দেখে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। গত সোমবার (৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে এরই পরিপ্রেক্ষিতে বন্যপ্রাণী

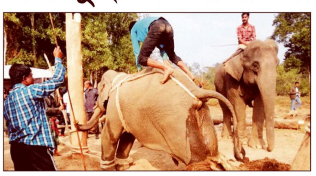

(সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এবং প্রাণীকল্যাণ আইন, ২০১৯ অনুযায়ী হাতির প্রতি নিষ্ঠুর নির্যাতন নিরসনে আদালত জুড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি), বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তার (ডিএফও) নিষ্ক্রিয়তা বেআইনি গণ্যে কেন তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, সে মর্মে আগামী ১৫ মার্চের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। উল্লেখিত তারিখের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন ও কারণ দর্শানোর জবাব দাখিলের জন্য ধার্য করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাচ্চা হাতির এমন প্রশিক্ষণকে স্থানীয় ভাষায় 'হাদানি' বলে। এটি প্রাচীন পদ্ধতিতে বন্যহাতিকে পোষ মানানোর বিশেষ এক কৌশল। প্রশিক্ষণ অবস্থায় দড়ি দিয়ে বেঁধে গাছের খুঁটির সঙ্গে আবদ্ধ করা হয়। এ সময় বাচ্চা হাতির মাকে দূরে রাখা হয়, নির্দয়ভাবে বাচ্চা হাতিকে শারীরিক নির্যাতন করা হয় এবং যথেষ্ট খাদ্য দেওয়া হয় না। বর্ণিতভাবে দুই মাস প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর সেই হাতিটিকে সার্কাসে বিভিন্ন কসরত দেখানো এবং গাছপালা পরিবহনের কাজে ব্যবহার করা হয়।

# সাতক্ষীরার সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ শেখ মফিজুর রহমানকে বসন্ত শুভেচ্ছা জানালেন বিচারকগণ

**নিজস্ব প্রতিবেদক**

সাতক্ষীরার বিচার বিভাগের জজশীপ ও ম্যাজিস্ট্রেসির বিচারকগণ সাতক্ষীরার সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ শেখ মফিজুর রহমান কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানালেন। বসন্ত দিনে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাতে আসেন চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো: হুমায়ুন কবীর, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ বিশ্বনাথ মন্ডল, ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের বিচারক যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ জাহিদুল আজাদ, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ রাকিবুল ইসলাম, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ইয়াসমিন নাহার, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রাকিবুল ইসলামসহ অন্যান্য বিচারকগন।

# ফেনী জেলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক ভোজ অনুষ্ঠিত

**দিপালী খন্দকার রিনা :** ফেনী জেলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক ভোজ অনুষ্ঠিত। গত বৃহস্পতিবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) ফেনী গ্র্যান্ড সুলতান কনভেনশন হলে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেনীর গণমানুষের নেতা ফেনী জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক নিজাম উদ্দিন হাজারী এম.পি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেনীর জেলা ও দায়রা জজ, জেলা প্রশাসক, ফেনী পৌরসভার মেয়রসহ অন্যান্য বিচারকগণ ও জেলা আইনজীবী সমিতির নেতৃবৃন্দ ও আইনজীবীগণ।

# ৪ জেলা ও দায়রা জজকে বদলি

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** চার জন জেলা ও দায়রা জজ কে বদলি করা হয়েছে। আইন মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের বিচার বিচার শাখা-৩ থেকে প্রজ্ঞাপনে এ সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে বুধবার (৯ ফেব্রুয়ারি) উপসচিব (প্রশাসন-১) শেখ গোলাম মাহবুবের সই করা এই দুই প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

চার জন জেলা ও দায়রা জজ বদলির প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের চার জন জেলা ও দায়রা জজকে বর্তমান কর্মস্থল থেকে বদলি করে নতুন আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাদের নামের পাশে বর্ণিত পদে ও কর্মস্থলে নিয়োগ/বদলি করা হলো। এই চার জনের মধ্যে হবিগঞ্জের জেলা ও দায়রা জজ এম এল বি মেছবাহ উদ্দিন আহমেদকে প্রেষণে আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার পদে, রংপুরের জেলা ও দায়রা জজ মো. শাহেনুরকে প্রেষণে ঢাকায় নিম্নতম মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে, রাজবাড়ীর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক (জেলা ও দায়রা জঙ্গ) বেগম শারমিন নিগারকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা ও দায়রা জজ পদে এবং বরগুনার জেলা ও দায়রা জজ মো. হাসানুল ইসলামকে হবিগঞ্জের জেলা ও দায়রা জজ পদে বদলি করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বদলি করা কর্মকর্তারা জেলা জজ/পরবর্তী জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার কাছে ১৭ ফেব্রুয়ারি বর্তমান পদের দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিয়ে নতুন কর্মস্থলে অনতিবিলম্বে যোগ দিতে বলা হয়েছে।

# ঝালকাঠিতে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

**নিজস্ব প্রতিবেদক :** অপারেজেয় বাংলাদেশ প্রমোটিং পিস এন্ড জাস্টিস (পিপিজে)- ঝালকাঠি জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমে লিগ্যাল এইডে মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে অগ্রগতি,দূর্বলতা পরামর্শ এবং পরিমার্জিত পরিকল্পনার বিষয় প্যানেল আইনজীবীবৃন্দের অংশগ্রহনে (০৮ ফেব্রুয়ারি) তারিখে জেলা জজ আদালত শহীদ সোহেল জগন্নাথ মিলনায়তনে এক মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা ও দায়রা জজ এবং জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির চেয়ারম্যান মোঃ শহিদুল্লাহ। বক্তব্য রাখেন মোঃ আমিরুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী জজ ও লিগ্যাল এইড অফিসার,ওয়াহিদা বানু, নির্বাহী পরিচালক, অপারেজয়-বাংলাদেশ, ঢাকা, গাজী সামসুল আরেফিন, প্রকল্প সমন্বয়কারী, পিপিজে প্রজেক্ট, অপারাজেয়-বাংলাদেশ, এড,রফিকুল ইসলাম আজম জি পি, এড,এ, ওয়াই, এ,সাইয়েদ, এড, সাইফুদ্দিন হাওলাদার চুন্নু, এড.আঃজলিল, এ পি পি, এড.হুমায়ুন কবির বাবুল, এড.মানিক আচার্য, এড.সখিনা আলম লিজাসহ প্রমুখ।

# সময়মতো ফুল না ফোটায় মালিদের কারাদণ্ড

**আর্ন্তজাতিক ডেস্ক :** ১৬ ফেব্রুয়ারি বাবার জন্মবার্ষিকী বিশেষ ফুল দিয়ে সাজিয়ে তুলবেন বলে স্থির করেছিলেন কিম জং উন। কিন্তু তার সেই আশা পন্ড করে দিলেন মালিরা। আর তাতেই খুব রাগলেন উত্তর কোরিয়ার প্রশাসক কিম জং উন। এরপর আর কি! গাছে সময়মতো ফুল ফোটতে না পারায় গ্রিন হাউসের ম্যানেজার হান এবং তার সমস্ত মালিকে ছয় মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন কিম। কিমের বাবা জং-ইলের নামানুসারে ওই ফুলের নামকরণ করা হয় কিমজংগিলিয়াস। বিশেষ প্রজাতির এই ফুলের জন্য উপযুক্ত আবহাওয়ার প্রয়োজন। গ্রিন হাউসে সেই উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে এই ফুল চাষ করা হয় উত্তর কোরিয়ায়। সংবাদ সংস্থা ডেইলি এনকে এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৬ ফেব্রুয়ারি ছিল কিমের বাবার জন্মবার্ষিকী। কিমজংগিলিয়াস ফুল দিয়ে বাবার মূর্তি এবং ছবি সাজিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন কিম। পরে ডেকে পাঠান গ্রিন হাউসের ম্যানেজার হানের। তিনি হাজির হয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু ফুল নিয়ে হাজির হতে পারেননি। কেননা সময়মতো গাছে ওই ফুট ফোটাতে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। বাবার স্মৃতিতে যে ফুলের নামকরণ করা হয়েছে, সেই ফুল হাতের কাছে না পেয়ে রেগে হয়ে ওঠেন কিম। এর আগে বাবা কিম জং ইলের দশম মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষে উত্তর কোরিয়ায় ১১ দিনের জন্য হাসি নিষিদ্ধ করেছিলেন দেশটির প্রেসিডেন্ট কিম জং উন। এমনকি এই সময়ে কেউ উচ্চস্বরে শব্দ করতে, কেনাকাটা করতে এবং মদ্যপান করতে পারবেন না। নাম প্রকাশ না করার শর্তে দেশটির এক বাসিন্দা বলেন, 'অতীতে যারা এই শোকের সময়ে মদ্যপান করে বা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ধরা পড়েছেন তাদের আদর্শিক অপরাধী হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পর তাদের আর দেখা মিলে নি। তিনি আরো জানান, এই সময়ে যদি আপনার পরিবারের কেউ মারা যান তবে আপনি জোরে চিৎকার করতে পারবেন না, শোক অনুষ্ঠান শেষের পরই আপনি শেষকৃত্যের আয়োজন করতে পারবেন। শোকের সময় কারো জন্মদিন থাকলে তাও উদযাপন করা যাবে না।

## খবর

### রানীশংকৈল থানা পরিদর্শন করেন ঠাকুরগাঁও চীফ

পরিদর্শন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রমেশ কুমার ডাগা, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল ইসলাম, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমান ও আলাউদ্দীন। থানার বিধিবদ্ধ কার্যক্রম সমূহ যথাযথভাবে পালন ও আসামী/সাক্ষী উপস্থিত করনার্থে সমন, ওয়ারেন্ট, পি এন্ড এ, ডবিউ ডবিউ, এন ডবিউ দ্রুত সময়ে তামিল এবং তদন্ত রিপোর্ট নির্ধারিত সময়ে দাখিলসহ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে থানা পরিদর্শন করা হয়। পর্যায়ক্রমে ঠাকুরগাঁও এর সকল থানা পরিদর্শন অব্যাহত থাকবে। ইতোমধ্যে সদর ও রুহিয়া থানা পরিদর্শন করা হয়েছে।

### সরকারি কোষাগারে ২৫ লক্ষ টাকা জমা দিল

আদালত। সরকারের কোষাগারে বিপুল পরিমাণ অর্থ জমা দেয়াকে ইতিবাচকভাবে দেখছে আইনজীবী, সুশীল সমাজ ও বিচারপ্রার্থী জনগণ। এই নজির ইতোপূর্বে হয়নি করোনা ভাইরাস কোভিড-১৯ মহামারির কারণে গত এপ্রিল ২০২১ খ্রি. হতে আগস্ট ২০২১ খ্রি.পর্যন্ত প্রায় ৫ মাস আদালতের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত না হলে উক্ত টাকার দ্বিগুন রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা যেত বলে জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র হতে জানা যায়, নিলামে বিক্রিকৃত মালামাল ও সকল প্রকার রাজস্ব আয় থেকে প্রাপ্ত ২,৫৩৬,৭১০/- টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়।

### ফেনীর ছাগলনাইয়া থানা পরিদর্শনে

স্বাগত জানিয়েছেন। বার্ষিক পরিদর্শনে এসে ম্যাজিস্ট্রেটবৃন্দ ছাগলনাইয়া থানার আদালত সংশ্লিষ্ঠ নথিপত্র, বিভিন্ন জব্দকৃত আলামত পর্যবেক্ষণ করেন। এসময় থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রফিক উদ্দিন ও সেকেন্ড অফিসার মনির উদ্দিনসহ পুলিশ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

### সুনামগঞ্জে পাঁচজন বিচারকের

জজ মোঃ হাসিব উল্লাহ পিয়াস। গত বৃহস্পতিবার (১৭ ফেব্রুয়ারী) সুনামগঞ্জ জেলা জজ আদালত ভবন সম্মেলন কক্ষে সুনামগঞ্জ বিচার বিভাগের আয়োজনে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়েছে।

### সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটির

লাভ করেন। এপ্রেক্ষিতে কমিটির চেয়ারম্যানের শূন্য পদে প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেনকে মনোনয়ন দিয়েছেন।

### সভাপতি শাহ্ মোঃ মামুন

রখেন। সভায় বক্তারা ০৫ সদস্য বিশিষ্ট এশটি জুরি বোর্ড গঠনের মাধ্যমে পরবর্তী কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের অনুরোধ জানান। পরবর্তীতে জুরি বোর্ড সভাপতি পদে শাহ্ মোঃ মামুন, সিনিয়র সহ-সভাপতি পদে কাজী ছালাউদ্দিন দিদার, সাধারণ সম্পদক পদে মোঃ আব্দুল্লাহ, যুগ্ম-সাধারণ সম্পদক-১ পদে মোঃ জিয়াউদ্দিন ফারুক ও সাংগঠনিক সম্পদক পদে আব্দুল হালিম এর নাম প্রস্তাব করলে উপস্থিত সদস্যদেও কণ্ঠ ভোটে তা অনুমোদন হয়। তাদেরতে আগামী এক মাসের মধ্যে পূর্নাঙ্গ কমিটি গঠনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

### নওগাঁ তিনজন বিচারকের বিদায় সংবর্ধনা

রুখসানা খানম, মোঃ তৌহিদুজ্জামান। নওগাঁ সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ এ.কে.এম শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়। গত বৃহস্পতিবার (১৭ ফেব্রুয়ারী) নওগাঁ জেলা জজ আদালত ভবন সম্মেলন কক্ষে নওগাঁ বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দদের আয়োজনে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়।

### আইনজীবী হওয়ার শর্টকাট

বিষয়। অনেক আইনজীবী আছেন যারা পয়সার লোভ করেন না। আমাদের পাল বাবু ছিলেন ২০ হাজার ১ টাকা ফি নিতেন। মাহমুদুল ইসলাম সাহেবও। একবার মাহমুদুল ইসলামকে সিনিয়র হিসেবে একটি মামলায় যুক্ত করি এবং ফিসও দিয়েছি। তিনি আপিল বিভাগে যাওয়ার আগেই মামলা নিষ্পত্তি হয়ে গেল। আমরা জিতে গেলাম। আমি কোর্ট থেকে বেরিয়ে দেখি স্যার আসছেন। আমি থামিয়ে বললাম- মামলার শুনানি শেষ, আমরা জিতে গেলাম। তখন তিনি মক্কেলকে দেখা করতে বললেন। মক্কেল দেখা করার পর তিনি পুরো টাকা ফেরত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মামলায় হাজির হতে পারেননি, তাই ফেরত দিয়েছেন। এটা কিন্তু নৈতিকতা বা নীতির মাপকাঠি। এ রকম আইনজীবী ছিলেন। আপনাদের মধ্যে এ রকম অনেককে চিনি। গত বৃহস্পতিবার (১০ ফেব্রুয়ারি) সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি আয়োজিত ১৫ দিনব্যাপী 'বইমেলা-২০২২' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি। আইনজীবীদের পড়াশোনা ও নৈতিকতার ওপর জোর দিয়ে প্রধান বিচারপতি বলেন, আইনজীবী হওয়ার শর্টকাট কোনো মেথড নেই। পড়াশোনা করতে হবে, পড়াশোনা করতে হবে এবং পড়াশোনা করতে হবে। প্রধান বিচারপতি বলেন, যখন কোরআন শরীফ নাজিল হয়। আল্লাহর বাণী, জিব্রাইলের মাধ্যমে আমাদের নবীজীর ওপর। প্রথম কথা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে- পড়, পড়, পড়। তিনবার পড় বলার পর রাসুল (সা.) বললেন, আমি তো পড়তে জানি না। তখন জিব্রাইল (আ.) তাকে চেপে ধরেন। যাই হোক, পড় শব্দটা মানে কী। কিছু জানতে গেলে পড়তে হবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় আমরা অনেক কিছু পড়ে ফেলেছি। আসলে কিছুই পড়িনি। যখন পড়তে থাকি তখন মনে হয় কত অজানা। আইনজীবীদের পড়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ভালো আইনজীবী হওয়ার কোনো বিকল্প নেই পড়াশোনা ছাড়া। পড়তে হবে এবং পড়তে হবে। মামলার যুক্তিতর্কের সময় শতভাগ সৎ থাকার তাগিদ দিয়ে প্রধান বিচারপতি বলেন, শুধু মক্কেলের দিকে তাকিয়ে কোর্টকে মিসলিড করে কোনো অর্ডার নেয়া নৈতিক না। কোনোভাবেই নৈতিক নয়। আইনজীবী হওয়ার শর্টকাট কোনো মেথড নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, পড়াশোনা করতে হবে, পড়াশোনা করতে হবে এবং পড়াশোনা করতে হবে। সেজন্য আপনাদের নামের আগে বিজ্ঞ বসে। অন্যদের তা বলা হয় না। কিন্তু আইনজীবীদের বিজ্ঞ বলা হয়। এ বিজ্ঞতা অর্জন করতে হলে আমাদের পড়তে হবে। সমিতি প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সম্পাদক মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল। এ সময় উপস্থিত ছিলেন- আপিল বিভাগের বিচারপতি মো. নূরুজ্জামান, বিচারপতি বোরহান উদ্দিন ও বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম, অ্যাটর্নি জেনারেল এএম আমিন উদ্দিন এবং আইনজীবী সমিতির কার্যকরী নেতাসহ আইনজীবীরা।

### হঠাৎ ঢাকার নিম্ন আদালত

করেন তিনি। তার মধ্যে ঢাকার তৃতীয় অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কক্ষে প্রধান বিচারপতি প্রবেশ করেন। তখন বিচারক তোফাজ্জল হোসেন একটি মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ করছিলেন। কিছু সময় দাঁড়িয়ে থেকে প্রধান বিচারপতি সর্বশেষ ঢাকার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কক্ষে প্রবেশ করেন। সেখানে পেশকারের কাছে তিনি জানতে চান, গতকাল কতগুলো মামলা ছিল। এরপর প্রধান বিচারপতি বেলা পৌনে ৪টার দিকে অধস্তন আদালত ছেড়ে চলে যান।

### অপরাধ ট্রাইব্যুনালের নতুন রেজিস্ট্রার

আহমেদকে। গত বুধবার (৯ ফেব্রুয়ারি) এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ।

### নীলফামারী বার ক্যাফেটেরিয়া শুভ উদ্বোধন

উদ্বোধন করেন নীলফামারী সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মো: রেজাউল করিম ও নীলফামারী জেলা আইনজীবি সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মমতাজুল হক। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন নীলফামারী জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারকবৃন্দ, জেলা আইনজীবি সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সদস্যসহ আইনজীবিবৃন্দ।

### যশোরে তিনজন বিচারকের বিদায় সংবর্ধনা

যশোর চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সম্মেলন কক্ষে যশোর বিচার বিভাগের আয়োজনে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়।

### সাতক্ষীরায় বিচারক-আইনজীবী

ম্যাজিস্ট্রেট তৃতীয় আদালতে গত মঙ্গলবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দুই আইনজীবীর ভূমিকা বিচার ব্যবস্থার প্রতি চরম অমর্যাদা বলে আদালত পাড়ায় গুঞ্জন উঠেছে। জানা গেছে, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মহিদুল ইসলামের আদালতে একটি মামলার আসামিপক্ষে যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করেন অতিরিক্ত পিপি অ্যাডভোকেট জিএম ওকালত আলী। এ সময় ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে একটি ধারার জামিন নিয়ে দুইপক্ষের মধ্যে বিতর্ক হয়। একপর্যায়ে জিএম ওকালত আলী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মহিদুল ইসলামকে বিচারাসন থেকে নেমে যাওয়ার কথা বলেন। এর কিছুক্ষণের মধ্যে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত থেকে নেমে যান। বেশ কয়েক মিনিট পর তিনি আবার আদালতে এসে বিচার কার্যক্রম শুরু করেন। এদিকে এ ঘটনার পরপরই পাশের আরও একটি জুডিসিয়াল আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট বন্যা খাতুনের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা সৃষ্টি হয় সাবেক এপিপি অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান পিন্টুর। উভয়পক্ষের মধ্যে উচ্চবাক্য বিনিময় ঘটে। এ সময় একে-অন্যকে বেরিয়ে যেতে বলেন। একই সময়ে পাশাপাশি দুটি বিচারাদালতে এমন অপ্রীতিকর ঘটনার প্রেক্ষিতে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মহিদুল ইসলাম ও জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বন্যা খাতুন আদালতের কার্যক্রম স্থগিত করেন। একই সঙ্গে সব ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। এর পরপরই পুরো আদালতপাড়ায় শুরু হয় হট্টগোল। সব আদালতে বিচার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিচার প্রার্থী বাদী-বিবাদী এবং সাক্ষীসহ সংশ্লিষ্টরা ভোগান্তিতে পড়েন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে সাতক্ষীরার পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট আব্দুল লতিফ বলেন, দুটি ঘটনা সম্পর্কে আমি অবহিত হয়েছি। কেবলমাত্র কিছু উচ্চবাক্য বিনিময়ের কারণে এমনটি হয়েছে। বিষয়টি দ্রুতই নিষ্পত্তি হয়ে যাবে বলে আশা করছি।

### সকলে আন্তরিকভাবে কাজ করলে

মামুনুর রশিদ এর সভাপতিত্বে কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার গোলাম মোস্তফা রাসেল, পিবিআই গোপালগঞ্জ এর পুলিশ সুপার আবুল কালাম আজাদ, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ হোসেন, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. ফয়সাল আল মামুন, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কে এম আলমগীর হোসাইন, সহকারী জজ জেসমিন নাহার, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ্যাড. মো. এমদাদুল হক খান, সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. গোলাম কিবরিয়া হাওলাদার, পাবলিক প্রসিকিউটর এ্যাড. সিদ্দিকুর রহমান সিং, জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সহকারী পুলিশ সুপার, সকল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, র‌্যাবের প্রতিনিধি, সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক ও সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিগণ। কনফারেন্সে বক্তরা বলেন, মাদারীপুর চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের মামলার জট কমানোর জন্য মামলার সাথে যে সকল প্রতিষ্ঠান জড়িত সকলে যার যার অবস্থান থেকে আন্তরিকভাবে কাজ করলে মামলার জট অনেক কমে আসবে।

### গ্রন্থাগারের জন্য ঢাকা আইনজীবী সমিতিকে

অ্যাডভোকেট শারমিন সুলতানা হ্যাপি সমপরিমাণ টাকার চেক সংগ্রহ করেছেন। এর আগে, গত মঙ্গলবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) সমপরিমাণ টাকার চেক বার কাউন্সিলের পক্ষ থেকে সমিতিকে পাঠানো হয়। সংস্থার সচিব জেলা ও দায়রা জজ মো. রফিকুল ইসলামের সই করা এক পত্রে এ তথ্য জানা গেছে। পত্রের তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের ৩ নভেম্বর পাঠাগারের জন্য নতুন বই ক্রয়ের নিমিত্তে অনুদান চেয়ে বার কাউন্সিলে আবেদন করে ঢাকা আইনজীবী সমিতি। এরপর গত ১২ ডিসেম্বর বার কাউন্সিলের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকা বারের গ্রন্থাগারে নতুন বই ক্রয়ের জন্য ২০ লাখ টাকা অনুদান হিসেবে মঞ্জুর করা হয়। এ প্রেক্ষিতে গত মঙ্গলবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) সমপরিমাণ টাকার চেক সমিতিকে পাঠানো হয়।

### সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইডের চেয়ারম্যান

গত বৃহস্পতিবার (১০ ফেব্রুয়ারি) সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রেজিস্ট্রার মো. গোলাম রব্বানী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটির চেয়ারম্যান বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম আপিল বিভাগের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় চেয়ারম্যানের শূন্য পদে বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেনকে মনোনয়ন প্রদান করেছেন প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী। এর আগে, ২০১৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর থেকে ২০১৬ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন বিচারপতি মো. নিজামুল হক। এরপর চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করেন বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড অসহায় বিচারপ্রার্থীদের বিনামূল্যে আইনি সহায়তা দিয়ে থাকে।

### ১২২ বিচারক বদলি

কর্মকর্তাকে বর্তমান কর্মস্থল হতে বদলি করে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত নামের পাশে বর্ণিত কর্মস্থলে নিয়োগ/ বদলি করা হলো। এসব কর্মকর্তাদের জেলা ও দায়রা জজ/চিফ জুডিসিয়াল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট/দপ্তর প্রধান কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তার নিকট আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে দায়িত্ব অর্পণ করে অবিলম্বে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগ দিতে বলা হয়েছে। তবে এসব কর্মকর্তাদের মধ্যে বর্তমানে যারা প্রশিক্ষণ/ছুটি/নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত তাদেরকে উক্ত দায়িত্ব পালন শেষে একই প্রক্রিয়ায় বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগ দিতে বলা হয়েছে।

### লাইভে মহসীন আত্মহত্যা করবেন

নিজেই নিজেকে দোষারোপ করেছি। এরপর বিষয়টি নিয়ে ফেসবুকের সিঙ্গাপুর অফিসের কাছে জানতে চাই। ফেসবুক আমাদের জানালো, লাইভের প্রথমে মহসীন খানের কথা স্বাভাবিক ছিল। তিনি আত্মহত্যা করবে এমনটা তাদের মনে হয়নি। মাহবুবুর রহমান বলেন, ফেসবুক জানিয়েছে লাইভে প্রথমে পারিবারিক জীবন, ব্যক্তিগত জীবন, ব্যবসায়িক জীবন নিয়ে কথা বলছিলেন মহসীন খান। এর ফলে আত্মহত্যার বিষয়টি সংস্থাটি বুঝতে পারেনি। তবে লাইভের শেষ হওয়ার আড়াই মিনিট আগে ফেসবুক বুঝতে পারে তিনি আত্মহত্যা করবেন। এ বিষয়ে ফেসবুককে অনুরোধ করা হয়েছে, তারা যাতে আত্মহত্যা রোধে আমাদের সঙ্গে কাজ করে। সিআইডি প্রধান বলেন, মহসীন খান যখন লাইভ শুরু করেন, তখন যারা লাইভ দেখছিলেন আমরা তাদের ট্র্যাক করার চেষ্টা করেছি। এটার উদ্দেশ্য কাউকে দোষারোপ করা নয়, তাদের সচেতনতা করা। যাতে করে ভবিষ্যতে তারা সচেতন হয়ে আমাদের জানাতে পারে। সিআইডি আত্মহত্যা রোধে কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করবে।

### দুর্নীতির মূল উৎপাটনে হাইকোর্ট

যদিও এই কাজ কঠিন এবং ঝুঁকিপূর্ণ। অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য হাজী সেলিমকে আদালতের দেওয়া ১০ বছরের কারাদণ্ডাদেশ বহাল রেখে পূর্ণাঙ্গ রায়ের অনুলিপিতে এসব কথা বলেন হাইকোর্ট। গত বৃহস্পতিবার (১০ ফেব্রুয়ারি) বিচারপতি মো. মঈনুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি এ কে এম জহিরুল হকের স্বাক্ষরের পর সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে ৬৬ পৃষ্ঠার এই রায় প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত রায়ের পর্যবেক্ষণে হাইকোর্ট বলেছেন, দুর্নীতি একটি মানসিক ব্যাধি, এর মূল উৎপাটন করতে হবে। দুদকের কাছে প্রত্যাশা, সাংবিধানিক পদধারী বা ননপদধারী যে-ই হোন, তাদের বিচারের আওতায় এনে দুর্নীতির মূল উৎপাটন করতে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে। বঙ্গবন্ধুর দুর্নীতির বিরুদ্ধে নির্দেশনার কারণেই দুর্নীতির মূল উৎপাটন করতে আমরা সাংবিধানিকভাবে বাধ্য। হাইকোর্ট বলেন, আমরা সচেতনভাবে পর্যবেক্ষণ করছি, দুদক এখন পর্যন্ত এই রকম হাজার দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিকে বিচারের আওতায় আনতে সক্ষম নয়। কিন্তু এর জন্য চেষ্টা থাকতে হবে। তবে দুর্ভাগ্য যে, এই জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের বিষয়ে দুদক গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের ওপর নির্ভর করে আছে।' ২০২০ সালের ৯ মার্চ অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলায় পুরান ঢাকার সাংসদ হাজী মোহাম্মদ সেলিমকে বিচারিক আদালতের দেওয়া ১০ বছরের কারাদণ্ডাদেশ বহাল রাখেন হাইকোর্ট। তবে তিন বছরের দণ্ড থেকে খালাস পান তিনি। পূর্নাঙ্গ রায়ে হাজী সেলিমকে ৩০ দিনের মধ্যে বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে। এ বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের আইনজীবী মো. খুরশীদ আলম খান জানান, বিচারিক আদালত রায়ের কপি পাওয়ার এক মাসের মধ্যে তাকে (হাজি সেলিম) আত্মসমর্পণ করতে হবে। আর ১০ বছরের কারাদণ্ড বহাল থাকায় হাজী সেলিম সংসদ সদস্য পদ হারাবেন। অন্যদিকে হাজী সেলিমের আইনজীবী সাঈদ আহমেদ রাজা বলেছেন, এই রায়ের বিরুদ্ধে তারা আপিল বিভাগে আবেদন করবেন। আর সংসদ সদস্য পদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার জাতীয় সংসদের স্পিকারের। প্রসঙ্গত, ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে হাজী সেলিমের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে সম্পদ অর্জন এবং ৫৯ কোটি ৩৭ লাখ ২৬ হাজার ১৩২ টাকার তথ্য গোপনের অভিযোগে রাজধানীর লালবাগ থানায় মামলা করে দুদক। পরের বছর হাজী সেলিমকে দুদক আইনের দুটি ধারায় মোট ১৩ বছর কারাদণ্ড দেন বিশেষ জজ আদালত। ২০০৯ সালে হাজী সেলিম বিচারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করলে ২০১১ সালে ওই সাজা বাতিল করে রায় দেন হাইকোর্ট। এরপর হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আবেদন করে দুদক। ওই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৫ সালে হাইকোর্টের রায় বাতিল করে পুনরায় শুনানি করতে নির্দেশ দেন আপিল বিভাগ। আপিল বিভাগের নির্দেশ অনুযায়ী দুদক ২০২০ সালের মামলাটি শুনানির জন্য উদ্যোগ নেয়। শুনানিতে হাজী সেলিমের মামলার যাবতীয় নথি (এলসিআর) তলব করেন হাইকোর্ট। ওই নথি পাওয়ার পর ২০২০ সালের ৩১ জানুয়ারি মামলাটির পুনঃশুনানি শুরু হয়। এরপর গত বছরের ৯ মার্চ রায় ঘোষণা করেন আদালত। রায়ে আংশিক আপিল মঞ্জুর করে ১০ বছরের কারাদণ্ডাদেশ বহাল রাখেন হাইকোর্ট।

### মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা

কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জাতি একুশের মহান শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে। এদিন রাত ১২টা ১ মিনিটে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে একুশের কর্মসূচি শুরু হবে। এছাড়াও কালো ব্যাজ ধারণ, প্রভাতফেরি সহকারে আজিমপুর কবরস্থানে শহীদদের কবরে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও শ্রদ্ধা জানানো হবে। শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী প্রদান করেছেন। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা (ইউনেস্কো) মহান একুশের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি দেয়ার পর থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও গত কয়েক বছর ধরে দিবসটি পালিত হচ্ছে। বাঙালি জাতির জন্য এই দিবসটি হচ্ছে চরম শোক ও বেদনার। অনদিকে মায়ের ভাষা বাংলার অধিকার আদায়ের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত। যে কোন জাতির জন্য সবচেয়ে মহৎ ও দুর্লভ উত্তরাধিকার হচ্ছে মৃত্যুর উত্তরাধিকার-মরতে জানা ও মরতে পারার উত্তরাধিকার। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদরা জাতিকে সে মহৎ ও দুর্লভ উত্তরাধিকার দিয়ে গেছেন। ১৯৫২ সালের এদিনে 'বাংলাকে' রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বাংলার (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) ছাত্র ও যুবসমাজসহ সর্বস্তরের মানুষ সে সময়ের শাসকগোষ্ঠির চোখ-রাঙ্গানি ও প্রশাসনের ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজপথে নেমে আসে। মায়ের ভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে দুর্বার গতি পাকিস্তানি শাসকদের শংকিত করে তোলায় সেদিন ছাত্র-জনতার মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে সালাম, জব্বার, শফিক, বরকত ও রফিক গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন। তাদের এই আত্মদান নিয়ে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সরদার ফজলুল করিম তার 'বায়ান্নর ও আগে' প্রবন্ধে লিখেছেন ' বরকত, সালামকে আমরা ভালবাসি। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা বরকত সালাম আমাদের ভালবাসে। ওরা আমাদের ভালবাসে বলেই ওদের জীবন দিয়ে আমাদের জীবন রক্ষা করেছে। ওরা আমাদের জীবনে অমৃতরসের স্পর্শ দিয়ে গেছে। সে রসে আমরা জনে জনে, প্রতিজনে এবং সমগ্রজনে সিক্ত। ' এদের আত্মদানের মধ্যদিয়ে আমরা অমরতা পেয়েছি উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আজ আমরা বলতে পারি দস্যুকে, বর্বরকে এবং দাম্ভিককে : তোমরা আর আমাদের মারতে পারবে না। কেননা বরকত সালাম রক্তের সমুদ্র মন্থন করে আমাদের জীবনে অমরতার স্পর্শ দিয়ে গেছেন।' বরেণ্য শিক্ষাবিদ আবুল ফজল একুশ নিয়ে তার এক লেখায় লিখেছেন 'মাতৃভাষার দাবি স্বভাবের দাবি। ন্যায়ের দাবি, সত্যের দাবি–এ দাবির লড়াইয়ে একুশে ফেব্রুয়ারির শহীদরা প্রাণ দিয়েছেন। প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করেছেন, স্বভাবের ব্যাপারে, ন্যায় ও সত্যের ব্যাপারে কোন আপস চলে না, চলে না কোন গোঁজামিল। জীবন-মৃত্যুর ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেই হতে হয় তার সম্মুখীন। একুশে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটি। এদিন দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভবনে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সঠিক নিয়মে, সঠিক রং ও মাপে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত এবং কালো পতাকা উত্তোলন করো হবে। দিবসটি পালন উপলক্ষে জাতীয় অনুষ্ঠানের সাথে সঙ্গতি রেখে বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আজিমপুর কবরস্থানে ফাতেহা পাঠ ও কোরআনখানির আয়োজনসহ দেশের সকল উপাসনালয়ে ভাষা শহিদদের রুহের মাগফেরাত কামনায় প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানসহ সবাই পূর্বের ঐতিহ্য বজায় রেখে যাতে শহিদ মিনারে উপস্থিত হয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারেন সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক প্রতিটি সংগঠনের পক্ষ হতে সর্বোচ্চ ৫ জন প্রতিনিধি হিসেবে ও ব্যক্তিপর্যায়ে একসাথে সর্বোচ্চ ২ জন শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে পারবেন। কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা এবং দিবসটি পালনে নিয়োজিত সকল প্রতিষ্ঠান ও সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা শহরের বিভিন্ন সড়কদ্বীপ সমূহ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা জনক স্থান সমূহে বাংলাসহ অন্যান্য ভাষার বর্ণমালা সম্বলিত ফেস্টুন দ্বারা সজ্জিত করা হবে। একুশের বিশেষ অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার এবং ভাষা শহিদদের সঠিক নাম উচ্চারণ, শহিদ দিবসের ভাবগাম্ভীর্য রক্ষা, শহিদ মিনারের মর্যাদা সমুন্নত রাখা, সুশৃঙ্খলভাবে শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ, ইত্যাদি জনসচেতনতা মূলক বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যম সমূহ প্রয়োজনীয় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সংবাদপত্র সমূহে ক্রোড়পত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদানের বিষয়টি বিশেষভাবে উপস্থাপন করা হবে।

বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেসরকারি স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো একুশের বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করবে। এদিকে অমর একুশে ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে আওয়ামী লীগ। যথাযথভাবে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধি মেনে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সকল কর্মসূচি পালন করবে দলটি। প্রিয় মাতৃভাষার মর্যাদা-অধিকার রক্ষা, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভাসিত অগণিত শহীদের রক্তে রঞ্জিত দিবসটি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সমগ্র বাঙালি জাতির সাথে বরাবরের মতো এবারও শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ ও পালন করবে। কর্মসূচির মধ্য রয়েছে, একুশে ফেব্রুয়ারি ভোর সাড়ে ৬ টায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়, বঙ্গবন্ধু ভবনসহ সারাদেশে সংগঠনের সকল শাখা কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ ও কালো পতাকা উত্তোলন। সকাল ৭ টায় কালো ব্যাজ ধারণ, প্রভাতফেরী সহকারে আজিমপুর কবরস্থানে ভাষা শহীদদের কবরে ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন। এছাড়াও ২২ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে ৩ টায় দলের পক্ষথেকে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভায় যুক্ত হয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখবেন। দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এক বিবৃতিতে ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সকল কর্মসূচি যথাযথভাবে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধি মেনে পালনের জন্য আওয়ামী লীগ এবং সহযোগী সংগঠনসমূহের সর্বস্তরেরনেতাকর্মীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

সময়ের সাহসী দৈনিক
# স্বাধীন দেশ
THE DAILY SHADHIN DESH

সোমবার ॥ ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ ॥ ০৮ ফাল্গুন ১৪২৮ বাংলা

ওয়েবসাইট ভিজিট করুন
www.shadhin-desh.com
বিজ্ঞাপন, আইন ও আদালত বিষয়ক সকল খবর ই-মেইল করুন
shadhindesh1999@gmail.com

# আইনজীবীদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ২০ কোটি টাকা প্রণোদনা

নিজস্ব প্রতিবেদক

করোনা পরিস্থিতিতে আইনজীবীদের জন্য ২০ কোটি টাকা প্রণোদনা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত বছর সেপ্টেম্বরে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর এ ঘোষণার কথা জানান আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। এ অর্থ বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের মাধ্যমে সারা দেশের আইনজীবীদের দেয়া হবে। গত রোববার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের নেতাদের কাছে প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে প্রাপ্ত ২০ কোটি টাকার প্রণোদনার চেক হস্তান্তর করা হয়। আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, আইনজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং স্নেহের কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনাভাইরাসের সময় আইনজীবীদের দূরাবস্থার কথা বিবেচনা করে তার ত্রাণ তহবিল থেকে ২০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন। অনুষ্ঠানে চেক গ্রহণ করেন বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও অ্যাটার্নি জেনারেল এএম আমিন উদ্দিন এবং ভাইস-চেয়ারম্যান সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন। এ সময় সাবেক খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম, প্রবীণ আইনজীবী সৈয়দ রেজাউর রহমান, অ্যাডভোকেট মোখলেছুর রহমান বাদলসহ বার কাউন্সিলের অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

## ‘দুর্নীতির মূল উৎপাটনে হাইকোর্ট সাংবিধানিকভাবে বাধ্য’

আদালত প্রতিবেদক

দুর্নীতির বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনার কারণেই দুর্নীতির মূল উৎপাটন করতে হাইকোর্ট সাংবিধানিকভাবে বাধ্য বলে হাজি সেলিমের মামলার রায়ের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে। হাইকোর্ট বলেছেন, দুর্নীতিতে অনেক বিশেষ ব্যক্তিবর্গ আসক্ত হয়ে পড়েছেন। জড়িতদের চিহ্নিত করে দুদক, বিচার বিভাগ, সরকারি-বেসরকারি ও আদালত সমন্বিতভাবে তাদের সতর্ক করে বার্তা দিতে হবে।

৭-এর পাতায় দেখুন

আত্মহত্যা রোধে ফেসবুকের সঙ্গে কাজ করবে সিআইডি

# লাইভে মহসীন আত্মহত্যা করবেন, শুরুতে বুঝতে পারেনি ফেসবুক

——— সিআইডি প্রধান ব্যারিস্টার মাহবুবুর রহমান

শাহরিয়ার সজল

সম্প্রতি ফেসবুক লাইভে এসে নিজের পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করেন চিত্রনায়ক রিয়াজের শ্বশুর ব্যবসায়ী আবু মহসীন খান। তবে তার লাইভের শুরুতে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারেনি তিনি আত্মহত্যা করবেন। তাই যথাসময়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারেনি সংস্থাটি। গত বুধবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর মালিবাগ কার্যালয়ে আত্মহত্যা বিষয়ে আয়োজিত সেমিনারে এ কথা বলেন পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) প্রধান অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ব্যারিস্টার মাহবুবুর রহমান। সিআইডি প্রধান বলেন, মহসিন খান ফেসবুক লাইভে ছিলেন সাড়ে ১৬ মিনিটের বেশি। পরে মনে হলো কেন এ বিষয়টি আমরা টের পেলাম না? এ বিষয়ে কেউ আমাকে দোষারোপ করেনি। আমি

৭-এর পাতায় দেখুন

# ভোলা জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির মাসিক সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক

ভোলা জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত। গত বৃহস্পতিবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) ভোলা জেলা ও দায়রা জজ এবং জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি চেয়ারম্যান মো: মহসিনুল হক এর সভাপতিত্বে জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শরীফ মোঃ সানাউল হকসহ অন্যান্য বিচারকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

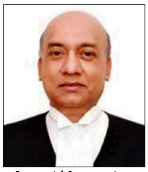

## সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইডের চেয়ারম্যান বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেন

শামস বিন শরীফ

সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইডের চেয়ারম্যান হিসেবে বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেনকে নিয়োগ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি।

৭-এর পাতায় দেখুন

# শেরপুরে দুই বিচারকের বিদায় সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদক

শেরপুরে কর্মরত সহকারী জজ মো: আতাউল্লাহ ও মো: রাকিবুল হাসান এর বদলী জনিত বিদায় উপলক্ষে শেরপুর বিচার বিভাগের আয়োজনে গত বৃহস্পতিবার (১৭ ফেব্রুয়ারী) বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ আল মামুন এর সভাপতিত্বে সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বিদায় সংবর্ধনায় শেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) মোঃ আখতারুজ্জামানসহ অন্যান্য বিচারকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

## ১২২ বিচারক বদলি

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসে কর্মরত সিনিয়র সহকারী জজ ও সহকারী জজ এবং সমপদমর্যাদার ১২২ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। গত বুধবার (৯ ফেব্রুয়ারি) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা এ সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানা গেছে। মন্ত্রণালয়ের উপসচিব শেখ গোলাম মাহবুব স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের এসব

৭-এর পাতায় দেখুন

## গ্রন্থাগারের জন্য ঢাকা আইনজীবী সমিতিকে বিশ লাখ টাকা দিল বার কাউন্সিল

শেখ জুয়েল

ঢাকা আইনজীবী সমিতির গ্রন্থাগারের জন্য নতুন বই কিনতে ২০ লাখ টাকা দিয়েছে সারাদেশে আইনজীবীদের সনদ প্রদান ও নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ বার কাউন্সিল। গত বৃহস্পতিবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) সমিতির লাইব্রেরি সম্পাদক

৭-এর পাতায় দেখুন

# চাঁদপুর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ হাসান জামানের বিদায় সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদক

চাঁদপুরে কর্মরত সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ হাসান জামান বদলী জনিত বিদায় উপলক্ষে চাঁদপুর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসী কর্মরত সর্বস্তরের কর্মচারীদের আয়োজনে গত বৃহস্পতিবার (১৭ ফেব্রুয়ারী) বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ সামছুল ইসলামসহ সকল বিচারকবৃন্দ, নবাগত প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ গোলাপ হোসেন, নাজির মোঃ ফখরুদ্দিন, কম্পিউটার অপারেটর মোঃ মাছুম বিল্লাহসহ সর্বস্তরের কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

## অপরাধ ট্রাইব্যুনালের নতুন রেজিস্ট্রার মেছবাহ উদ্দিন

নিজস্ব প্রতিবেদক

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের নতুন রেজিস্ট্রার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে হবিগঞ্জের জেলা ও দায়রা জজ এম এল বি মেছবাহ উদ্দিন

৭-এর পাতায় দেখুন

*চাঁপাইনবাবগঞ্জ জজশীপ থেকে বিচারকদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। বিদায়ী অতিথিরা হলেন সিনিয়র সহকারি জজ মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ মাইনুল ইসলাম, ইসমত আরা তূশি, ও সহকারি জজ আয়েশা ছিদ্দিকা। গত বৃহস্পতিবার (১৭ ফেব্রুয়ারী) চাঁপাইনবাবগঞ্জ বিচার বিভাগের আয়োজনে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়েছে।*

মাদারীপুরে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

# ‘সকলে আন্তরিকভাবে কাজ করলে মামলার জট অনেক কমে আসবে’

নিজস্ব প্রতিবেদক

মাদারীপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালত এর সম্মেলন কক্ষে জেলা জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসির আয়োজনে গত শনিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকালে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট

৭-এর পাতায় দেখুন

# যশোরে তিনজন বিচারকের বিদায় সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদক

যশোরে তিনজন বদলী জনিত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। তিনজন সহকারী জজরা হলেন রেজাউল করিম বাঁধন, বেগম বর্ণালী রাণী, মোঃ সালমান আহমেদ শুভ। যশোর সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মোঃ ইখতিয়ারুল ইসলাম মল্লিকের সভাপতিত্বে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়। গত বৃহস্পতিবার (১৭ ফেব্রুয়ারী)

৭-এর পাতায় দেখুন

# নীলফামারী বার ক্যাফেটেরিয়া শুভ উদ্বোধন করেন জেলা ও দায়রা জজ মো: রেজাউল করিম

মোহাম্মেদ প্রান্ত

আইনজীবিদের দীর্ঘ দিনের দাবী নীলফামারী জেলা আইনজীবী সমিতি'র কার্যনির্বাহী কমিটির আন্তরিক প্রচেষ্টায় শুভ উদ্বোধন হল নীলফামারী বার ক্যাফেটেরিয়া। জেলা আইনজীবি সমিতির সাধারন সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলফারুক আব্দুল লতীফের সঞ্চালনায় ক্যাফেটেরিয়া

৭-এর পাতায় দেখুন

# মৌলভীবাজারে দুই বিচারকের বিদায় সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদক

মৌলভীবাজারের দুইজন বিচারকবৃন্দদের বদলি জনিত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। একজন সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ সাহেল ও একজন সহকারী জজ হলেন মোঃ রিয়াজুল কাউসার। মৌলভীবাজার জেলা ও দায়রা জজ আল-মাহমুদ ফায়জুর কবীরের সভাপতিত্বে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়। গত বৃহস্পতিবার (১৭ ফেব্রুয়ারী) মৌলভীবাজার জেলা জজ আদালত ভবন সম্মেলন কক্ষে মৌলভীবাজার বিচার বিভাগের আয়োজনে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়েছে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ আলী আহসানসহ অন্যান্য বিচারকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

# সাতক্ষীরায় বিচারক-আইনজীবী বাকবিতণ্ডা, বিচারকাজ স্থগিত

আমিরুজ্জামান

সাতক্ষীরা আদালতে পৃথক দুই বিচারক ও আইনজীবীর মধ্যে বাকবিতণ্ডার ঘটনা ঘটেছে। এতে আদালতের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বিচারপ্রার্থীরা ভোগান্তির শিকার হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। সাতক্ষীরার জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিতীয় আদালত এবং জুডিসিয়াল

৭-এর পাতায় দেখুন

# ময়মনসিংহের ছয়জন বিচারকের বিদায় সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদক

ময়মনসিংহের ছয়জন বিচারকবৃন্দদের বদলি জনিত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। একজন সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সুব্রত ঘোষ শুভ ও পাচঁজন সহকারী জজরা হলেন ভিক্টোরিয়া চাকমা, মোঃ মনজুরুল ইসলাম, মোঃ নূর-ই-জাহিদ, মোঃ তাজুল ইসলাম সোহাগ, মোঃ শাখাওয়াত হোসেন। ময়মনসিংহ সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মোঃ হেলাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়। গত বুধবার (১৬ ফেব্রুয়ারী) ময়মনসিংহ জেলা জজ আদালত ভবন সম্মেলন কক্ষে ময়মনসিংহ বিচার বিভাগের আয়োজনে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়েছে।

সম্পাদক ও প্রকাশক ঃ মাহমুদা বেগম স্বাধীনা
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ঃ তৌহিদুর রহমান হিসান

মাহমুদা বেগম স্বাধীনা কর্তৃক মিতু প্রিন্টিং প্রেস ২০/এ, নয়া পল্টন ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও ২ আর কে মিশন রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ প্রকাশিত।

বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয় ঃ ১৪৭/৭/এ, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী (যাত্রাবাড়ী মোড়ের ডান দিকে, ওয়াপদা কলোনীর বিপরীতে মুন সিএনজি'র সাথের সাংবাদিক গলি) ঢাকা-১২০৪।

মোবাইল ঃ ০১৭৫৭-০১৯৪৩৫, ০১৬৮৬-৯০৭৭১২।
অফিস ঃ ০১৯৮৯-৬০৩৯০৪, ০১৬৩২-৩৬৭৬৪৫ (বিজ্ঞাপন)।
ই-মেইল : shadhindesh1999@gmail.com